بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ এতএত পাপে সহায়তা করে তা ভাবতেই অবাক লাগে। এমনকি পুণ্যের স্থান এবং বৈঠকেও এই অঙ্গটি ভীত ও স্তিমিত নয়! তাই তো উলামাদের মজলিসে রমযান মাসে রোযা অবস্থায় মসজিদের ভিতরেও একে নিজের ধ্বংসলীলা চালাতে দেখা যায়!

মক্কা আমাদের পবিত্র নগরী। হজ্জ এক মহান ইবাদত। যাতে আল্লাহ পাক যৌনাচার, পাপাচার এবং কলহ-ঝগড়া নিষিদ্ধ করেছেন। সেই পবিত্র স্থানে ও মহান ইবাদতে থেকেও এই দুর্দম ইন্দ্রিয় শঙ্কিত ও স্তম্ভিত হয় না! বাংলা ১৪০১ সনের হজ্জ সফরে ঐ সর্পদংশনে দষ্ট হলে নগণ্যের মনে সুগভীর দাগ কাটে। তার পর হতেই সেই আশীবিষকে চিহ্নিত ও তার দংশন জ্বালা হতে মানুষকে সাবধান করার সাধ মনে জাগে। পাঠকের খিদমতে অত্র পুস্তিকা সেই সতর্কপত্রই; যাতে সংক্ষিপ্তাকারে দংশক এবং দষ্ট বস্তু ও ব্যক্তির সর্বনাশিতা তথা মর্মদাহী যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

যার দংশনে এত বিষ-জ্বালা, যার গর্ভে এত পাপের জন্ম এবং যার কাটা ঘায়ের কোন মলম নেই সেই 'জিহ্বা'কে চিনে পাঠক উপকৃত হলে শ্রম সার্থক হবে।

এ পুস্তিকাটিকে প্রস্তুত করতে জিভের আপদের উপর লিখিত বিভিন্ন আরবী বই-পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। হাদীসের স্থলে তার হাওয়ালা

যথাসাধ্য প্রদত্ত হয়েছে। অন্যান্য হাওয়ালাবিহীন উক্তি ঐ সব পুস্তক থেকেই সংগৃহীত।

আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কাল কিয়ামতে আমার নেকীর মীযানে রাখেন। আমীন।

বিনীতঃ-
আব্দুল হামীদ ফায়যী
সউদী আরব
বৈশাখ / ১৪০২

জিবের কীর্তি

রসনায় রস ঝরা, মধু ঝরা স্বাভাবিক,
তবু কেন জিভ হয় বিষময় শতাধিক।
রে মুমিন! ভালোমত বুঝে দ্যাখ ঠিক ঠিক-
রসনা হয় কেন মাঝে মাঝে বেগতিক?
কড়া কথা চড়াভাবে বলবার সঙ্গে,
রূপ নেয় অনুক্ষণ একদম জঙ্গে।
জিভ দেয় আশ্বাস ব্যভিচার করবার,
খুন হয় বচনেই রূপ দিয়ে মিথ্যার।
চুগলির আসরেতে জিভ করে মন্দ,
শয়তানি ফাঁদে পড়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব।
জিভ দিয়ে ঝরে বিষ, জিভে দেয় কষ্ট,
শয়তানি অসঅসা এর মাঝে স্পষ্ট।

- এস্, নাসিরুদ্দীন।

বাক্‌সংযমের নির্দেশ ও গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَـٰشِعُونَ ۝٢
وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ ﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে; যারা নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র, যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ হতে বিরত থাকে------। *(সূরা মু'মিনূন ১-৩ আয়াত)*

"যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কথার সম্মুখীন হলে ভদ্রতার সাথে তা পরিহার করে অতিক্রম করে।" *(সূরা ফুরকান ৭২আয়াত)*

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটেই রয়েছে।" *(সূরা ক্বাফ ১৮- আয়াত)*

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় -ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(সূরা বানী ইসরাঈল ৩৬ আয়াত)*

"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিভ, হাত ও পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে---।" *(সূরা নূর ২৪ আয়াত)*

"দুর্ভোগ (বা অয়ল দোযখ) প্রত্যেক সেই ব্যক্তির, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।" *(সূরা হুমাযাহ ১ আয়াত)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে নতুবা চুপ থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবু মূসা ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তির জিব ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন এক কর্ম

বলে দিন যাতে আমি দৃঢ়-স্থির থাকব।' তিনি বললেন, "বল, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ।' অতঃপর তাতে দৃঢ়-স্থির থাক।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে অধিক কোন জিনিসকে আমার উপর আশঙ্কা করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বা ধারণ করে বললেন, "এইটাকে।" *(তিরমিযী)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার জন্য তার রসনা ও গুপ্তাঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জন্য বেহেশ্তের যামিন হব।" *(বুখারী, সহীহুল জামে' ৬৪৯৩নং)*

"বান্দা নির্বিচারে এমনও কথা বলে যার দরুন সে পূর্ব ও পশ্চিম বরাবর স্থান দোযখে পিছলে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার মঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস অবধি তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন। আবার মানুষ আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমনও কথা বলে যার অমঙ্গলের কথা সে ধারণাই করতে পারে না অথচ আল্লাহ তার দরুন কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার জন্য তাঁর অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন।" *(সহীহুল জামে' ১৬১৫নং)*

"মানুষ এমনও কথা বলে যাতে সে কোন ক্ষতি আছে বলে মনেই করেনা অথচ তার দরুন সে ৭০ বছরের পথ জাহান্নামে অধঃপতিত হয়।" *(ঐ ১৬১৪নং)*

"তুমি তোমার জিহ্বাকে সংযত কর, তোমার গৃহ যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয় এবং তুমি তোমার পাপের উপর রোদন কর।" *(ঐ ১৩৮৮নং)*

"প্রত্যেক প্রভাতে আদম সন্তানের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর; যেহেতু আমরা তোমারই অনুবর্তী। সুতরাং তুমি সোজা হলে আমরা সোজা হই, নচেৎ তুমি টেরা হলে আমরাও টেরা হয়ে যাই।" *(ঐ ৩৪৯নং)*

"তোমার জিহ্বা দ্বারা ভালো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলো না এবং ভালো ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি তোমার হাত বাড়ায়ো না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৫৬০নং)*

"তোমরা অশ্লীল (অকথ্য বা বাজে কথা) বলো না।" *(সহীহুল জামে' ২৪৭০নং)*

একদা আব্দুল্লাহ ﷺ সাফার উপর চড়ে বললেন, 'রে জিভ! ভালো কথা বল; সফলতা পাবি। চুপ থাক; লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা পাবি।' লোকেরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! একথা আপনি নিজে বলছেন, নাকি কারো নিকট

শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'না, বরং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আদম সন্তানের অধিকতর পাপ তার জিহ্বা থেকেই সংঘটিত হয়।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৩৪নং)*

সুতরাং মিতভাষিতা মু'মিনের এক অমূল্য সদ্গুণ। জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রেম লাভ হয়। জনপ্রিয় হয়ে উঠে তার ব্যবহার ও চরিত্র। পাপের সংখ্যা যায় কমে। মানুষের সাথে ব্যবহারে তার সম্পর্ক সুন্দর, সুদৃঢ় ও মধুর থাকে। ঝামেলা-ঝঞ্ঝট, তিরস্কার ও অশান্তি থেকে তার হৃদয়-মন নিরাপদে শান্তি লাভ করে থাকে।

কিন্তু বাক্‌সংযম খুব সহজ নয়। জিহ্বা এমন এক মন্দপ্রবণ ইন্দ্রিয় যাকে দমন করা এক প্রকার জিহাদ। তার জন্যই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম সেই ব্যক্তি যার রসনা ও হস্ত হতে অপর মুসলিম নিরাপদে থাকে। পরন্তু কুপ্রবৃত্তির সহিত জিহ্বার সম্পর্ক বড় ঘনিষ্ঠ। আস্বাদন লালসা এবং বাচন-ভঙ্গির হুতাশনের দাহন-আশা এই অঙ্গেই একত্রিত। লৌহ তরবারির আঘাত ও তীর বিঁধা জখমের উপশম আছে, কিন্তু বাক্-তরবারি ও কথার তীরের আঘাতের কোন উপশম নেই। ওর ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ আছে, কিন্তু এর কোন ব্যান্ডেজ নেই। যেহেতু ও আঘাত করে বাহ্যিক অঙ্গে, কিন্তু এ আঘাত করে অন্তরে, মর্মমূলে। কারণ, 'ব্যাধির চেয়ে আধিই হল বড়।' আর সে জন্যই 'হাড় ভাঙলে জোড়া লাগে; কিন্তু মন ভাঙলে জোড়া লাগে না।'

সুতরাং এমন শত্রুকে দমন করা জিহাদ বৈ কি? বিশেষ করে এ শত্রু মনের খেয়াল-খুশী দ্বারা পরিচালিত তাই। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"মুজাহিদ তো সেই, যে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের আত্মার বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" *(সহীহুল জামে' ৬৫৫৫নং)*

"স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।" *(ঐ ১১১০নং)*

"ইসলামের দিক হতে শ্রেষ্ঠ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হস্ত হতে মুসলিমরা নিরাপদে থাকে। ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর। শ্রেষ্ঠ মুহাজির (হিজরতকারী বা আল্লাহর জন্য স্বদেশত্যাগী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ত্যাগ করে। আর শ্রেষ্ঠ জিহাদ সেই ব্যক্তির, যে

আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।” *(ঐ ১১৪০নং)*

যেহেতু আত্মা, মন ও হৃদয় দেহের পাওয়ার-হাউস। তাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে তার অনুবর্তী রসনাকেও নিয়ন্ত্রিত ও দমিত করা যায়। বরং সকল প্রকার মন্দ থেকে নিস্কৃতি লাভ সম্ভব হয়। কারণ, “মানুষের মনটাই বড় মন্দপ্রবণ।” *(সূরা ইউসুফ ৫৩আয়াত)*

মানুষের নিকট হতে সান্ত্বনার আশা করা যায় তার জিহ্বার মাধ্যমে। আবার অধিক ভয়ও হয় তার জিহ্বাকেই। তাইতো নবী ﷺ মানুষের জন্য তার জিভকেই অধিক ভয়ঙ্কর রূপে চিহ্নিত করেছেন। জিভ দেহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ হলেও সবচেয়ে নিকৃষ্ট অঙ্গও ওটাই। যেন তা অমঙ্গল ও 'কু'-এর এক কারখানা। নয়কে ছয় এবং ছয়কে নয় করতে অধিকাংশ এরই সাহায্য নেওয়া হয়। বাগাড়ম্বর ও মুখের জোরে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য রূপে পরিণত করা হয়। তাইতো যাদের 'কথা কম কাজ বেশী' নয় এমন অকর্মণ্য বাক্‌পটু ও বাচালরা সমাজে ঘৃণ্য হয়। যদিও সে জিভের বলে দিনকে রাত করে নিজের কাজে বিজয়ী হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ এমন বাক্‌নবাবদেরকেও উম্মতের জন্য ভয়াবহ বলে নির্ণীত করেছেন। তিনি বলেন, “আমি আমার উম্মতের উপর মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা পন্ডিত বাগ্মী মুনাফেকদেরকে অধিক ভয় করি।” *(মুসনাদে আহমদ ১/২২, ৪৪)*

যেহেতু এমন কপট আলেম বাগাড়ম্বরে অধিক পটু হয়। যুক্তি ও প্রমাণ পেশ করতে দক্ষ হয়। বাতিলকে শোভন করে মানুষের সাদা মন লুটতে পারদর্শী হয়। বাগ্‌যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে বাচস্পতি থেকে গণপতি হয়। যার ফলে মানুষ ধোকায় পড়ে বাতিলকে গ্রহণ করে নেয়।

প্রয়োজন অনুপাতে যথা পরিমাণে কথা বলতে, উপকার ব্যতীত অন্য বিষয়ে মুখ না খুলতে, বাক্যবাণ দ্বারা মানুষের হৃদয়কে ব্যথিত না করতে এবং যেখানে সেখানে অযথা জিভকে পিছলে না দিতে সমাজবিজ্ঞানী প্রাণ-প্রিয় নবী ﷺ বহু নির্দেশ দিয়েছেন। যার কিছু পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন,

“সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যে তার জিহ্বাকে বশীভূত রাখে, স্বগৃহে অবস্থান করে এবং স্বকৃত পাপের উপর কান্না করে।” *(সহীহুল জামে' ৩৯২৯নং)*

“কোন বান্দার ঈমান দুরস্ত হয় না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তার হৃদয় দুরস্ত হয় এবং

তার হৃদয়ও দুরস্ত হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জিহ্বা দুরস্ত হয়। আর সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা না পায়।" *(আহমদ)*

"আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার জন্য অপকারী। সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়া এবং আল্লাহর যিক্র ব্যতীত অন্য কোন কথা তার জন্য উপকারী নয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

ইবনে মসউদ ﷺ মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন,'হে আল্লাহর রসূল! শ্রেষ্ঠ আমল কি?' তিনি উত্তরে বললেন, "যথা সময়ে নামায পড়া।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তারপর কি হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা হতে লোককে নিরাপদে রাখা।" *(ত্বাবারানী)*

জান্নাতে প্রবেশ করায় এমন আমলের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,"প্রাণ মুক্ত কর, ক্রীতদাস স্বাধীন কর। যদি তাতে তুমি সক্ষম না হও, তাহলে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান কর, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, সৎকর্মে আদেশ দাও এবং মন্দ কর্মে বাধা দান কর। যদি তাও না পার, তাহলে ভালো ছাড়া অন্য কথা থেকে নিজ জিহ্বাকে সংযত রাখ।" *(আহমদ, ইবনে হিব্বান, বাইহাকী)*

মুআয ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। আর যদি চাও তবে তোমাকে এমন কাজের কথা বলব যা তোমার পক্ষে এ সবের চেয়ে অধিক সহজ সাধ্য।" অতঃপর তিনি নিজ হাত দ্বারা নিজের জিভের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "এটা (সংযত রাখ)।" *(ইবনে আবিদ্ দুনয়া)*

তিনি আরো বলেন, "যে চুপ থাকে সে পরিত্রাণ পায়।" *(সহীহ তিরমিযী ২০৩১নং)*

ইবনে মসউদ ﷺ বলেন, 'তাঁর কসম যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই! জিব ছাড়া ভূপৃষ্ঠে আর এমন কোন বস্তু নেই যাকে দীর্ঘ কারাবদ্ধ (সংযত) রাখার প্রয়োজন হয়।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৬৪৯০নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'মুসলিমের সবচেয়ে পবিত্র ও সংশোধনযোগ্য অঙ্গ হল তার জিভ।' *(ঐ ২৬৪৯৩নং)*

বাজে ও মন্দ কথা এবং কাজ থেকে বিরত থাকা মুসলিমের জন্য সদকাহ স্বরূপ।

রসূল ﷺ বলেন, “প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদকাহ করার দায়িত্ব আছে। যদি সদকাহ করার কিছু না পায়, তবে সে স্বহস্তে কর্ম করে নিজেকে উপকৃত করবে এবং (ঐ থেকে) সদকাহ করবে। যদি তাতেও অক্ষম হয়, তাহলে বিপদগ্রস্ত অভাবীর সাহায্য করবে। যদি তাও না করে, তবে সৎকাজের আদেশ দেবে। যদি তাও না করে তবে মন্দ কর্ম থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হবে তার জন্য সদকাহ।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

গর্হিত ও অশ্লীল কথা থেকে নিবৃত্ত হওয়া রোযা রাখার এক মহান উদ্দেশ্য। এমন কি যদি কেউ রোযাদারকে গালি দেয় এবং তার সহিত কেউ বৃথা ঝগড়া করতে চায়, তাহলে প্রতিশোধমূলক কোন মন্দ কথা সে মুখ হতে বের করতে পারে না। যেহেতু তাতে রোযার মান ও মর্যাদা বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন রসূল ﷺ বলেন, “কেবল পানাহার থেকে বিরত থাকার নামই রোযা নয়। রোযা তো অসার, বাজে ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকার নাম। যদি তোমাকে কেউ গালি দেয় অথবা তোমার সহিত কেউ মূর্খামি করে তবে তাকে বল, ‘আমি রোযা রেখেছি। আমি রোযা রেখেছি।” *(সহীহুল জামে’ ৫২৫২নং)*

যারা বিষ-জিব দ্বারা মুসলিমদেরকে দংশন করে থাকে এবং বাক্যবাণ হেনে তাদের হৃদয়কে বিদগ্ধ ও ছিন্ন করে থাকে তাদের উদ্দেশ্যে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “হে (মুনাফেকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিও না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।” *(ঐ ৭৮৬২নং)*

কোন বিষয় নিয়ে অধিক অমূলক ও অনর্থক বাদ-প্রতিবাদ, ‘চুঁ-চেরা’ বা কি ও কেন করে কৈফিয়ত করা আল্লাহ অপছন্দ করেন। মুজতাবা ﷺ বলেন, “আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর মায়ের অবাধ্যাচরণ, কন্যা জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কারো অধিকারে বাধা প্রদান এবং অনধিকার কিছু দাবীকরণকে হারাম করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য অনর্থক পরের কথা চর্চা, অনর্থক অধিকাধিক প্রশ্ন এবং

অনর্থক অর্থ নষ্ট করাকে অপছন্দ করেছেন।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

যারা নিজের জিভে লাগাম দেয় না এবং বাক্‌সংযম অবলম্বন করে না তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নবী ﷺ থেকে বহু দূরে থাকবে। পরন্তু তাঁর নিকট তারা সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত। তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক প্রিয়তম ও কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী অবস্থানকারী সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সদাচরণে সবচেয়ে উত্তম। তোমাদের মধ্যে আমার নিকট অধিক ঘৃণ্যতম ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানকারী তারা, যারা অতিভাষী গপে, অতিবাদী -যারা অত্যুক্তি দ্বারা অপরকে খোঁচা মেরে থাকে এবং যারা অহংকারের সাথে মুখভর্তি লম্বা লম্বা কথা বলে থাকে।” *(সহীহুল জামে' ২১৯৭নং)*

অনর্থক বাদ-প্রতিবাদের ফলে কত গুরুত্বপূর্ণ উপকারী বস্তু লাভে মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমন দুই সাহাবীর বাদ-প্রতিবাদের ফলে শবেকদরের সঠিক রাত কোন্ তারীখে তা রসূল ﷺকে বিস্মৃত করা হয়েছিল। *(ঐ ৩২২১নং)*

জিহ্বা যে কত ভয়ানক ও বিপজ্জনক অঙ্গ এবং অপর দিকে তা যে কত মূল্যবান ও উপকারী ইন্দ্রিয় সে সম্পর্কে সলফের বহু জ্ঞানী-গুণীগণও বহু উক্তি-ভেট দিয়ে গেছেন। যেমন কুস বিন সায়েদাহ এবং আকসাম বিন সাইফী একে অপরকে বললেন, 'আদম সন্তানের ভিতরে কতগুলো ত্রুটি পেয়েছেন আপনি?' বললেন, 'অগণিত ত্রুটি; তবে আমি যা গণনা করেছি তা হল আট হাজার। আর ওরই মধ্যে একটি গুণ এমন পেয়েছি; তা যদি সে ব্যবহার করে তাহলে তার সমস্ত ত্রুটি গোপন করে নিতে পারে।' অপর জন বললেন, 'তা কি?' বললেন, 'বাক্‌সংযম।'

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রাবী'কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে রাবী'! অনর্থক কথা বলো না। যেহেতু তোমার বলে-ফেলা-কথা তোমাকে বশীভূত করে ফেলে। আর তুমি তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পার না।'

আবুল কাসেম কুশাইরী বলেন, 'বাক্‌সংযম নিরাপত্তাদানকারী এবং সেটাই হল মূল। যথা সময়ে নীরব থাকা পুরুষের গুণ; যেমন যথাস্থানে কথা বলাও এক সদ্‌গুণ। আমি আবু আলী দাক্কাককে বলতে শুনেছি যে, 'যে ব্যক্তি ন্যায্য বলা হতে চুপ থাকে সে বোবা শয়তান।'

অনেকে বলেছেন, 'তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ হে মানুষ! তা যেন তোমাকে

দংশন না করে ফেলে। কারণ জিহ্বা এক প্রকার অজগর। কবরস্থানে কত জিহ্বাদষ্ট হত মানুষ পড়ে রয়েছে দেখ; যাদেরকে বীর্যবান পুরুষরাও দেখে ভয় করত।' *(আযকার, নওবী ২৯৭-২৯৮পৃঃ)*

'মুমিনের কথা কম কাজ বেশী। আর মুনাফেকের কথা বেশী কাজ কম।'

'ঢিল ছুঁড়ে তা ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, কথা বলে তা ফিরিয়ে নেওয়াও সহজ নয়।'

'জ্ঞানীর জিহ্বা থাকে তার হৃদয়ের পশ্চাতে। তাই যখন সে কিছু বলার ইচ্ছা করে, তখন সে হৃদয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে। যদি তা বলা উপকারী হয় তাহলে বলে, নচেৎ বলে না। পক্ষান্তরে মূর্খের হৃদয় থাকে তার জিহ্বাগ্রে, সে বলার পূর্বে হৃদয়ে ভাবে না। ফলে মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে।'

'নীরব থেকে কোন দিন লাঞ্ছিত হইনি, কিন্তু কথা বলে বহুবার লাঞ্ছিত হয়েছি। পা-পিছলার কারণে মানুষ মারা যায় না, কিন্তু জিভ-পিছলার কারণে অনেকে মারা যায়।'

'নীরবতা বিনা কষ্টের এক ইবাদত, বিনা অলংকারের সৌন্দর্য, বিনা প্রতাপের প্রতিপত্তি। এই নীরবতা অবলম্বনের ফলেই তুমি ওযর পেশ করার অমুখাপেক্ষী হবে এবং তোমার সকল ত্রুটি গোপন করতে সক্ষম হবে।'

'দেহের মধ্যে দুটি মাংস পিন্ড সর্বোত্তম; হৃৎপিন্ড ও রসনা। আবার ঐ দুটিই হল দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম অঙ্গ।'

'কেবলমাত্র দুটি বিষয়ে কথা বল; প্রথমতঃ যা তোমার পার্থিব বিষয়ে উপকারী এবং দ্বিতীয়তঃ যা পরকালের জন্য চিরস্থায়ী।'

কোন ভোজ-নিমন্ত্রণে আমন্ত্রিত মেহেমানরা কোন এক ব্যক্তির নিন্দা গাইতে শুরু করলে একজন জ্ঞানী মানুষ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষরা ভোজের দাওয়াতে এসে গোশ্তের পূর্বে রুটি খেতেন। কিন্তু আপনারা রুটির পূর্বেই গোশ্ত খেতে শুরু করেছেন দেখছি!'

'তিন কর্ম করতে না পারলে তিন কর্ম অবশ্যই বর্জন কর; কারো উপকার করতে না পারলে কারো অপকার করো না, নেকী করতে না পারলে পাপ করো না, আর (নফল) রোযা করতে না পারলে মানুষের মাংস খেও না (পরচর্চা করো না)।'

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, 'আশ্চর্যের কথা যে, মানুষের পক্ষে হারাম খাদ্য থেকে দূরে থাকা, অত্যাচার, চুরি, মদ্যপান এবং অবৈধ দর্শন থেকে নিজেকে সংযত রাখা সহজ, কিন্তু তার পক্ষে জিহ্বার স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়। এমন কি তুমি এরূপ লোকও দেখবে যে, দ্বীনদারী, পার্থিব অনাসক্তি ও ইবাদতে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় (পরহেযগারীতে সে প্রসিদ্ধ)। কিন্তু সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির এমন কথা বলে যার প্রতি সে কোন খেয়ালই করে না; অথচ তার কারণে মাত্র একটি কথার ফলে পূর্ব থেকে পশ্চিম বরাবর তার পদস্খলন ঘটে যায়।' *(আল-জাওয়াবুল কাফী)*

পিছল কাটা দুই প্রকারের; পায়ের পিছল কাটা এবং জিবের পিছল কাটা। তাই তো দুই স্খলনের কথা সূরা ফুরকানের ৬৩নং আয়াতে একত্রিতভাবে বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "রহমান (আল্লাহর) বান্দাগণ তারা, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্ত ভাবে জবাব দেয়---।"

'এই রসনায় রয়েছে দুটি পরস্পর-বিরোধী আপদ; এক তো অনর্থক বলা আর দ্বিতীয় হল চুপ থাকা। একটি থেকে রেহাই পেলেও অপরটি থেকে রেহাই পাওয়া সুকঠিন। বরং যথা সময়ে একটির চেয়ে অপরটিতে বৃহত্তর পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। যেহেতু (ফিতনার ভয় না থাকলে) হক কথা বলতে যে চুপ থাকে সে নির্বাক শয়তানের সমতুল্য। পরন্তু সে আল্লাহর অবাধ্য, লোকপ্রদর্শনকারী ও তোষামদকারী। আর যে অন্যায় ও বাতিল কথা বলে থাকে, সে সবাক শয়তান এবং আল্লাহর অবাধ্য।' *(ঐ)*

'চারটি জিনিস মুখমণ্ডল বিবর্ণ করে; মিথ্যাবাদিতা, প্রগল্‌ভতা, বিনা প্রয়োজনে অধিক প্রশ্ন এবং অপ্রয়োজনে অধিক বকা।'

'মিতভাষী, মিতব্যয়ী, মিতাহারী এবং সর্বকাজে মিতাচারী কোন দিন লাঞ্ছিত ও অভাবগ্রস্ত হয় না।'

ওমর বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'হৃদয় রহস্যের সিন্দুক, ওষ্ঠাধর তার তালা, আর রসনা হল তার চাবি। অতএব প্রত্যেকের উচিত, নিজের গুপ্ত রহস্যের (গুপ্ত ভাণ্ডারের) চাবি হেফাযতে রাখা।'

'মানবের প্রকৃত পরিচয় গুপ্ত থাকে তার রসনায়।'

'অতি বলায় যে অভ্যাসী সাধারণতঃ সে মিথ্যা অধিক বলে। (সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর।) যেমন, যে নিজের গল্প বা বড়াই বেশী করে সে অধিকাংশ অতিরঞ্জন করে বলে।'

'আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য একটি মাত্র জিহ্বা এবং দু-দুটি কর্ণ সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমার কথন অপেক্ষা শ্রবণের মাত্রা অধিক হওয়া উচিত।'

'লৌহ-তরবারি অপেক্ষা বাক্-তরবারির তীক্ষ্ণতা অধিক বেশী।'

হযরত আলী ﷺ বলেন, 'চার কর্ম মূর্খের আচরণ; এমন লোকের উপর অভিমান করা যে মানায় না, এমন লোকের নিকট বসা যে তাকে নিকট করে না, এমন লোকের নিকট নিজের অভাব প্রকাশ করা যে তা পূরণ করে না, আর এমন কথা বলা যা নিজের বিষয়ীভূত নয়।'

'বোবার কোন শত্রু নেই।'

'কোথা বা সে ভালবাসা
কোথা বা সে প্রেম-আবিলতা?
কাড়িয়া লইয়াছে সবি
সেই ব্যথা, সেই বল্গাহীন কথা।'

মিতভাষিতার আদর্শ রসূল (ﷺ)

মুসলিমের জন্য তার সকল কর্মে ও সকল আচরণে সুন্দর আদর্শ হলেন তার প্রিয় রসূল ﷺ। আর "তিনি ছিলেন দীর্ঘ নীরব এবং স্বল্প-হাসী।" *(সহীহুল জামে' ৪৬৯৮-নং)* তাইতো মুমিনের গুণ অধিক হাস্য-রসিকতা ও বক্বকানি নয়। তার চিত্ত হয় ভাবময়, রূপ হয় গাম্ভির্যপূর্ণ। যেমন সে তার কথার আঁচড়ে কাউকে কষ্ট দেয় না। যেমন রসূল ﷺ তাঁর নিজের খাদেমকেও কথায় আঘাত দিতেন না। খাদেম আনাস ﷺ-এর জবানী শুনুন, তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর করতল অপেক্ষা অধিকতর কোমল কোন রেশমবস্ত্র কখনো স্পর্শ করিনি এবং ﷺ-এর দেহের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কখনো আঘ্রাণ করিনি। আমি দশ বছর রসূল ﷺ-এর খিদমত করেছি, কিন্তু কখনো তিনি আমার উপর 'উঃ' বলেননি। যা আমি স্বেচ্ছায়

করেছি তার উপর তিনি আমাকে বলেননি যে, 'তা কেন করলে?' আর যা করিনি তার জন্যও বলেননি যে, 'কেন করলে না?" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! কি সুন্দর আচরণ!! কি মধুময় ব্যবহার!!!

"তিনি কোন অসভ্য ও অশ্লীল কথা মুখ হতে বের করতেন না। আজারে-বাজারে চিৎকার করে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিশোধ মন্দ দ্বারা নিতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন।" *(তিরমিযী)*

তিনি তো তিনি ছিলেন, যাঁর রসনা সর্বদা সৎকার্যে আদেশ এবং অসৎকার্যে বাধা দান করত। যা ছিল জান্নাতের দলীল। সে তো ছিল আল্লাহর প্রিয় খলীলের রসনা। তবুও তিনি সেই রসনার অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কর্ণ, চক্ষু, রসনা, হৃদয় এবং মুখের অনিষ্ট হতে পানাহ চাচ্ছি।" *(সহীহুল জামে' ১৩০৩নং)*

সুতরাং আমাদের মত 'আলগা-জিভ' যাদের তাদেরকে কত আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং সংযত হওয়া উচিত, তা সহজেই অনুমেয়।

তিনি আরো বলেন, "মুমিন তো খর্জুর বৃক্ষের ন্যায়; যার সবকিছুই উপকারে আসে।" *(সহীহুল জামে' ৫৭২৪নং)*

"মুমিন তো মধুমক্ষিকার ন্যায়, যে কেবলই উৎকৃষ্ট ভক্ষণ করে এবং প্রকৃষ্ট ত্যাগ করে।" *(ঐ ৫৭২৩)* সে তো যা শ্রবণ করে তা উত্তম, যা বলে তাও উত্তম। তার রসনা তো আল্লাহর যিকরে আর্দ্র থাকে, সত্যবাদিতা, সন্ধিস্থাপন, সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে বাধা দান ইত্যাদি উপকারী ও হিতকর কথায় নিবৃত থাকে এবং অপকারী ও অহিতকর কথা উচ্চারণ করা হতে বিরত থাকে।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বাকে বল্গাধীন করতে পারে না তার মধ্যে নিশ্চয় একাধিক ব্যাধি রয়েছে। নিশ্চয় সে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের নির্দেশকে অবমাননা করে, পরকালের প্রতি সন্দেহ পোষণ করে অথবা দুর্বল ঈমান রাখে, তত্ত্বাবধায়ক পাপপূণ্য লেখক ফিরিশ্তা কিরামান-কাতেবীনকে অবিশ্বাস অথবা অবজ্ঞা করে। জাহান্নাম ও জান্নাতের প্রতি ক্ষীণ বিশ্বাস রাখে, কবরের আযাবকে অবিশ্বাস করে, তার হৃদয় ব্যধিগ্রস্ত, ধৈর্যশক্তি স্বল্প, ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতি দুর্বল, সম্ভ্রম নাস্তিপ্রায়, সে অস্থির চিত্ত, হিংসুক, পরশ্রীকাতর, অহংকারী ও প্রগল্ভ। এমন গুণধর ব্যক্তি না

হলে লাগামহীন জিব আর কার হবে?

একদা প্রিয় রসূল ﷺ সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে কোথাও বের হলেন। সঙ্গে ও সম্মুখে ছিলেন তার সাহাবীবৃন্দ। মুআয বিন জাবাল ﷺ তাঁর উদ্দেশ্যে বল্লেন, 'হে আল্লাহর নবী! খুশী মনে আমাকে অগ্রণী হয়ে বলতে অনুমতি দিবেন কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর মুআয তাঁর নিকটবর্তী হলেন। সকলে চলতে শুরু করলে মুআয বললেন, 'আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক - আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনার থেকে আমাদের (মৃত্যুর) দিন আগে করুন। যদি কিছু হয়ে যায়, আর ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না। আপনার পরে আমরা কোন্ কর্মগুলি করব?' রসূল ﷺ নীরব থাকলেন। মুআয বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ?' অতঃপর রসূল ﷺ বললেন, "জিহাদ খুব উত্তম জিনিস। কিন্তু এর চেয়ে সহজ জিনিস আছে।" মুআয বললেন, 'তাহলে রোযা ও সদকাহ?' বললেন, "রোযা ও সদকাহ উত্তম জিনিস।" অতঃপর মুআয মানুষের প্রায় সকল সৎকর্মের কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু রসূল ﷺ বার বারই বললেন, "এর চেয়েও উত্তম কর্ম আছে।" অবশেষে মুআয বললেন, 'আমার পিতা মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, এর চেয়ে উত্তম আর আছে কি?' তদুত্তরে তিনি নিজ মুখের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "মঙ্গল ব্যতীত অন্য বিষয়ে চুপ থাকা।" মুআয বললেন, 'আমরা জিবে যে কথা বলি, তাতেও কি আমাদেরকে কৈফিয়ত করা হবে?' তা শুনে তিনি মুআযের জানুতে চপেটাঘাত করে বললেন, "হে মুআয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষের জিভে বলা কথা ছাড়া অন্য কিছু কি তাদেরকে নাক হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে? সুতরাং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী ব্যক্তির উচিত। উত্তম কথা নতুবা মন্দ বলা হতে চুপ থাকা। তোমরা উত্তম বল লাভবান হবে এবং মন্দ বলা হতে চুপ থাক নিরাপত্তা লাভ করবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৪১২নং)*

মুআয ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সহিত কোন এক সফরে ছিলাম; একদা আমাদের চলাকালীন সকাল বেলায় তাঁর নিকটে আমি এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। তিনি উত্তরে বললেন, "তুমি তো এক বিরাট বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করেন তা তার জন্য সহজ; তুমি

আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সহিত কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে ও হজ্জ করবে।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাকে মঙ্গলের দরজাসমূহের কথা কি বলে দেব না? রোযা হল ঢাল, সদকাহ পাপমোচন করে যেমন পানি আগুন নির্বাপিত করে। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি সূরা সাজদার ১৬নং আয়াত তেলাঅত করলেন। তারপর বললেন, "তোমাকে সকল বিষয়ের মস্তক, স্তম্ভ ও শীর্ষের কথা বলে দেব না কি?" মুআয বললেন, 'নিশ্চয়ই; হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "সকল বিষয়ের মস্তক হল ইসলাম। এর স্তম্ভ হল নামায এবং শীর্ষ হল জিহাদ।'

অতঃপর তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে এসব কিছুর মূল সম্পর্কে বলব না?" মুআয বললেন, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর নবী!' তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধারণ করে বললেন, "এটাকে সংযত রাখ।" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব ধরা হবে?' তিনি বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজ জিবে জাত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ অথবা নাক ছেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করবে?" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

কিন্তু সেই 'জিভের আপদ' ও জিবে জাত পাপ ও সর্বনাশগুলি কি? আসুন আমরা আগামীতে তাই পর্যালোচনা করি।

(১) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর মিথ্যা বলা

মিথ্যা বলা মহাপাপ। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর উপর মিথ্যা বলা, যা বলেননি তা নিজের তরফ থেকে গড়ে বা বানিয়ে বলা জিহ্বার এক সর্বনাশী অতি মহাপাপ। যে নিয়তেই হোক এমন মিথ্যা ও গড়া কথা বলার দুঃসাহসিকতার শাস্তি সাধারণ নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

"সুতরাং যে ব্যক্তি বিনা ইলমে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী

সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা আনআম ১৪৪ আয়াত)*

"বল যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে তারা পরিত্রাণ পাবে না।" *(সূরা ইউনুস ৬৯)*

"যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?" *(সূরা যুমার ৬০)*

"তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে সেহেতু আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না যে, 'এটা বৈধ এবং ওটা অবৈধ।' যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা নিস্কৃতি পাবে না। *(সূরা নাহল ১১৬)*

"আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে যে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ (ওহী) হয়' যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ করব; তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? এবং তুমি যদি দেখতে পেতে, যখন যালেমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে। 'তোমাদের প্রাণ বের কর, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।' *(সূরা আনআম ৯৩)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমার উপর মিথ্যা বলো না। যেহেতু যে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করল, সে যেন দোযখে প্রবেশ করল।" *(বুখারী ১/১৯৯, মুসলিম ১/৯)*

"যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা বানিয়ে বলল, সে যেন নিজের ঠিকানা দোযখে বানিয়ে নিল। *(বুখারী ১/২০১)*

"যে ব্যক্তি আমার তরফ থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে জানে যে, তা মিথ্যা তবে সে মিথ্যুকদের অন্যতম।" *(মুসলিম)*

কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও মুসলিমদের বিশেষ করে দ্বীনের প্রকৃতত্ব বুঝতে অজ্ঞ আলেমদের অবস্থা এই যে, তারা এসব কিছু জেনেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর মিথ্যা বলতে দ্বিধা ও ভয় করে না! অনেকে অজ্ঞাতসারে এই মিথ্যার শিকার হয়ে যায়। কেউবা আল্লাহর জন্য এমন গুণ বা সিফাত নির্ণয় করে, যা তিনি কাউকেও অবহিত করেননি অথবা যার কোন দলীল নেই, কেউ বা তাঁর আয়াত বা বাণীর এমন মনগড়া ব্যাখ্যা বা অর্থ করে যা তাঁর উদ্দেশ্যে নয় এবং কেউ বা

হারামকে হালাল ও হালাকে হারাম করে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। কেউ নির্বিচারে প্রচার করে নানান ভেজাল-মার্কা তফসীর।

অনেকে 'রসূল ﷺ বলেছেন বা করেছেন' শুনলেই আর অন্য কিছুর তোয়াক্কা না করে চোখ-কান বুজে আমল শুরু করে দেয়। প্রত্যেক 'ইসলামী কিতাবকেই' বুখারীর দর্জা দিয়ে থাকে। কোন বই খুলে হাদীস পেলেই তা আমল ও প্রচার করে থাকে; তা দুর্বল না গড়া অথবা জাল হাদীস তা বিবেচনা করার প্রয়োজন মনে করে না। ফলে চোখ বুজে বা খুলেই গাধাকে দাদা বলতে বাধা পায় না; যার জন্য তিনি যা বলেননি; তা 'তিনি বলেছেন' বলে চালিয়ে দিয়ে তাঁর উপর মিথ্যা উদ্ভাবন করে গোনাহর ভাগী হয়।

(২) বিনা ইলমে ফতোয়া দান

আল্লাহ জাল্লা জালালুহু বলেন, "বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপাচার, অসঙ্গত বিরোধিতা, এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা; যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যাতে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।' *(সূরা আ'রাফ ৩৩)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দাদের নিকট হতে ইলম কেড়ে নিয়ে তুলে নিবেন না, বরং তিনি উলামাদেরকে তুলে নিয়ে ইলম তুলে নিবেন। অতঃপর যখন একটা আলেমও অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ অজ্ঞ নেতাদের অনুসরণ করবে। তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইলমে ফতোয়া দেবে। ফলে তারা নিজে ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও ভ্রষ্ট করবে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

সমাজে মুফতির অভাব নেই। 'হিলকে মার্কা' আলেমরা উর্দু ফিক্হ মুহাম্মাদী পড়ে ফতোয়ার দ্বার খুলে দিয়েছে। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লোভে, মানুষের নিকট ধন্য হবার উদ্দেশ্যে এবং আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানের বহরের ভারসাম্যতা রক্ষার উদ্দেশ্যে কত 'শুন মৌলবী'রাও ফতোয়া দিতে দ্বিধা করে না। এরূপ কত শত "কালা বলে গায় ভালো, অন্ধ বলে নাচে ভালো।" ফলে এই আলগা জিভের উৎপন্ন বিষ-বীজে সমাজে কত বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তা তো সকলের দৃশ্যমান। যার কারণে

আলেম সমাজের ওজনও জনসাধারণের নিকট হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। শুনতে হচ্ছে নাকসিটকানির সাথে কত রকম বাহারের কথা, 'হুঁঃ, যত রকম শুনতে পার! যত আলেম তত ফতোয়া!' ইত্যাদি। অথচ এমনটা বলাও এ বক্তাদের জন্য তাদের জিবের এক সর্বনাশ।

অনেকে না জেনে ফতোয়া দিয়ে আবার চ্যালেঞ্জও করে। কখনও বা বলে, 'এতে পাপ হলে তোমার হয়ে আমি বহন করব। আমার কথা মানো।' ইত্যাদি।

কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, "অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের বলে, 'আমাদের পথ ধর, আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব।' কিন্তু ওরা তো তোমাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না, ওরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। ওরা নিজেদের পাপ বহন করবে এবং তার সঙ্গে আরও কিছু পাপের বোঝা; এবং ওরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে কিয়ামত দিনে অবশ্যই ওদেরকে প্রশ্ন করা হবে।' *(সূরা আনকাবূত ১২-১৩)*

"শেষ বিচারের দিনে ওরা পূর্ণ মাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদেরও যাদেরকে ওরা ওদের অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, ওরা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট!" *(সূরা নাহল ২৫)*

(৩) কুরআন বিষয়ে ঝগড়া করা

সাধারণ কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক এবং বচসা-ঝগড়া করা নিন্দনীয়। সুতরাং আল্লাহর কালাম বিষয়ে কলহ-ঝগড়া করা নিশ্চয়ই মহাপাপের কথাই বটে। কুরআনের কোন ক্বিরাআত, ব্যাখ্যা বা অর্থ নিয়ে না হক ঝগড়া-বিবাদ করা এক প্রকার কুফ্র। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কুরআন সাত ক্বিরাআতে পড়া যায়, অতএব তোমরা কুরআন নিয়ে ঝগড়া করো না। যেহেতু কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা কুফ্র।" *(সহীহুল জামে' ৪৩২০)*

"কুরআন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করা কুফ্র।" *(সহীহুল জামে' ৩১০১)*

(৪) ইসলামী সংবিধান ছেড়ে অন্য দ্বারা বিচার

যে রাষ্ট্রনায়ক, হাকিম (বিচারপতি), উকিল বা নেতা আল্লাহর দেওয়া বিধান ও আইন ছাড়া মানুষের মনগড়া বিধান ও আইন দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিচার-আচার করে, তারা যদি তা ইসলামী আইন ও সংবিধান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে তবে তারা কাফের। শ্রেষ্ঠ মনে না করে কোন চাপে তা করে থাকলে ফাসেক হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন,

"এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের।" *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

"এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী।" *(ঐ ৪৫)*

"এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই ফাসেক।" *(ঐ ৪৭)*

"তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবী করে যে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতরণ হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগূতের (আল্লাহ ভিন্ন পূজ্যমান ব্যক্তি ও শক্তির) কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তারা আদিষ্ট হয়েছে। এবং শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" *(সূরা নিসা ৬০)*

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" *(সূরা নিসা ৬৫)*

"তবে কি তারা প্রাগ্-ইসলামী (জাহেলিয়াত) যুগের বিচার ব্যবস্থা-পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?" *(সূরা মায়েদাহ ৫০)*

মানুষের মনগড়া তন্ত্র আজ পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই পূজ্য-প্রতিমার ন্যায়

পূজ্যমান। হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করা হচ্ছে সে সব কানুনে। আর সকল মানুষ এবং মুসলিমও সেই জিবে জাত সর্বনাশী আইনের অনুসরণ করতে এতটুকু বাধা আছে বলে মনে করে না। যে লাগামহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পড়ে 'প্রগতিশীল' যানে চড়ে দুর্গতির পথে অশান্তির বোঝা বহন করছে।

(৫) গায়রুল্লাহর নামে নযর

নযর মানা এবং তা পুরা করা এক ইবাদত। তাই তা গায়রুল্লাহর নামে মানা শির্ক।

নবী, ওলী, পীর, জিন বা অন্য কারোর নামে নযর মেনে জিহ্বায় এক এমন মহাপাপের জন্ম দেওয়া হয় যা আমল বিধ্বংসী, এমন পাপ মুখ দ্বারা উচ্চারণ করে থাকলেও তা পুরা করা হারাম।

রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার নযর মানে, সে যেন (তা পুরা করে) তার আনুগত্য করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যতা করার নযর মানে, সে যেন (তা পুরণ না করে এবং) তাঁর অবাধ্যতা না করে।" *(বুখারী, সহীহুল জামে' ৬৪৪১)*

(৬) গায়রুল্লাহকে আহবান

দুআ প্রার্থনা ও আহ্বান করাও এক ইবাদত। যা আল্লাহরই জন্য নির্দিষ্ট এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে কোন বিপদে আপদে আহবান করা অথবা সুখ প্রার্থনা করা রসনায় জন্ম এক মহাপাপ ও শির্ক। আবার এই পাপ করতে গিয়ে কত উরস, মেলা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আরো কত পাপ যে সংঘটিত হয়ে থাকে তা প্রত্যক্ষদর্শীরা খুব জানে।

এই পাপকে অবৈধ ঘোষণা করে আল্লাহ পাক বান্দাকে তা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। তিনি বলেন,

"এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকেও ডেকো না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। যদি তা করে ফেল, তাহলে তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি তোমার মঙ্গল চান তবে তা রদ্ করার কেউ নেই। তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করে থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা ইউনুস ১০৬, ১০৭)*

সুতরাং 'ইয়া রসূল, ইয়া আলী, ইয়া গওস' ইত্যাদি বলে আহবান করে মদদ ভিক্ষা করা জিবে জাত এক একটা মহা সর্বনাশ।

(৭) আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করা

অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহে লালিত-পালিত হয়েও তা স্বীকার করে তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে চায় না ।কৃতঘ্নতার সাথে 'নাই-নাই, চাই-চাই' করে। 'হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই!' জিহ্বা দ্বারা এমন অকৃতজ্ঞতার পাপ করার স্বভাব অবিশ্বাসী কাফেরদের। আল্লাহ পাক বলেন,

"ওরা আল্লাহর অনুগ্রহকে চেনার পরও তা অস্বীকার করে এবং ওদের অধিকাংশই কাফের।" *(সূরা নাহল ৮৩)*

তিনি এ বিষয়ে সাবধান করে বলেন,

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও এবং কৃতঘ্ন হয়ো না।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৫২)*

"স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" *(সূরা ইবরাহীম ৭)*

সুতরাং যে হালেই থাকে সে হালের উপরেই মানুষ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করলে তার অবস্থার উন্নতি হয়। অন্যথা কৃতঘ্নতা করলে তাঁর শাস্তি ও গযব কঠোর। ইহকালে অথবা পরকালে তা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করবে।

(৮) গণককে ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা

ভূত-ভবিষ্য ও ভাগ্যের কথা এবং অদৃশ্যের সকল প্রকার জ্ঞান এক মাত্র আল্লাহর। অন্যের কাছে সে খবর মোটেই নেই। তাই সে প্রসঙ্গে অন্য কাউকেও প্রশ্ন করা এবং সে অদৃশ্য ও ভবিষ্যতের খবর জানে এই বিশ্বাস করা শির্ক।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

"যে ব্যক্তি গণকের নিকট এসে কোন (গায়বী) বিষয়ে প্রশ্ন করে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল করা হয় না।" *(মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি কোন গণক বা ভবিষ্য-বক্তা যাজকের নিকটে আসে এবং সে যা বলে তা সত্য মনে করে, তবে সে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়সমূহকে অস্বীকার করে।" *(সহীহুল জামে' ৫৮-১৫)*

সুতরাং এমন ধোকাবাজদের নিকট মুসলিম নিজের পয়সা ব্যয় করে ভাগ্য বা অন্য বিষয়ে কোন প্রশ্ন করে রসনার এ পাপ অবশ্যই ঘটায় না।

(৯) গায়রুল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

অনেক মানুষ আছে যারা বিপদে আল্লাহকে ছেড়ে অথবা তাঁর সহিত অন্য ওলী, পীর, দর্গা, অমুক সাহেব বা শহীদের শরণাপন্ন হয়ে থাকে। যাতে জিহ্বার কাস্তে দ্বারা শির্কের ঘাস কেটে থাকে।

(১০) গায়রুল্লাহর নামে শপথ

কারো মর্যাদা, সম্ভ্রম, পিতা-মাতা, গুরুজন প্রভৃতি গায়রুল্লাহর নামে কসম খাওয়া জিবে জন্ম এক আপদ। এ বিষয়ে প্রিয় নবী ﷺ সতর্ক করে বলেন,

"সাবধান! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে

নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে করে, নচেৎ চুপ থাকে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

“যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে হলফ করে সে কুফরী অথবা শির্ক করে।” *(তিরমিযী)*

“যে ব্যক্তি হলফ করে তাতে বলে ‘লাত ও উযযার (কোন গায়রুল্লাহর) কসম’ সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১১) মিথ্যা কসম

মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা সাধারণ মিথ্যা বলার চেয়েও বৃহত্তম জিবে জন্ম মহাপাপ। এ বিষয়ে শরীয়তে বহু সতর্কবাণী এসেছে। কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ আযাব; তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিও হবে যে আসরের পর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের সময় মিথ্যা কসম করে বলে, ‘আল্লাহর কসম! আমি এততে কিনেছি’ যা মানুষ বিশ্বাস করে নেয়। আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন, “যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সহিত কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।” *(সূরা আ-লি ইমরান ৭৭ আয়ত)*

মহানবী ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবেন না, তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে কঠোর শাস্তি; যে ব্যক্তি পায়ের গাঁটের নিচে লুঙ্গি (ইত্যাদি) ঝুলিয়ে পরে, উপকার করে যে স্মরণ করিয়ে খোঁটা দেয়, এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে ব্যবসায়ী তার পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে।” *(মুসলিম)*

এক মরুবাসী নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কাবীরাহ গোনাহ কি?’ তিনি বললেন, “আল্লাহর সহিত শির্ক (অংশী) করা।” বলল, ‘অতঃপর কি?’ তিনি বললেন, “মিথ্যা কসম খাওয়া।” বলল, ‘মিথ্যা কসম কি?’ বললেন “যা পরের মাল আত্মসাৎ করে।” (যে কসম দ্বারা অপরের মাল নিজের বলে সাব্যস্ত

করা হয়।) *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের অনধিকার মালের উপর মিথ্যা হলফ করে তা আত্মসাৎ করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যখন তিনি তার উপর ক্রোধান্বিত থাকবেন।’ *(বুখারী, মুসলিম)*

“যে ব্যক্তি নিজ কসম দ্বারা কোন মুসলিমের অধিকার আত্মসাৎ করে, আল্লাহ তার জন্য দোযখ ওয়াজিব করবেন, এবং জান্নাত হারাম করবেন।” এক ব্যক্তি এ কথা শুনে বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! যদিও বা স্বল্প কিছু হয় তাও?’ বললেন, “যদিও বা আরাকের একটি ডালও হয়।” *(মুসলিম)*

(১২) ব্যবসায় কসম

অনেক ব্যবসায়ীর অভ্যাস যে, তারা অধিকাংশ কিছু পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার সময় অথবা অপ্রয়োজনে হলফ খেয়ে থাকে। যাতে সেই হলফে ক্রেতা পণ্যের মূল্যে বিশ্বাস করে নিশ্চিতভাবে তা ক্রয় করে নেয়। এবং বিক্রেতা ভাবে যে এতে তার বিশ্বস্ততা বাড়বে, ক্রেতা সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং লাভের প্রাচুর্যও অধিক হবে। অথচ বাস্তব পক্ষে এই বাক্‌বাণে লাভ ও বরকতের পক্ষী বিক্ষত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কখনো বা বাহ্যতঃ লাভ হলেও তার বর্কত থাকে না। ফলে তার ব্যবসা অচল হয়ে পড়ে। এর সাক্ষ্য দিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

“হলফ পণ্য দ্রব্য অধিক (চালু) বিক্রয় করে (কিন্তু) বর্কত বিনষ্ট করে। *(বুখারী, মুসলিম)*

“ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে দূরে থাক, কারণ তা পণ্য দ্রব্য অধিক চলতি করে। অতঃপর (তার বর্কত) ধ্বংস করে।” *(মুসলিম)*

(১৩) আল্লাহর কোন নাম বা গুণকে অস্বীকার করা

আল্লাহ তাআলার কোন নাম বা গুণকে (যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত তা) অস্বীকার করা, তাঁর গুণের কোন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা, তাঁর নাম হতে কোন

বাতিল উপাস্যের নাম উৎপত্তি করা ইত্যাদি কুফ্র।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। তোমরা সেসব নামেই তাঁকে আহবান কর। আর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর - তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দেওয়া হবে।" *(সূরা আ'রাফ ১৮০)*

(১৪) আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে গালি

জিভে জাত বৃহত্তম সর্বনাশের অন্যতম কাউকে গালি দেওয়া। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর হিকমতের শানে, রসূল ও তাঁর চরিত্রের শানে, কুরআন ও তার কানুন সম্বন্ধে, সুন্নাহ ও তার আদর্শ বিষয়ে, ফিরিশ্তা বা কোন নবীর শানে অথবা দ্বীনের কোন অংশ সম্পর্কে গালি দেওয়া তার চেয়ে কত বড় সর্বনাশ তা অনুমেয়। যা কুফর, এবং দ্বীন হতে বহিষ্কারকারী। ইসলামী আদালতে এমন গালিদাতা ব্যক্তির শাস্তি হল মৃত্যু। আর পরকালের শাস্তি তো আছেই।

আল্লাহ জাল্লা শানুহ বলেন, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে আল্লাহ ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন। আর তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।" *(সূরা আহযাব ৫৭)*

"এবং যারা আল্লাহর রসূলকে ক্লেশ দেয় তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" *(সূরা তওবাহ ৬১)*

(১৫) সাহাবাকে গালি

বড় সর্বনাশের এ এক সর্বনাশ যে, মুসলিম হয়ে এবং রসূলের অনুগত হয়ে তাঁর সহচর ও সাহাবীর শানে গালি দিয়ে থাকে বহু অভাগা এবং তথাকথিত চিন্তাবিদ্ দুর্ভাগারাও। চার খলীফা ও অন্যান্য সাহাবীদের শানে গালি এবং অপমানকর কথা, রসূল ﷺ-এর গরীয়সী পবিত্রা পত্নীগণের কারো চরিত্রে মন্দ অপবাদ এবং তাঁদের সভ্যতা ও আদর্শের প্রতি লাঞ্ছনার কর্দম উৎক্ষেপ করে থাকে। ফলে নিজের জিহ্বা বা কলম দ্বারা আল্লাহর অভিশাপ নিজের জীবনে ডেকে আনে।

রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে গালি দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন। *(সহীহুল জামে' ৬১৮৭)*

"আমার সাহাবাকে গালি দিও না। যেহেতু যাঁর হাতে আমার জান আছে তাঁর কসম! যদি তোমাদের কেউ উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ ব্যয় করে তবুও তা তাদের কারো মুদ্দ্ (৫৬০ গ্রাম) বরং অর্ধমুদ্দ্ পরিমাপেও পৌঁছবে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(১৬) মুসলিমকে গালি

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, "তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না, ঈমানের পর ফাসেকীর নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত না হয়, তারাই সীমালংঘনকারী।" *(সূরা হুজুরাত ১১)*

কোন মুসলিমের দৈহিক ত্রুটি ধরে যেমন 'এ গেঁড়া, এ লম্বু, এ পেঁচা' ইত্যাদি বলে, অথবা তার চারিত্রিক কোন দোষ বর্ণনা করে যেমন, 'এ চোর, এ হারামী, এ লম্পট, এ ফাসেক' ইত্যাদি বলে, অথবা তাকে সরাসরি 'ফাসেক, গাধা, পশু' ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া হারামের পর্যায়ভুক্ত। বিশেষ করে সে যদি গালি খাবার উপযুক্ত না হয় অথবা যে খেতাব ধরে তাকে গালি দেওয়া হচ্ছে সে খেতাবের যদি সে যোগ্য না হয়, তাহলে বিষয় আরো অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ পাক বলেন, "মুমিন নর-নারীকে তাদের অপরাধ বিনা কিছু দ্বারা যারা কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" *(সূরা আহযাব ৫৮)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "মুসলিমকে গালি মন্দ করা ফাসেকী এবং তার সহিত খুনাখুনী করা কুফরী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে 'কাফের' বলে তাদের উভয়ের একজনের উপর তা বর্তায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* "যদি সে কাফের হয় যেমন সে বলে; নচেৎ তা তারই উপর ফিরে আসে।" *(মুসলিম)*

"কোন ব্যক্তি যখন অপর ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বলে অভিহিত করে, তখন

তা তারই উপর ফিরে আসে যদি অপর ব্যক্তি তা না হয়।” *(বুখারী)*

“বৃহত্তম সুদ সম্ভ্রমে গালি দেওয়া।” *(ঐ)*

“যে ব্যক্তি জানা সত্ত্বেও পরের বাপকে বাপ বলে দাবী করে সে কুফরী করে, যে ব্যক্তি কোন এমন বস্তু কারো নিকট হতে দাবী করে যা তার নয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সে যেন নিজের বাসস্থান দোযখে বানিয়ে নেয়। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে 'ফাসেক' বলে অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলে অথচ সে তা নয় তবে সে (বলা গালি) তারই উপর বর্তায়।” *(মুসলিম)*

“যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে তোমার সে বিষয় নিয়ে গালি দেয় যা সে জানে, তখন তুমি সেই ব্যক্তিকে সেই বিষয় ধরে গালি দিও না যা তুমি ওর মধ্যে আছে তা জান। এতে তোমার পূণ্য লাভ হবে এবং ওর উপর হবে পাপের বোঝা।” *(সহীহুল জামে' ৬০৮)*

“তোমরা কি জান নিঃস্ব কে?” সকলে বলল, 'আমাদের মধ্যে সেই নিঃস্ব; যার টাকা পয়সা এবং আসবাব-পত্র (জমি-জায়গা) নেই।' তিনি বললেন, “বরং আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, কিন্তু সে একে গালি দিয়ে থাকবে, ওকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকবে, এর মাল ভক্ষণ করে থাকবে, ওর রক্ত বহিয়ে থাকবে এবং অন্যকে প্রহার করে থাকবে। ফলে একে ওর নেকী হতে (প্রতিশোধ) দান করা হবে, আর ওকে ওর নেকী হতে দেওয়া হবে। এতে যদি তার ফায়সালা হওয়ার পূর্বে তার নেকী নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলে ওদের গোনাহ নিয়ে (প্রতিশোধ ও বিনিময় স্বরূপ) ঐ ব্যক্তির ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।” *(মুসলিম)*

(১৭) অভিশাপ

কাউকে লা'নত ও অভিসম্পাত করার অর্থ তাকে বদ্দুআ দিয়ে আল্লাহর রহমত থেকে দূর করা।

রসূল ﷺ বলেন, “মুমিনকে অভিশাপ করা তাকে হত্যা করার মত।” *(সহীহুল জামে' ১৬৬৮-নং)* “সত্যবাদীর জন্য অভিসম্পাতকারী হওয়া সঙ্গত নয়।” *(আহমাদ, মুসলিম)* “অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে না এবং সাক্ষীও

হবে না।” *(মুসলিম)* “বান্দা যখন কোন কিছুকে অভিশাপ করে, তখন অভিশাপ আকাশের প্রতি উঠে যায়, কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই আকাশের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়। অতঃপর তা পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করে কিন্তু তাকে বাইরে রেখেই পৃথিবীর দ্বারসমূহও বন্ধ করা হয়। অতঃপর ডানে বামে ফিরতে থাকে, পরিশেষে যখন তা কোন যথার্থ স্থান পায় না, তখন অভিশপ্ত বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি ফিরে যায়, যদি সে এর (অভিশাপের) উপযুক্ত হয়, তাহলে (তাকে অভিশাপ লেগে যায়)। নচেৎ অভিশাপকারীর নিকট তা প্রত্যাবৃত্ত হয়।” *(সহীহুল জামে ৮৮৫নং)*

এমন বহু মানুষ আছে যাদের জিভের ডগায় এ ধরনের কত লা’নত, অভিশাপ, গাল-মন্দ, অশ্লীল ভাষা ইত্যাদি লটকে থাকে। এতে তারা অভ্যাসী হয়ে যায়; বরং তা তাদের এক প্রকার মুদ্রাদোষরূপে বা কথার মাত্রারূপে তাদের বলনে ও সম্বোধনে প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ গুণ কোন মুসলিমের নয়। যেহেতু রসূল ﷺ বলেন, “মুমিন কারো মর্মে ব্যথাদানকারী (কুৎসা, অপযশ ইত্যাদি ধরে বা রটিয়ে কারো সম্ভ্রমে খোঁটাদানকারী) অভিসম্পাতকারী, অশ্লীল ও অসভ্য (চোয়াড়) হয় না।” *(সহীহুল জামে ৫২৫৭)* বরং এ ধরনের গুণ অসভ্য, অভদ্র কম ঈমানের ফাসেকদের হয়। এদেরই জিহ্বা কাস্তে দ্বারা বহু মানীর মানের শ্যামল ফসল অনায়াসে কাটা যায় এবং বহু অভাগার দুর্দশা অনতি বিলম্বে নেমে এসে।

(১৮) সম্ভ্রম লুটা

অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাব অপরকে ছোট করা, অপমান ও অপদস্থ করা, মানসম্ভ্রম হরণ করা এবং ইজ্জত লুণ্ঠন করা। এই শিকারে এই ধরনের মানুষেরা তাদের রাসনাস্ত্র ব্যবহার করে। যে মারণাস্ত্রের আঘাতে বহু জ্ঞানী-মানী সমাজে অপমানিত, অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়েন।

সুতরাং এ ধরনের জঘন্য আচরণ কোন সহজ পাপ নয়। আল্লাহর প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “সূদ বাহাত্তর প্রকার; (পাপের দিক থেকে) সবচেয়ে নিম্নমানের সুদ (খাওয়ার পাপ) নিজ মায়ের সহিত ব্যভিচার করার মত! কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় সূদ নিজ ভায়ের সম্ভ্রম লুটা।” *(সহীহুল জামে ৩৫৩১)*

‘কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান,
সুজনের এক কথা মরণ সমান।’

(১৯) মৃত্যুকে গালি

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না। যেহেতু তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।” *(বুখারী)*

“তোমরা মৃতদেরকে গালি দিয়ে জীবিতদেরকে কষ্ট দিও না।” *(সহীহ তিরমিযী ২/১৯০)*

(২০) শয়তানকে গালি

আল্লাহর খলীল ﷺ বলেন, “তোমরা শয়তানকে গালি দিও না বরং ওর অনিষ্ট হতে, আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর।” *(সহীহুল জামে ৭১৯৫)*

তিনি আরো বলেন, (কোন বিপদকালে) বলো না যে, ‘শয়তান ধ্বংস হোক।’ যেহেতু এতে সে স্ফীত হয়ে ঘরের সমান হয় এবং বলে, ‘আমি নিজ শক্তিতে ওকে বিপদগ্রস্ত করেছি।’ বরং তুমি বলো, ‘বিসমিল্লাহ।’ এ কথা বললে, সে মাছির মত ছোট হয়ে যায়। *(সহীহুল জামে’৭২৭৮)*

(২১) কাফের ও তার উপাস্যকে গালি

এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, “এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের (উপাসনা) আহবান করে তাদেরকে গালি দিও না, কেননা তারা অন্যায়ভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকে গালি দেবে।” *(সূরা আনআম ১০৮)*

নবী করীম ﷺ বলেন, ‘কাফেরকে গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দিও না।’ *(সহীহুল জামে’ ৭০৬৮)*

(২২) পশুকে গালি ও অভিশাপ

এক সফরে আনসারদের এক মহিলা তার সওয়ারী উষ্ট্রীকে অভিশাপ বা গালি দিলে নবী ﷺ বলেন, "ওর পিঠে যা আছে তা নিয়ে ওকে ছেড়ে দাও, কারণ ও অভিশপ্তা।" *(মুসলিম)*

এক দাসী তার সওয়ারী উষ্ট্রীকে বলল, 'ধুৎ, আল্লাহ একে অভিশাপ দাও!' নবী ﷺ এ কথা শুনে বললেন, 'অভিশপ্তা উষ্ট্রী যেন আমাদের সঙ্গে না আসে।' *(ঐ)*

পশু-পক্ষী কিছু অনিষ্ট করে ফেললে, গরু-মহিষ গাড়ি বা হাল টানতে অক্ষম হয়ে পড়লে অনেকে তাদেরকে অকথ্য গালি এবং ইচ্ছামত শাপ দিয়ে এই পাপ করে থাকে। অনেকে আবার এর সাথে অতিরিক্ত প্রহার করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়ে থাকে। যার উপর তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

(২৩) বায়ুকে গালি

বায়ু, মেঘ ইত্যাদি সব আল্লাহর সৃষ্টি। তাদের নিজস্ব কোন কর্মক্ষমতা, ইষ্টানিষ্টের এখতিয়ার নেই। কিন্তু বহু লোক তা না জেনে বাতাস বা ঝড় ইত্যাদি তাদের ক্ষতি করে ফেললে তাকে গালি দিয়ে থাকে। ফলে এ গালি এর সৃষ্টিকর্তাকে দেওয়া হয়! প্রিয় নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা বায়ুকে গালি দিও না। যেহেতু তা আল্লাহ তাআলার আশিস; যা রহমত আনে এবং আযাবও। বরং তোমরা আল্লাহর নিকট ওর মঙ্গল প্রার্থনা কর এবং ওর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।" *(সহীহুল জামে ৭১৯৩)*

"তোমরা হাওয়াকে অভিশাপ দিওনা। যেহেতু হাওয়া তো আদেশপ্রাপ্ত, (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ। আর যে ব্যক্তি কোন নির্দোষ অনপরাধ বস্তুকে অভিশাপ করে, তার প্রতিই সেই অভিশাপ প্রত্যাবৃত্ত হয়।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

(২৪) যুগকে গালি

অনেক মানুষ আছে যারা যুগ-যামানা, প্রাকৃতিক নিয়ম ও অবস্থাকে গালি দিয়ে থাকে। অথচ আলগা জিভে তারা তাকে গালি দিয়ে থাকে, যে গালি খাবার কাজ করে

না। যেহেতু যুগ বা প্রাকৃতিক নিয়মের ইষ্টানিষ্ট আনয়নের কোন ক্ষমতা নেই। তাই জিভ পিছলে তারা অজান্তে বা জানতে শির্ক করে বসে; কারণ যামানাকে গালি দেনেওয়ালা তাকে এই জন্য গালি দেয় যখন সে মনে করে যে, ইষ্ট ও অনিষ্টের কারণ ঐ যুগই। নতুবা এই গালি পরোক্ষভাবে যুগের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও বিবর্তনকর্তা আল্লাহকে দেওয়া হয়। কারণ তিনিই যুগের পরিচালক এবং প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ামক। তাই তো গালি দিলে আল্লাহকে কষ্ট দেওয়া হয়।

নবী ﷺ বলেন, "তোমরা যুগকে গালি দিও না। যেহেতু আল্লাহই যুগের বিবর্তনকারী।" *(মুসলিম)*

তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আদম সন্তান যুগকে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ আমিই যুগ (এর বিবর্তনকারী), আমার হাতেই দিবা-রাত্রি। আমিই তা আবর্তন করে থাকি।" *(ঐ)*

(২৫) জ্বরকে গালি

অসুখ-বিসুখ এবং জ্বর-জ্বালাও আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। কিন্তু অনেকে জ্বরকে গালি দিয়ে থাকে, যা জিবে জন্ম এক পাপ। প্রিয় মুস্তফা ﷺ বলেন, "জ্বরকে গালি দিও না। জ্বর তো আদম সন্তানের পাপ মোচন করে ; যেমন হাপর (ও ভাটি) লোহার ময়লা দূর করে।" *(মুসলিম)*

(২৬) মোরগকে গালি

অনেকে মোরগের ডাকে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটলে বিরক্ত হয়ে তাকে গালি দিয়ে থাকে। কিন্তু জিভের ডগায় এমন গালি দিতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা মোরগকে গালি দিও না, কারণ সে নামাযের জন্য জাগ্রত করে।" *(আবু দাউদ, সহীহুল জামে' ৭১৯১)*

(২৭) পিতা-মাতাকে গালি

আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, “তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করো না এবং পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে ওদেরকে (বিরক্তিসূচক কিছু) ‘উঃ’ বলো না এবং ভর্ৎসনাও করো না। ওদের সহিত সম্মানসূচক নম্র কথা বলো। অনুকম্পায় ওদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বলো, “হে আমার প্রভু! ওদের প্রতি দয়া কর; যেমন শৈশবে আমাকে ওরা প্রতিপালিত করেছে।” *(সূরা ইসরা ২৩-২৪)*

রসূল ﷺ বলেন, “পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া অন্যতম মহাপাপ।” লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! নিজ পিতা-মাতাকে কেউ কি গালি দেয়?! তিনি বললেন, “হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যখন অপরের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয়, যখন অপরের মাতাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাতাকে গালি দেয়!” *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া হয়। এবং তা মহা পাপ। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে পিতা-মাতাকে সরাসরি গালি দেওয়া বরং তাদেরকে প্রহার করা কত বড় পাপ! সে যুগে কেউ নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিত না বলেই সাহাবাগণ বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু এ যুগে আর বিস্ময়ের কিছু নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রায় সব ঘরেই বাপ-বেটা বা মা-বেটায় এমন গালাগালি বরং সামান্য বিষয়ে খুনাখুনি ঘটতে খুবই লক্ষ্য করা যায়। ‘নাট’ ও আঁটহীন জিভের ফস্‌কানিতে এমন বড় সর্বনাশ করে থাকে এক শ্রেণীর হতভাগা মূর্খ মানুষ। বিশেষ করে সেই পরিবেশে, যেথায় পিতা-মাতা হয় ‘পাঁকের গোঁজ।’

(২৮) মিথ্যা বলা

প্রকৃত ও বাস্তবের বিপরীত কিছু বলা মিথ্যা বলা। এই মিথ্যাবাদিতা জিবে জন্ম সর্বনাশী কর্মাবলীর অন্যতম; এবং এটা এমন এক মানসিক ব্যাধি যার সত্বর চিকিৎসা না হলে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি অচিরেই ধ্বংস হয়। আর পরকালের শাস্তি তো অবধারিত আছেই।

সত্যবাদিতা মুমিনের গুণ। তাই মিথ্যাবাদিতা মুনাফেকের গুণ ও লক্ষণ। যেমন আল্লাহ পাক বলেন, “যখন মুনাফেকগণ তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে, ‘আমরা সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি নিশ্চয় আল্লাহর রসূল।’ আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফেকগণ অবশ্যই মিথ্যাবাদী।” *(সূরা মুনাফিকূন ১)*

নবী করীম ﷺ বলেন, ‘মুনাফেকের লক্ষণ তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খেয়ানত করে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

আমাদের সমাজে ব্যাপক প্রচলিত এই নৈতিক শৈথিল্য আমাদের কথা, কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, অঙ্গীকার লেন-দেন প্রভৃতিতে এমন বিস্তার লাভ করেছে; যাতে এমন মনে হয় যে, এটা এক প্রশংসার্হ চাতুরী! বরং অনেকের দাবী যে, এই ‘রাজনীতি’ না জানলে সাফল্যলাভ খুব অসম্ভব হয়ে পরে। আবার বাস্তব এই যে, কেউ সত্য বললেও তার উপর কারো আস্থা থাকে না। যেহেতু মিথ্যা সমাজের প্রায় সকল সভ্য ও সদস্যই ব্যবহার করে থাকে তাই সত্য কথাতেও শ্রোতার সন্দেহ ও ধোকা হয়। তাইতো এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সমাজ বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, “নিশ্চয় মিথ্যা ফাসেকী ও অন্যায়ের প্রতি পথ-প্রদর্শন করে এবং ফাসেকী ও অন্যায় দোযখের প্রতি পথ প্রদর্শন করে। আর মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে আল্লাহর নিকট সে মিথ্যাবাদী রূপে নির্ণীত হয়ে যায়।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ মিথ্যা বলে থাকে তার শাস্তির কথা তিনি তাঁর স্বপ্নে দেখলে তা বর্ণনা করে বলেন, “অতঃপর আমরা চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তারই পার্শ্বে অপর এক ব্যক্তি লোহার আঁকুশি হাতে দণ্ডায়মান। শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্বে এসে তার চোয়ালের চর্মকে গ্রীবা পর্যন্ত, নাসিকা হতে গ্রীবা পর্যন্ত এবং চক্ষু হতে গ্রীবা পর্যন্ত চিরে ফেলছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তার দ্বিতীয় পার্শ্বে এসে প্রথম পার্শ্বের মতই চিরছে। এক পার্শ্ব চিরতে চিরতে অপর পার্শ্ব অক্ষত অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে! অতঃপর ঐ পার্শ্বে ফিরে গিয়ে একই রকমভাবে চিরে ফেলছে এবং এইভাবে তার সহিত কিয়ামত দিবস পর্যন্ত করা হবে।” *(বুখারী)*

পরিবারের কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে একটা মিথ্যা বলতে শুনলে তার তওবা না করা পর্যন্ত তিনি তার প্রতি বৈমুখ থাকতেন। *(সহীহুল জামে’ ৪৫৫১)*

মানব জীবনে এই মিথ্যাবাদিতার চরম মন্দ প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া রয়েছে। মিথ্যাবাদী মানুষ সমাজে সন্দিগ্ধ হয়। অপবাদ ও সন্দেহের পাত্র হয়। আর নিঃসন্দেহে এতে মিথ্যাবাদী ক্লিষ্ট এবং মানসিক শান্তিহারা হয়। পক্ষান্তরে সত্যবাদিতায় প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ হয়। রসূল ﷺ বলেন, "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা বর্জন করে যা সন্দেহে ফেলে না তা গ্রহণ কর। যেহেতু সত্যবাদিতা প্রশান্তি এবং মিথ্যাবাদিতা সংশয় (সৃষ্টি করে)।" *(তিরমিযী, নাসাঈ)*

এই কদর্য আচরণ মুনাফেকের। যার জন্য সমাজে সকলের নিকট হতে মিথ্যাবাদীর প্রতি আস্থা হারিয়ে যায়। কেউই তাকে বিশ্বস্ত বলে মনে করে না। 'সত্য কথা মিথ্যা কার, মিথ্যা বলা অভ্যাস যার' প্রবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে যায়। এইভাবে সমাজের অধিকাংশ মানুষ যখন মিথ্যাবাদিতায় পরিচিত হয় এবং তাদের প্রায় সকল ব্যবহারে অসত্য ও মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয় তখন সমাজ হতে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা বিলীন হয়ে যায়। সদ্ভাব ও সম্প্রীতির মূল উৎপাটিত হয়ে উন্নয়ন ও কল্যাণের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়। বরং এতে যোগ্য ব্যক্তিও বহু কল্যাণ হতে বঞ্চিত রয়ে যায়।

ক্রয়-বিক্রয় কালে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা চক্ষু বন্ধ করে মিথ্যা বলে থাকে যেমন বিক্রেতা বলে 'আমি ১০ টাকায় কিনেছি' অথচ সে কিনেছে ৮ টাকায়। কখনো বা মিথ্যা বলে পণ্য দ্রব্যের ত্রুটি গোপন করে। ক্রেতা অনেক সময় পণ্যদ্রব্যের মিথ্যা ত্রুটি বের করে থাকে এবং কখনো বা দর কমানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা করে বলে, 'অমুক দোকানে এর থেকে ভালো অথবা এর চেয়ে কম দামে এই জিনিসই রয়েছে----' ইত্যাদি। অথচ এই ধরনের মিথ্যায় উভয়ের জন্য অমঙ্গল নিহিত আছে। যেমন প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক-পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের (ক্রয়-বিক্রয়ে) এখতিয়ার রয়েছে। সুতরাং তারা যদি সত্য বলে এবং সব কিছু স্পষ্ট করে বলে, তাহলে তাদের ব্যবসায় বর্কত দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তারা (ত্রুটি ইত্যাদি) কিছু গুপ্ত করে এবং মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ব্যবসায় বর্কত দূর করে দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যুকরা বাস্তব বিকৃত করে, হককে বাতিল এবং বাতিলকে হকরূপে প্রদর্শন করে। সৎকে অসৎ আর অসৎকে সৎ করে প্রকাশ করে। শ্রদ্ধার্হকে

ঘৃণার্হ এবং ঘৃণার্হকে শ্রদ্ধার্হ বলে অপলাপ করে। এটাই তো মিথ্যুকদের জঘন্য পুঁজি। শ্রাব্য ও পাঠ্য সকল প্রচার মাধ্যমে মিথ্যার কবল হতে বাঁচাও মুসলিমদের কর্তব্য। এমন মিথ্যুকরা সত্যই ভ্রষ্ট। "নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' *(সূরা মুমিন ২৮) (আল বায়ান ফী আ-ফা-তিল লিসা-ন ৫৩-৬০পৃঃ)*

মানুষ যাকে মিথ্যা ভাবে না

কতক কালো মিথ্যা এমন আছে যা বহু মানুষই ব্যবহার করে থাকে অথচ তাকে কেউ মিথ্যা মনে করে না। যা অভ্যাসগতভাবে সমাজে প্রচলিত। যেমনঃ-

(১) মিথ্যা করে কোন জিনিসের লোভ দেখিয়ে হাতে বা পাত্রে কিছু আছে এই ধারণা দিয়ে শিশু বা কোন প্রাণীকে ডাকা। অথচ ঐ হাতে বা পাত্রে কোন বস্তুই বর্তমান থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিশুকে এমনও বলা হয়, "বাইরে যেও না, তোমাকে লজেন্স দেব' অথবা 'ঘরে থাক, তোমাকে বল কিনে দেব' অথচ তা দেওয়া হয় না। যেমন শিশু কিছু খাওয়ার ঝোঁক করলে বলা হয়, ওটা খেতে নেই, ওতে পোকা আছে', বাইরে যেতে চাইলে বলা হয়, 'বাইরে যেও না, বাঘ আছে' পানিতে নামতে চাইলে বলা হয়, 'পানিতে নেমো না, কুমীর আছে' ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন আমের ﷺ বলেন, 'রসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাদের বাড়িতে এলেন। আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, 'আব্দুল্লাহ! (বাইরে যেও না, আমার নিকট) এস, তোমাকে একটি মজা দেব। এ কথা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি ওকে কি দেবে ইচ্ছা করেছ?' মা বললেন, 'খেজুর।' তখন রসূল ﷺ বললেন, 'জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও তাহলে তোমার উপর একটি মিথ্যা লিখা হবে।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৮ নং)*

(২) যা শোনা হয় তাই বলে বেড়ানো। বিনা বিবেক ও বিচারে শ্রুত কথা প্রচার করা। কথাটি সঠিক কিনা তা না ভেবে অপরের কাছে গাওয়া। অথচ রসূল ﷺ

বলেন, "মানুষের মিথ্যাবাদিতার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই বলে বেড়ায়।" *(সহীহুল জামে ৪৩৫৮)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "মানুষের পাপ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে যা শোনে, তাই প্রচার করে বেড়ায়।" *(ঐ ৪৩৫৭)*

(৩) অপরকে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে রসিকতা করা, মিথ্যা কৌতুক গল্প বানিয়ে অপরকে হাসানো। মানুষ এ ধরনের মিথ্যাকে মিথ্যা মনে করে না। বক্তা এবং শ্রোতা উভয়ই এতে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করে। অথচ রসূল ﷺ বলেন, "সর্বনাশ সেই ব্যক্তির, যে লোককে হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলে। তার জন্য সর্বনাশ, তার জন্য সর্বনাশ।" *(ঐ ৭০১৩)*

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ ধরনের 'শিল্পী' মুসলিমদের মাঝেও বড় প্রভাব বিস্তার করেছে এবং মুসলিম সমাজে বড় জনপ্রিয়তা লাভ করেছে! তাই তো এমন হাস্য-কৌতুক ও কমিডি মহফিলে হাজির না হতে পারলেও তার ক্যাসেট কিনতে কেউ ভুল করে না। এতে নাকি ওদের হৃদয় ও প্রবৃত্তি শীতল হয়, শোকাহত ও ব্যথিত মন শান্তি পায় এবং দুঃখ-কষ্ট ভুলে যায়! কিন্তু তা দ্বীন ও সময়ের জন্য যে কত বড় সর্বনাশ তা তারা অনুধাবন করতে পারে না।

(৪) কোন কিছু বর্ণনা করাতে অতিরঞ্জন করা। যেমন বহু ভক্ত তাদের ভক্তিভাজনদের প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে বহু মিথ্যা বলে থাকে। যেমন অনেকে অতিরঞ্জন করে বলে, 'তোমাকে একশ বার করে বললাম, এই কর' অথচ সে মাত্র একবার বলেছে। 'হাজার বার সেখানে গেছি' অথচ গেছে সে একবার মাত্র। 'লাখবার পড়েছি' অথচ পড়েছে সে একবার। এগুলিও এক প্রকার মিথ্যা। অবশ্য একাধিকবার করে অনুরূপ অতিরঞ্জন করে বলা মিথ্যার মধ্যে গণ্য হবে না। যেমন নবী ﷺ অতিরঞ্জন করে বলেছিলেন, 'আবুল জাহ্‌ম নিজের কাঁধ হতে লাঠিই নামায় না আর মুয়াবিয়ার তো কোন মালই নেই।' অথচ একথা বিদিত যে, আবুল জাহম নিদ্রা প্রভৃতি অবস্থায় লাঠি নামিয়ে রাখত এবং মুয়াবিয়ার পরনের কাপড়ও ছিল। *(আযকার, নওবী)*

বৈধ মিথ্যা

ভায়ে-ভায়ে গোত্রে-গোত্রে মিলন ও সন্ধি করার মত সৎ উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা, ইসলামী সৈন্য ও যুদ্ধের ভেদ গুপ্ত রাখতে শত্রুপক্ষকে মিথ্যা বলা এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য-প্রেম বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে (ধোকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নয়) তাদের আপোসে মিথ্যা বলা বৈধ। *(সহীহুল জামে ৫২৫৫)*

সুতরাং কোন বিধেয় উপকারের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা হারাম নয়।

আবু হামেদ গাযালী বলেন, 'বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য কথা এক মাধ্যম। প্রত্যেক সেই কল্যাণকর সৎ উদ্দেশ্য যা সত্য ও মিথ্যা উভয় প্রকার কথার মাধ্যমে সাধন করা সম্ভব তাতে মিথ্যার সাহায্য নেওয়া হারাম, যেহেতু সত্যের বর্তমানে মিথ্যার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। কিন্তু এমন সৎ ও উপকারী উদ্দেশ্য যা মিথ্যা ছাড়া সত্য দ্বারা সাধন করা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রয়োগ করা বৈধ; যদি উদ্দেশ্য বস্তুতই সৎ ও বৈধ হয় তবে। অন্যথা যদি ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা ওয়াজেব হয়, তবে মিথ্যা প্রয়োগ করাও ওয়াজেব। যেমন যদি কোন মুসলিম কোন অত্যাচারীর ভয়ে কারো নিকট গুপ্তভাবে আশ্রয় নেয় তবে অত্যাচারী তার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাকে গোপন করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। অনুরূপ যদি তার নিকট অথবা অপর কারো নিকট কোন আমানতের অর্থ থাকে এবং কোন যালেম তা আত্মসাতৎ করতে চায়, তবে তা গোপন করে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা ওয়াজেব। যদিও যালেম তার উপর কসম করা করায়, তবুও সে কসম করবে এবং তাতে ভিন্ন বা দ্ব্যর্থক উদ্দেশ্য করবে। এসব সেই ক্ষেত্রে হবে যখন মিথ্যা ছাড়া অভীষ্ট লাভের কোন উপায় থাকবে না। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে সাবধনতা অবলম্বন-পূর্বক দ্ব্যর্থক কথা বলা (তাউরিয়াহ করাই) উত্তম। এবং তাওরিয়ার অর্থ এই যে, দ্ব্যর্থবোধক কথা বলে সত্য উদ্দেশ্য মনে গোপন রাখা, যা ব্যক্ত কথা অনুযায়ী মিথ্যা হয় না; যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে এবং বাহ্যিক বাক্যভঙ্গিতে মিথ্যাই বলা হয়। যদিও এটা এক প্রকার প্রবঞ্চনা ও ধোকা তবুও মিথ্যা বলা হতে বাঁচার জন্য তার প্রয়োগ বৈধ। যদি তাতে কোন বিধেয় সৎ উপকার থাকে তবে। আর হ্যাঁ, ঐ ধরনের দ্ব্যর্থক কথা বলে কোন বাতিলকে হক বা হককে বাতিল সাব্যস্ত করা এবং কোন প্রকৃত অধিকারীর অধিকার

বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য যেন না হয়- নচেৎ এ ধরনের শব্দ বা কথা ব্যবহার হারাম হবে।

হযরত উমর হতে বর্ণিত তিনি বলেন, "ছদ্মবাক্য (তাওরিয়াহ) মানুষকে মিথ্যা হতে বাঁচাতে পারে।"

একদা নবী ﷺ কিছু সাহাবার সহিত কোন সফরে ছিলেন। এমতাবস্থায় এক মুশরিক গুপ্তচর দলের সহিত তাঁদের সাক্ষাৎ হল। মুশরিকরা প্রশ্ন করল, তোমরা কোথা হতে? নবী ﷺ বললেন, 'আমরা মা-' (পানি) হতে। তখন তারা এক অপরের দিকে তাকিয়ে বলল, ইয়ামানের বস্তি অনেক, হয়তো ওদেরই মধ্য হতে হবে। এই বলে তারা ফিরে গেল। *(সীরাহ নববিয়্যাহ ইবনে হিশাম ২/২৫৫)*

অথচ 'আমরা পানি হতে' বলার উদ্দেশ্যে ছিল, আমরা পানি হতে সৃষ্টি। যেহেতু মানুষ পানি হতেই সৃষ্ট এবং তাঁরা 'মা-' নামক কোন বস্তি বা গোত্রের ছিলেন না। আর তা হল দ্ব্যর্থবোধক শব্দ।

সলফদের বহু উলামা এ ধরনের দ্ব্যর্থক ও ছলবাক্য ব্যবহার করে নিজেদের উপর থেকে বহু বিপদ-আপদ দূর করেছেন। যেমন হাম্মাদ (রঃ) কারো সহিত বসতে ও কথা বলতে না চাইলে নিজের দাঁতে হাত রেখে 'দাঁত গেল দাঁত গেল' বলে উঠে যেতেন।

একদা মার্রুযী ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের নিকট ছিলেন। কেউ তাকে খুঁজতে বা ডাকতে এলে তিনি নিজের বাম হাতের চেটোর ভিতর আঙ্গুল রেখে বললেন, 'মার্রুযী এখানে (চেটোতে) নেই, মার্রুযী এখানে কি করবে?'

নাখয়ী বলেন, 'তোমার ছেলেকে (ভুলাবার জন্য মিথ্যা করে) বলো না যে, 'তোমাকে মিষ্টি কিনে দেব।' বরং বলো, 'কি মনে কর, যদি তোমাকে মিষ্টি কিনে দিই।'

নাখয়ীকে কেউ ডাকতে বা দেখা করতে এলে তিনি যদি তার সহিত দেখা করতে না চাইতেন তাহলে দাসী দ্বারা বলে পাঠাতেন, 'ওঁকে মসজিদে দেখুন।' অনেকে বলে পাঠাতেন, 'আব্বা এর পূর্বে বাড়ি হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন।' *(আযকার নওবী)*

অনুরূপ আপনার বাড়ি বীরভূম হলে কলকাতা যাওয়ার খবর কাউকে জানাতে যদি ক্ষতি বা বিপদ আছে মনে করেন তাহলে বলবেন, বর্ধমান যাব।' যেহেতু

কলকাতা যেতে হলে বর্ধমান যেতেই হবে এবং মিথ্যা বলা হতে বেঁচে যাবেন। এই ধরনের হিলা বা বাহানা করা তিন প্রকার হয়ে থাকেঃ-

(১) প্রথম প্রকার বাহানা যা আল্লাহর নৈকট্য এবং আনুগত্য, যা আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ট আমল।

(২) দ্বিতীয় প্রকার বাহানা, যা বৈধ, যাতে কোন দোষ বা ক্ষতি নেই। উপকার হিসাবে করা দরকার পড়লে করতে হয়, নচেৎ ত্যাগ করতে হয়।

(৩) তৃতীয় প্রকার বাহানা যা হারাম, আল্লাহও তাঁর রসূলকে ধোকা দেওয়া, ওয়াজেব ত্যাগ করার জন্য শরীয়ত ও বিধেয় কর্ম বাতিল ও নাকচ করার জন্য এবং হারামকৃত বস্তুকে হালাল করার জন্য ছলনা করা। যাকে সলফ, ইমাম এবং মুহাদ্দেসীনগণ অবৈধ বলে ঘোষণা করেছেন। *(ইগাসাতুল লাহফান ১/৩৮৪)*

(২৯) মিথ্যা সাক্ষ্য

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এক বড় অন্যায় এবং জিবে উৎপন্ন এক মহাপাপ। পক্ষান্তরে সত্য সাক্ষি দেওয়া এক মহৎগুণ; যার প্রতি ইসলাম মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও - যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়ের যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল তবে (জেনে রাখ যে,) তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।" *(সূরা নিসা ১৩৫)*

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাক, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার না করার উপর প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়া (আত্মসংযম) এর নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ তার খবর রাখেন।" *(সূরা মায়েদাহ ৮-আয়াত)*

(সে মানুষরা অস্থিরচিত্ত নয়, বিপদগ্রস্ত হলে হা- হুতাশ করে না এবং ঐশ্বর্যশালী

হলে কৃপণ হয়ে পড়ে না। তারা প্রকৃত মু'মিন-----) "যারা সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের নামাযে যত্নবান - তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।" *(সূরা মাআরিজ ৩৩-৩৫)*

(দয়াময় আল্লাহর নেক বান্দা তারা) "----যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়া-কলাপের সম্মুখীন হলে সম্ভ্রান্তের মত অতিক্রম করে চলে।" *(সূরা ফুরকান ৭২)*

প্রিয় নবী মোস্তফা ﷺ বলেন, "তোমাদেরকে কি অতি মহাপাপের কথা বলে দেব না?" এইরূপ তিনবার বললেন। অতঃপর সাহাবাগণ বললেন, 'অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত কিছুকে শরীক (শির্ক) করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যাচরণ করা।" অতঃপর তিনি হেলান ছেড়ে উঠে বসলেন এবং বললেন, "শোনো, আর মিথ্যা সাক্ষ্য।" অতঃপর শেষোক্তের এই কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমন কি সেই বলাতে সাহাবীগণ (আপোষে বা মনে মনে) বললেন, 'যদি তিনি চুপ হতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

উক্ত হাদীস হতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান যে এক বৃহৎ সর্বনাশ তা তিনভাবে প্রতিপাদিত হয়। প্রথমতঃ এ কাজ করলে মহাপাপী হতে হয়; যা শির্কের মত অতি মহাপাপের সহিত সংযুক্ত করে ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহপাক উক্তরূপে উভয়কে সংযুক্ত করে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "সুতরাং তোমরা মূর্তিরূপ অপবিত্রতা বর্জন কর এবং মিথ্যা কথন (সাক্ষ্য) হতে দূরে থাক।" *(সূরা হাজ্জ ৩০)*

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর রসূল ﷺ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। কিন্তু ঐ দুষ্কর্মের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে সকলকে সাবধান করে উঠে বসে তা উল্লেখ করলেন।

তৃতীয়তঃ তা পুনঃপুনঃ ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলে তার সর্বনাশিতা বর্ণনা করলেন। সুতরাং জিভের এমন পাপ অত সহজ নয় যত সহজে মানুষ তা জিভ হিলিয়ে করে থাকে।

বহু মানুষ না জেনে ও ঘটনা দর্শন না করে কারো পক্ষে বা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষি দিয়ে থাকে, কারো প্রতি হিংসা ও শত্রুতা থাকার জন্য তার বিপক্ষে অথবা কারো প্রতি আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি থাকার জন্য, অথবা তার অর্থলোভে, অথবা তার কথায় আস্থা রেখে, অথবা তার প্রতি সদয় হয়ে তার সপক্ষে মিথ্যা সাক্ষি দিয়ে

থাকে।

তদনুরূপ অনেকে বহু অন্যায়ে মিথ্যা সাক্ষিদান করে থাকে। হারাম লেন-দেনে সাক্ষ্য প্রদান করে, অন্যায়ভাবে কারো জমি-সম্পদ আত্মসাৎ করাতে, অন্যায় ভাবে কারো জমি কারো নামে লিখিয়ে নিতে বা দিতে সাক্ষি দিয়ে থাকে। অথচ তা বৈধ নয়।

হযরত জাবের ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সূদখোর, সূদদাতা, সূদের লেখক এবং তার উভয় সাক্ষ্যদাতাকে অভিশাপ করেছেন। আর বলেছেন, "(পাপে) ওরা সকলেই সমান।" *(মুসলিম ১৫৯৮-নং)*

নু'মান বিন বাশীর ﷺ বলেন, আমার আম্মা আমার জন্য আব্বার নিকট কিছু সম্পদ হেবা চাইলেন। তিনি ভালো বুঝলে আমার নামে কিছু হেবা করলেন। কিন্তু আম্মা বললেন, 'এতে নবী ﷺ-কে সাক্ষী না মানা পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হব না।' তাই আব্বা আমার হাত ধরে নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলেন। তখন আমি কিশোর ছিলাম। আব্বা বললেন, 'রাওয়াহার বেটি এর মা এর জন্য আমার নিকট হতে কিছু হেবা চেয়েছে (তাই আপনাকে সাক্ষী মানতে চাই)?' নবী ﷺ বললেন, "এ ছাড়া তোমার অন্য সন্তান আছে কি?" আব্বা বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন নবী ﷺ বললেন, "অবিচারে আমাকে সাক্ষী মেনো না।" অন্য এক বর্ণনায় আছে তিনি বললেন, "অবিচারে আমি সাক্ষি দেব না।" *(বুখারী)*

বলাই বাহুল্য যে, 'শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল'দের রসনার বিষধর সর্প দ্বারা একই সঙ্গে বহু মানুষ দষ্ট ও একাধিক ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে।

যেমন মিথ্যা সাক্ষি দিয়ে বিচারককে ন্যায় বিচার করা হতে ভ্রষ্ট করা হয়। যার ফলে ঐ ব্যক্তি অবিচারের কারণ হয়। আর বিচারপতি বাধ্য হয়ে অজান্তে নাহক ফায়সালা করে থাকে।

যার সপক্ষে মিথ্যা সাক্ষি দেওয়া হয় তার প্রতিও অন্যায় করা হয়। যেহেতু এই সাক্ষি দ্বারা তার এমন সম্পদ বা অর্থ লাভ হয় যাতে তার কোন হক বা অধিকার নেই ফলে সে তা গ্রহণ করে দোযখের আগুন গ্রহণ করে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমার নিকট বিবাদ নিয়ে আস। আর সম্ভবতঃ তোমাদের কেউ কেউ নিজের হুজ্জত পেশকরণে সুনিপুণ। সুতরাং যদি কারো কথা মত তার ভায়ের হক

নিয়ে তার হক্কে ফায়সালা করে দিই, তাহলে (জেনে রেখো যে,) তার জন্য জাহান্নামেরই এক টুকরা কেটে দি। অতএব সে যেন তা গ্রহণ না করে।” *(বুখারী)*

যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া হয় তার হক্কে বড় যুলুম করা হয়। যেহেতু ঐ মিথা সাক্ষ্য দ্বারা তার নিজস্ব অধিকার ও স্বত্ব হাতছাড়া হয়। যাতে সে অত্যাচারিত হয় এবং অত্যাচারিতের দুআ আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর করা হয়। সে দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না। *(বুখারী ও মুসলিম)* ঐ দুআর জন্য আকাশের দুয়ার খোলা হয় এবং আল্লাহ পাক বলেন, 'আমার ইজ্জত ও সম্ভ্রমের শপথ! আমি তোমাকে (অত্যাচারিত প্রার্থনাকারীর) অবশ্যই সাহায্য করব। যদিও বা কিছু পরে।” *(আবু দাউদ, তিরমিযী)*

মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধীদেরকে অপরাধের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়; যার ফলে দুষ্কৃতীরা সহযোগিতা ও আশ্বাস পেয়ে দুষ্কর্মে উদ্বুদ্ধ ও অবিচলিত হয়। সাক্ষীর সাহারায় তরে যাবে এই ভরসায় নির্ভয়ে পাপাচার চালিয়ে যায়।

মিথ্যা সাক্ষ্যর ফলে একাধিক হারামকর্মে আপতিত হতে হয়, কত নিরপরাধ মানুষের জীবন হতাহত হয়, কত মানুষের অর্থ ও সম্পদ নাহক আত্মসাৎ করা হয়। ঐ সাক্ষ্য দ্বারা বিচারকারী এবং যার বিরুদ্ধে বিচার করা হয়ে থাকে সে কিয়ামতের বিচারকোর্টে মহান বিচারক আল্লাহর সামনে মিথ্যা সাক্ষিদাতার প্রতিবাদী হয়ে ইনসাফ চাইবে।

অযোগ্য অথবা অপরিচিত ব্যক্তির 'সার্টিফাই' করাও মিথ্যা সাক্ষি দেওয়ার শামিল। যেহেতু প্রশংসাকারী তার প্রশংসা-নামায় প্রশংসার যোগ্য নয় এমন ব্যক্তির প্রশংসা করলে অথবা তার অজ্ঞাত ব্যক্তিত্বের সুগুণ বর্ণনা করলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হয়; যেমন মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী অত্যাচারীর নির্দোষিতা বর্ণনা করে প্রশংসা এবং অত্যাচারিতের দোষ বর্ণনা করে দুর্নাম করে। এর দ্বারায় সে বিচারক ও মানুষকে ধোকায় ফেলে থাকে।

মিথ্যা সাক্ষ্যদানে সেই সমাজপতি ও আলেমরাও শামিল যারা অপরকে ভ্রষ্ট করে, সৎ জানা সত্ত্বেও অসৎ পরামর্শ ও নির্দেশ দান করে থাকে। সুপথ জানা সত্ত্বেও কুপথকে সুশোভিত করে অজ্ঞ মানুষকে তাতে চলতে আহবান করে। সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও তা গোপন রেখে মিথ্যার উপর নির্বিচল থাকে এবং মিথ্যাকেই

সত্যরূপে মানে ও প্রকাশ করে। এমন সর্বনাশীদের সংখ্যা মোটেই স্বল্প নয়। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় দিন। *(দেখুন, মাজাল্লাতুল বহুসিল ইসলামিয়্যাহ ১৭ সংখ্যা ২৫৫-২৭২ পৃঃ)*

এদের মধ্যে সেই ধর্মধ্বজীরা উল্লেখযোগ্য, যারা কোন কবর বা আস্তানার নামে পরিকল্পিত ও সুশোভিতরূপে মিথ্যা রটিয়ে, 'সেখানে আশাপূর্ণ হয়, প্রার্থনা কবুল হয়' ইত্যাদি বলে মানুষকে তার পূজার প্রতি আহবান করে এবং ভক্তদের নজর-নিয়ায ইত্যাদি সম্পদ নির্দ্বিধায় লুটে খায়। কেউ বাধা দিতে গেলে বলে, 'এমনটি না করলে আওলিয়াদের প্রতি বেআদবী করা হয়। যারা আওলিয়া মানে না, তারা কাফের ---' ইত্যাদি! আবার ঐ সমস্ত তথাকথিত আওলিয়াদের বুযুর্গি ও কেরামতি প্রকাশ করার জন্য মিথ্যা কেচ্ছা-কাহিনী বানিয়ে প্রচার করে, গড়া হাদীস অথবা স্বপ্ন দ্বারা এ সবের বৈধতা সাব্যস্ত করে। কখনো বা অনেকে জাগত্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখে ভক্তিভাজনের ভক্তিতে অতিরঞ্জন আনে! আর এই ভক্তি প্রকাশের জন্য তাঁদের জন্মবার্ষিকী, উরস, ইসালে সওয়াব প্রভৃতির উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করে। যাতে শির্ক, বিদআত, গান-বাজনা, নাটক, যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, অশ্লীলতা, জুয়া, ব্যভিচার ও নারী-পুরুষের অবাধ মিলামিশার বিপুল সরগরম সমাবেশ ঘটে। এমন আহবায়কদের অবস্থা যে কি, তা এক সাধারণ মুসলিমও অনুমান করতে পারে।

অনুরূপ আর একদল মিথ্যাশ্রয়ী গণ্য ব্যক্তি যারা কাফের পাশ্চাত্য সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ সমাজের প্রশংসা করতে বিভিন্ন মিথ্যার সাহায্য নিয়ে শান্ত মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ফাসাদ ও বিঘ্ন সৃষ্টি করে থাকে। তারা বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমে মানুষকে নৈতিক শৈথিল্য, চারিত্রিক স্বাধীনতা বা যৌন-স্বাধীনতা দিতে চায়। নারী-স্বাধীনতার নামে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থাকে পায়ে দলে নগ্নতার প্রতি আহবান করে এবং এরই উপর তারা তাদের জিহ্বা ও কলমকে ব্যাপৃত রাখে। পরিবেশও এমন নোংরা ও ঘোলাটে হয়ে গেছে যে এ ধরনের কথা বলতে বা লিখতে তারা এতটুকু লজ্জা বা সংকোচ করে না। আর এটা হল স্বমত প্রকাশের স্বাধীনতা; এতে নাকি প্রত্যেকের অধিকারও আছে। অর্থাৎ যার যা ইচ্ছা তাই বলতে পারে! শাসনের বাঁধনও এত ঢিলে যে তাদেরকে প্রতিহত করার পরিবর্তে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। বরং

অধিকাংশ শাসন-ব্যবস্থাই ঢিটেপনা ও ধৃষ্টতার ছায়ায় পরিচালিত, কারণ প্রায় দেশে ঢিটের সংখ্যা বেশী তাই। আর যারা সংখ্যায় বেশী তারাই ভোটে জয়ী, তাদেরই হাতে থাকে ক্ষমতা। তাতে তারা সত্যাশ্রয়ী হোক অথবা তার বিপরীত। এটাই তো বর্তমান পৃথিবীর সভ্যনীতি!

অনেকে 'মৌ' এর টাইটেলে জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং গর্ভপাত প্রভৃতি বৈধতার সাধারণ ফতোয়া দিয়ে অবৈধকে বৈধ ঘোষণা করে থাকে প্রধান প্রধান কেন্দ্রে। অনেকে নানী বা দাদীর আসরে এ ধরনের ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করে না। দ্বিধা হয় না ধর্মপ্রাণদের মনে আঘাত হানতে। এরা মনে করে এদের (মুসলিমদের) চেয়ে ওরা (পশ্চিমীরা) ভালো। যাদের প্রকৃত অবস্থা এই যে, ওরা জিব্‌ত (গায়রুল্লাহ) এবং তাগূত (আল্লাহ ছাড়া সমস্ত পূজ্যমান ও বিভ্রান্তকর ব্যক্তি ও উপকরণ)এ বিশ্বাসী। "ওরা অবিশ্বাসী (কাফের)দের সম্বন্ধে বলে যে, 'এদেরই পথ বিশ্বাসী (মুসলিম)দের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর।' ওরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং আল্লাহ যাকে অভিসম্পাত করেন তুমি কখনো তার কোন সাহায্যকারী পাবে না।" *(সূরা নিসা ৫১-৫২)*

অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম নিয়ে অথবা মানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পতাকা নিয়ে ধর্মের সর্বনাশ করে মানুষের মাঝে শান্তি আনতে চায়। সত্য ও মিথ্যা এবং অঙ্গার ও তুসকে একত্রিত করে একতাবদ্ধ হয়ে মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণের আশা করে। হয়তো বা তারা শপথ করেও বলে, 'আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাইনি।' আসলে এতে তারা পৃথিবীর বুকে অশান্তি সৃষ্টি করে। "কিন্তু তাদের যখন বলা হয় 'পৃথিবীতে তোমরা অশান্তি সৃষ্টি করো না' তখন তারা বলে, 'আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই।'

সাবধান! এরাই তো অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা তা বুঝতে পারে না।" *(সূরা বাক্বারাহ ১১-১২)*

এরা প্রকৃত মুসলিমকে নির্বোধ বললেও বস্তুতঃপক্ষে তারাই নির্বোধ। যদিও তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। এরা যখন মুসলিমদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা তো মুসলমানই।' কিন্তু তারা যখন নিভৃতে নিজেদের দলপতিদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তো আপনাদের সাথেই, আমরা শুধু তাদের

(মুসলিমদের) সাথে উপহাস করে মজা নি। এরা নিছক কপট মুনাফেক বৈ আর কি?

জ্ঞাতব্য যে, অন্যায় সাক্ষ্য দেওয়া যেমন হারাম, তেমনিই হারাম সত্য সাক্ষ্য গোপন করা। মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে নিশ্চয় তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।" *(সূরা বাক্বারাহ ২৮৩)*

(৩০) মিথ্যা অঙ্গীকার

কিছু দেওয়া বা করার উপর মিথ্যা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দেওয়া এক চারিত্রিক দোষ। যা মুনাফেকের এক নিদর্শন। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের এই ধরনের মিথ্যা অঙ্গীকার অধিক হয়ে থাকে বলে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ অধিকাধিক ঋণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

তিনি বলেন, "মুনাফিকদের চিহ্ন তিনটি; সে কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে (ওয়াদা রক্ষা করে না) এবং তার নিকট আমানত রাখা হলে তার খেয়ানত করে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

(৩১) মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বলা

মিথ্যা স্বপ্ন গড়ে বন্ধুমহলে প্রচার করে অনেকে মিষ্টস্বাদ গ্রহণ করে থাকে; অবৈধভাবে জিহ্বার ব্যভিচার করে থাকে। অনেক বুযুর্গ স্বপ্ন গড়ে শরীয়ত রচনা করে থাকেন। স্বপ্নের হাওয়ালা দিয়ে 'অমুক ওলী তাঁর কবরের উপর মেলা বসাতে আদেশ করেছেন' বলে খুশী ও স্ফূর্তির সামান যোগাড় করে অনেকে। 'তারগীব ও তারহীব' বলে মদীনার হুজরা বা হারামে নববীর খাদেমের মিথ্যা স্বপ্ন প্রচার করে থাকে। অথচ প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এমন কোন স্বপ্ন দেখার কথা দাবী করে যা প্রকৃতপক্ষে সে দেখেনি, তাকে (কিয়ামতে) দুটি যবের মধ্যে সংযোগ সাধন

করতে আদেশ করা হবে। অথচ সে তা কখনই করতে পারবে না।" *(বুখারী)*

"সব চেয়ে বড় মিথ্যা ও গড়া কথার অন্যতম এই যে, মানুষ স্বপ্নে যা দেখে না তা দেখেছে বলে দাবী করা (বা প্রচার করা)।" *(সহীহুল জামে' ২২০৭)*

"যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখে সে সত্যই আমাকে দেখে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(বুখারী)*

(৩২) মিথ্যা অপবাদ

কারো ইজ্জত ও সম্ভ্রমে মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়া, নিছক সন্দেহ ও ধারণা করে তার কুৎসা রচনা ও রটনা করা জিহ্বার এক মহাপাপ। এই জিভের ফলে কত সৎ মানুষ সমাজে অসৎ বলে পরিচিত হয়, এই অপবাদদাতার জিহ্বায় সে সমাজে চোর হয়, ব্যভিচারী ও অত্যাচারী বলে পরিচিত হয়। সতী অসতী বলে চিহ্নিত হয়। সুতরাং "দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর।" *(সূরা জাসিয়্যাহ ৭)*

"যারা বিনা অপরাধে মুমিন নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেয় তারা মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট অপরাধের বোঝা বহন করে।" *(সূরা আহযাব ৫৮)*

আল্লাহ পাক আরো বলেন, "যারা সাধ্বী নিরীহ মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে, তারা ইহলোক ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।" *(সূরা নূর ২৩ আয়াত)*

"যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিবার কশাঘাত কর এবং কখনোও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না, এরাই সত্যত্যাগী (ফাসেক)।" *(সূরা নূর ৪ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ একদা বললেন, "সাতটি সর্বনাশী বিষয় হতে দূরে থাক।" সকলে বললেন, 'তা কি কি হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আল্লাহর সহিত কাউকে অংশী (শির্ক) করা, যাদু করা, ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছাড়া আল্লাহ যা হারাম করেছেন সেই প্রাণ বধ করা, সূদ খাওয়া, অনাথের সম্পদ ভক্ষণ করা, যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করা এবং উদাসীনা সতী নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

যারা কাউকে মিথ্যা অপবাদ দেয় তাদের জন্য পৃথিবীতেই ৮০ চাবুক শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে। কিন্তু কোন কারণবশতঃ দুনিয়ার শাস্তি থেকে এড়িয়ে গেলেও পরকালে সেই শাস্তি তাকে উপভোগ করতেই হবে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার অধিকৃত দাসের উপর ব্যভিচারের মিথ্যা কলঙ্ক দিবে, কিয়ামতের দিন তার উপর 'হদ্দ' (দণ্ডবিধি) কায়েম করা হবে। তবে তা যদি সত্য হয়, তবে ভিন্ন কথা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৩৩) মিথ্যা দোষারোপ

কোন নির্দোষের উপর দোষারোপ করে রসনা দ্বারা যে সর্বনাশ ও মন্দ আনা হয় তা সহজ নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যে ব্যক্তি কোন দোষ বা পাপ করে অতঃপর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করে, তবে নিশ্চয়ই সে মিথ্যা অপবাদ এবং স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" *(সূরা নিসা ১১২)*

রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্বন্ধে এমন দোষ উল্লেখ করে যা তার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের রক্ত-পুঁজে বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছে তা থেকে বের না হয়ে আসে। আর সে বের হতে পারবে না।" *(সহীহুল জামে ৬০৭২)*

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে বদনাম করার জন্য তার প্রতি কোন অপবাদ দেয়, আল্লাহ তাকে পুলসিরাতে আটকে রাখবেন -যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছে তা থেকে বের না হয়।" *(সহীহ তারগীব অত্তারহীব, আলবানী)*

এক মুসলিমের নিকট অপর মুসলিমের ইজ্জত ও সম্ভ্রম অতি মর্যাদাপূর্ণ। কোন প্রকার সেই মর্যাদার হানি করা তার জন্য হারাম। সুতরাং অনুমেয় যে, মুসলিমদের কোন আলেমকে বেইজ্জত করা এবং তার মান লুটা কত বড় হারাম। কিন্তু কতক মানুষ আছে যারা চায় যে, দ্বীনদার পরিবেশ বদনাম হোক। পরেহেযগার মুসলিমের বাড়িতে অশ্লীলতা আসুক। এমন মানুষদেরকে সাবধান করে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা এই চায় যে, মুমিনদের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য

রয়েছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।” *(সূরা নূর ১৯)*

মুসলিমের নিকট মক্কা মুকার্রামাহ এক পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ শহর। এর নাম শুনলে তার চিত্ত ভক্তিতে গদ্‌গদ হয়ে ওঠে। অনুরূপ যিলহজ্জের মাস এবং এই মাসের ৯ ও ১০ তারীখ আরাফাত ও কুরবানীর দিনও তার নিকট কম মর্যাদার বিষয় নয়। এই মাসের এই দিনেই এবং এই শহরে (আরাফাত ও মিনাতে) রসূল ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, “তোমাদের খুন, সম্পদ, সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের উপর হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ; যেমন তোমাদের এই আজকের দিন, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ কা’বার প্রতি দৃক্‌পাত করে বললেন, “কি মহান তুমি! তোমার মর্যাদা কত মহান! কিন্তু মুমিন তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।” *(গা-য়াতুল মারাম ৪৩৫ নং)*

আজ যদি কা’বাগৃহের উপর কোন আঁচড় লাগে তবে সারা বিশ্বের মুসলিম ক্ষেপে উঠবে। (এবং তাই হওয়াটাও উচিত।) কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সেই মুসলিমরাই তার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ বস্তুকে, মুমিনের মান, জান-মালকে হালাল মনে করেছে, তার ইজ্জতকে পদদলিত করছে, হত্যা, গৃহছাড়া, গালিমন্দ, কলঙ্ক, প্রহসন প্রভৃতি দ্বারা তার সম্ভ্রমকে ধূলিসাৎ করছে অথবা করতে দেখছে -তার জন্য তাদের চিত্ত ক্ষেপে উঠে না, বক্ষ ব্যথায় ব্যথিত হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে অনেকের মন এসবে মিষ্ট স্বাদ অনুভব করে! সুতরাং আল্লাহই এর উত্তম ফায়সালা করবেন।

(৩৪) তকদীর অবিশ্বাস

কিছু মানুষ আছে যারা মানুষের চেষ্টা ও সাধনাকেই সবকিছু মনে করে এবং তকদীর ও ভাগ্য বলে যে কিছু আছে তারা তা অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে বলে, ‘তকদীর বলে কিছু নেই।’ এ ধরনের মানুষদের প্রসঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, ‘প্রত্যেক উম্মতের মাঝে মজুস (অগ্নিপূজক সম্প্রদায়) আছে। আর আমার উম্মতের মজুস তারা, যারা বলে, তকদীর বলে কিছু নেই।’

ওরা যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করো না এবং ওরা মরলে ওদের জানাযায় অংশ গ্রহণ করো না।' *(সহীহুল জামে' ৫০৩৯নং)*

তদনুরূপ তকদীরের উপর তুষ্ট হওয়া এবং তাতে ধৈর্যধারণ করাও ওয়াজেব। তাই কোন বিপদ-আপদে হা-হুতাশ করা, চিৎকার করে কান্না করা বা যন্ত্রণা প্রকাশ করা, তকদীরের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করা অথবা ভাগ্যকে গালিমন্দ বা উপহাস করা আদৌ বৈধ নয়।

অনুরূপ কিছু মানুষ আছে যারা মানুষের কর্ম, চেষ্টা ও ইখতিয়ারে বিশ্বাসী নয়। তারা মানুষকে পুতুল অথবা কলের গাড়ি স্বরূপ মনে করে - এটাও এক প্রকার কুফরী। সুতরাং এ সবগুলি মুখে আনাও জিবের এক বৃহৎ সর্বনাশ।

(৩৫) কারো রহস্য প্রকাশ

কোন মুসলিমের কোন রহস্য প্রকাশ ও প্রচার করা বৈধ নয়। কোন ত্রুটি তার নিকট প্রকাশিত হলে তা অপরের নিকট ফাঁস না করে গোপন করাই উচিত। যেহেতু "যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন করে নেয়, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করে নিবেন।" *(মুসলিম)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার খিয়ানত করবে না, তাকে মিথ্যুক ভাববে না এবং তাকে লাঞ্ছিত করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের উপর মুসলিমের সম্ভ্রম, সম্পদ ও খুন হারাম। তাকওয়া এখানে (হৃদয়ে)। মন্দের জন্য মানুষের এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৬৫৮২)*

কেউ যদি নিজের কোন রহস্য কারো নিকট প্রকাশ করে তা গোপন রাখতে বলে তা এক প্রকার আমানত; তা অন্যের নিকট প্রকাশ করা হারাম; করলে আমানতে খেয়ানত হয়। অনুরূপ প্রত্যেক গোপন কথাই আমানত; তা প্রকাশ ও প্রচার করা জিবের এক মহাপাপ। যাতে বহুমুখী ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন কেউ কোন কথা বলে এদিক-ওদিক তাকায়, তবে তা আমানত।" *(সহীহুল জামে' ৫০০নং)* সুতরাং শ্রোতার সেই কথাকে গোপন রাখা এবং

অন্যের নিকট প্রকাশ না করা ওয়াজেব।

কিন্তু বাস্তব পরিবেশে রহস্য গুপ্ত রাখা এক মানসিক চাপ। তা প্রকাশ না করলে যেন পেটে যন্ত্রণা হয়। অনেকে ভাবে হয়তো একজনকে বললে তা প্রকাশ করা হয় না। অবশ্য সে অপরকে তাকীদ করে দেয় যে, 'কাউকে বলো না।' এইভাবে প্রথম ব্যক্তি আর এক দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট বলে, 'অমুকের ব্যাপার এই, আমাকে বলতে মানা করেছে, কেবল তোমাকেই বলছি, তুমি যেন কাউকে বলো না।' অনুরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বলে এবং এইভাবে গুপ্ত রহস্য এক মজার গল্পে পরিণত হয়। যা ফিস্‌ফিসিয়ে বলে মনে মনে তৃপ্তি অর্জন করা হয়। বহু বউ-কাঁটকী শাশুড়ী আছে যারা বউ এর দোষ প্রচার করে মনে শান্তি পায়। তাদের পরিবেশে, 'বউ ভাঙলে সরা, গেল পাড়া-পাড়া। গিন্নী ভাঙলে নাদা, ও কিছু নয় দাদা!'

(৩৬) পাপ রহস্য প্রকাশ

কিছু মানুষ আছে যারা গর্ব করে নিজের কৃত পাপ প্রকাশ করে, বরং পাপ দ্বারা গর্ব প্রকাশ করে। যেমন বলে, 'তোরা আমাকে কি মনে করিস, আমি এতগুলো খুন করেছি!' 'আরে তুই কি? আমি ডেলি ফিল্ম্ দেখি!' 'আরে তুই তো ওকে টিস্ মারিস, আর আমি কিস্ মারি!'

এইভাবে বন্ধু মহলে নিজের পাপ ও ব্যভিচারের গুপ্ত বৃত্তান্ত খুলে বলে নিজের মনে তৃপ্তি অনুভব করে এবং আসর গরম করে তোলে। অথচ এটা যে পাপ তা হয়তো মনেও হয় না। এমন মানুষদের সম্বন্ধে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(আপোসে পাপ) প্রকাশকারী ছাড়া আমার প্রত্যেক উম্মতকেই মার্জনা করা হবে। আর আপোসে (পাপ) প্রকাশ করার মধ্যে এটাও যে, কোন ব্যক্তি রাত্রি কালে কোন পাপ করে; যা আল্লাহ তার জন্য গোপন রাখেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে, 'এ অমুক! আমি আজ রাতে এই এই করেছি।' অথচ সে রাত্রি অতিবাহিত করে; যখন আল্লাহ তার পাপ গুপ্ত রাখেন। কিন্তু সকাল হলে সে নিজে আল্লাহর এই গুপ্ত রহস্যকে প্রকাশ করে দেয়!" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৩৭) স্বামী-স্ত্রীর রহস্য প্রকাশ

কিছু পুরুষ আছে যারা নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করে সেই তৃপ্তি ও মিলন-স্বাদ অপর পুরুষের নিকট বা বন্ধু মহলে প্রকাশ করে থাকে। অনুরূপ কিছু মহিলাও এই সঙ্গম-সুখের কথা নিজের সখীর কাছে প্রকাশ করে তৃপ্তি অনুভব করে। এরা এক প্রকার লজ্জাহীন এবং আপন স্বচ্ছ প্রেমের উপর ঈর্ষাহীন নারী-পুরুষ। বিশেষ করে যাদের কাছে রসোদ্‌গার করা হয় তারা অবিবাহিত হলে তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীন কি যে আন্দোলন শুরু হয় তা বলাই বাহুল্য। যার জন্য এরা নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ। প্রিয় আহমাদ ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মানের দিক থেকে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম মানুষ সেই ব্যক্তি, যে স্ত্রী-সহবাস করে এবং স্ত্রী স্বামী-সহবাস করে অতঃপর সে তার (স্ত্রীর) রহস্য প্রচার করে বেড়ায়।" *(মুসলিম)*

যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর এ ধরনের প্রেম ও যৌন রহস্য পরস্পরের নিকট এক আমানত, যাতে খেয়ানত করা মহাপাপ।

(৩৮) পরস্ত্রীর সৌন্দর্য স্বামীর নিকট প্রকাশ

এ এক এমন পাপ যার দ্বারা মহিলা নিজের রসনায় নিজের সর্বনাশ ডেকে আনে। ব্যভিচারের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চির সুন্দর ইসলামের এসব উত্তম ব্যবস্থা; তাই তো রমণীকে নিষেধ করে, যাতে সে অপর রমণীর দেহে দেহ লাগিয়ে শয়ন না করে অথবা অপর রমণীর লোভনীয় সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে। আবার যদি তা করেই ফেলে তবে যেন নিজের স্বামীর নিকট ঐ রমণীর দেহ-কোমলতা এবং যৌবন-রমণীয়তা প্রকাশ ও বর্ণনা না করে। কারণ সে বর্ণনায় তার স্বামীর মনে ঐ কামিনীর কমনীয়তা লোভনীয় ও কামনা হয়ে প্রেমের আকার ধারণ করতে পারে। তাই যে নারী এ ধরনের কাজ করে সে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করে। এরা নির্বোধ নারী বৈ কি?

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে (নগ্ন) আলিঙ্গন করে অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট তা বর্ণনা না করে। (যাতে তা শুনে তার স্বামী) যেন

ঐ মহিলাকে (মনে) প্রত্যক্ষ দর্শন করে থাকে।” *(বুখারী)*

(৩৯) চুগলী করা

চুগলী জিভ-ঘটিত এক মহা সর্বনাশ। কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তি সম্পর্কে মন্দ কথা বলে ফেললে তা ঐ ব্যক্তির নিকট গোপনে পৌছে দিয়ে তার কান ভারি করা, কারো কাছে গোপনে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করে প্রথমোক্ত ব্যক্তির মন বিগড়ে দেওয়া, লাগানি-ভাঙ্গানি করে দুই ব্যক্তির মাঝে, দুই বন্ধু, দুই ভাই বা আত্মীয়, দুই গোত্র বা দুই দেশের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করার নাম চুগলী করা। 'অমুক তোমার বিরুদ্ধে এই বলছে' বলে চুগলখোর কত প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব, কত সম্প্রীতি ও সম্পর্ক নষ্ট করে, তার নযীর বাস্তব পরিবেশে বহু মেলে। হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কোপজ ও কামজ দোষের কারণে, যার নিকট চুগলী করা হয় তার তুষ্টিলাভ ও মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অথবা যার চুগলী করা হয় তার কোন প্রকার ক্ষতি-সাধন করার উদ্দেশ্যে অথবা মানুষের মাঝে ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে চুগলখোর তার এই ছোট অস্ত্র জিহ্বাকে ব্যবহার করে থাকে।

এক্ষণে স্পষ্ট যে, চুগলী করা বা লাগানি-ভাঙ্গানি করা হারাম এবং কাবীরা গোনাহ। এ সম্বন্ধে আল্লাহ পাক নবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন, “এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় হলফ করে; যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী; যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়।” *(সূরা ক্বালাম ১০-১১)*

কুরআন কারীমে আবু লাহাবের স্ত্রীকে 'ইন্ধনবাহিকা' বলা হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় অনেক ব্যাখ্যাতা বলেছেন যে, 'ইন্ধন' অর্থাৎ চুগলী। যেহেতু সে চুগলী করে বেড়াত। আর চুগলী অগ্নির ইন্ধনের মতই।

চুগলখোর মন্দ খবর বহন করে, আর যে মন্দ খবর বহন করে তাকে কুরআন মাজীদে ফাসেক বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং মুমিনদেরকে তার ঐ সংবাদে নিশ্চিত হবার জন্য বাচ-বিচার করতে বলা হয়েছে। *(দেখুন সূরা হুজরাত ৬ আয়াত)*

আল্লাহ পাক বলেন, “দুর্ভোগ (বা সর্বনাশ) প্রত্যেক সেই ব্যক্তির যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে---।” *(সূরা হুমাযাহ ১)*

পশ্চাতে নিন্দাকারীর ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন, সে হল চুগলখোর।

হযরত নুহ (আঃ) এর স্ত্রী লোকদেরকে বলে বেড়াত যে, নূহ একজন পাগল এবং হযরত লূত (আঃ) এর স্ত্রী লোকদেরকে তাঁর মেহমান এলে খবর পৌঁছে দিত। উভয় স্ত্রী প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেছেন, "ওরা ছিল আমার দুই নেক বান্দার অধীনে। কিন্তু ওরা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা (খেয়ানত) করেছিল; ফলে নূহ ও লূত ওদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং ওদেরকে বলা হল 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সঙ্গে তোমরাও ওতে প্রবেশ কর।' *(সূরা তাহরীম ১০)*

সুতরাং চুগলী করা এক প্রকার খেয়ানত এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

চুগলী দ্বারা চুগলখোর মুসলিমদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে, পরের সম্ভ্রম লুটে থাকে এবং ফিতনা সৃষ্টি করে থাকে; যার প্রত্যেকটাই হারাম।

নবী করীম ﷺ বলেন, "চুগলখোর জান্নাতে যাবে না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

একদা তিনি দুটি কবরের পাশ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'এই দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। কিন্তু বড় কিছুতে আযাব হয়নি। তবে অবশ্যই সেটা বড় পাপ। এদের মধ্যে একজন লোকের চুগলী করে বেড়াত এবং দ্বিতীয় জন নিজের প্রস্রাব থেকে সাবধান হত না।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি বলেন, "জান, চুগলী কাকে বলে? ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অপরকে লাগান (বা পৌঁছান।)" *(সহীহুল জামে ৮৫)*

"আল্লাহর সবচেয়ে নেক বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ আসেন এবং তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বান্দা তারা যারা লোকের চুগলী করে বেড়ায়, মিত্রদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং নির্দোষদের জন্য কষ্ট কামনা করে।" *(সহীহ তারগীব অত্তারহীব)*

সুতরাং চুগলীর পরিণতি এটাই; সম্প্রীতির মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি!

কথিত আছে যে, সলফদের এক ব্যক্তি তাঁর কোন ভাই-এর সহিত সাক্ষাৎ করতে গেলে সে তাঁর নিকট অপর এক ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলল যা অপছন্দনীয়। তা শুনে তিনি বললেন, 'আরে ভাই! তুমি তো বড় লম্বা গীবত করলে। এতে তুমি তিনটি ক্ষতি করলে; আমার ঐ ভায়ের প্রতি আমার মনকে বিদ্বেষপূর্ণ করলে, এর কারণে তুমি আমার হৃদয়কে বিক্ষিপ্ত করলে এবং তোমার আমানতদার ব্যক্তিত্বকে

কলঙ্কিত করলে।' *(কিতাবুল কাবায়ের, যাহাবী)*

রাজা সুলাইমান বিন আব্দুল মালেক এক ব্যক্তিকে বললেন, আমি শুনলাম যে, তুমি আমার দুর্নাম গেয়ে এই এই বলেছ। লোকটি বলল, কিন্তু আমি তো এরূপ বলিনি। সুলাইমান বললেন, কিন্তু যে আমাকে বলেছে সে কিন্তু সত্যবাদী। লোকটি বলল, চুগলখোর সত্যবাদী হয় না কখনো। সুলাইমান বললেন, ঠিক বলেছ, নিশ্চিন্তে যেতে পার এবার। *(মুখতাসারু মিনহাজিল কাসেদীন, ইবনে কুদামাহ ১৮১ পৃঃ)*

সংসারে বহু কথাই একে অন্যের নিকট বলে থাকে। কিন্তু কতক কুটিল মানুষ আছে যারা কথা এক সুরে শুনে যার কথা তার নিকট ভিন্ন সুরে বাজিয়ে থাকে। শোনা সুরে তেমন কিছু আকর্ষণ না থাকলে তার বাজানো সুরে নাগিন এসে উপস্থিত হয়। এই ধরনের লোকেরা কথার সাপুড়ে।

কোন আদর্শবান মুসলিমের নিকট কেউ যদি কারো চুগলী করে বা তার কেউ গীবত অথবা সমালোচনা করেছে শোনে, তাহলে তার উচিত ঃ-

(১) নিজের মধ্যে সেই ত্রুটি থাকলে সত্বর সংশোধন করে নেওয়া।

(২) চুগলখোর যা বলেছে তা বিশ্বাস না করা এবং এতে তাকে সত্যবাদী না জানা। যেহেতু কোন বিষয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ কুরআন তাকে ফাসেক বলে অভিহিত করেছে।

(৩) তাকে চুগলী করা হতে বাধা দেওয়া। যেহেতু অসৎ কর্মে বাধা প্রদান ওয়াজেব। এবং যথাসম্ভব তাকে উপদেশ দেওয়া ও ঐ কাজে তাকে লজ্জিত করা।

(৪) আল্লাহর ওয়াস্তে তাকে ঘৃণা জানা। যেহেতু সে পাপী এবং আল্লাহর নিকট ঘৃণ্য। আর আল্লাহ যাকে ঘৃণা বাসে মুসলিমও তাকে ঘৃণা বাসে।

(৫) যার চুগলী করেছে তার সম্পর্কে কুধারণা না রাখা। যেহেতু কোন মুসলিমের প্রতি কুধারণা রাখা অবৈধ।

(৬) তা শুনে সমালোচকের প্রতিবাদ না করতে যাওয়া। কেননা, সমালোচনা গঠনমূলকও হতে পারে, অথবা ঐ চুগলখোর ভুল শুনতে বা বুঝতে পারে, কিংবা অতিরঞ্জন করে বা মিথ্যাও বলতে পারে।

(৭) যার চুগলী করেছে সত্যাসত্য বিচার করার উদ্দেশ্যে তার পশ্চাতে জাসুসী না

করা। যেহেতু আল্লাহ পাক জাসুসী (কারো গোপনীয় বিষয় সন্ধান) করতে নিষেধ করেছেন। *(সূরা হুজরাত ১২)*

(৮) সমালোচকের জন্য কোন ওজর ও অজুহাত আছে ধরে নিয়ে তার প্রতি ক্ষুব্ধ না হওয়া। বিশেষ করে সমালোচনা তার পাপ ও ফাসেকীর উপর হলে রাগ-গোসা না করে লজ্জায় মাথা নত করা উচিত।

(৯) যেমন সে নিজে আদর্শবান, চুগলী পছন্দ করে না, তেমনি তার উচিত, যাতে সে নিজে তাতেই আপতিত না হয়ে যায়। সুতরাং ঐ চুগলখোর সম্পর্কে অন্য কারো নিকট বলবে না যে, ও চুগলী করে বেড়ায় - ইত্যাদি। যাতে সে নিজে ওর মত না হয়ে যায়। *(আযকার, নওবী)*

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি উমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট কারো চুগলী করলে তিনি তাকে বললেন, 'এই শোনো! যদি তুমি চাও, তাহলে এই সংবাদ আমরা বিচার করে দেখব। তাতে যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে তুমি তার শামিল যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে তবে তা পরীক্ষা করে দেখ।" আর যদি তুমি এতে মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তুমি তার শামিল যার সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরকে লাগিয়ে দেয়।" আর যদি তুমি চাও তাহলে তোমাকে ক্ষমা করে দেব। তখন ঐ লোকটি বলল, 'বরং ক্ষমা করুন হে আমীরুল মু'মেনীন! এমনটি আর কখনো করব না।'

প্রকাশ যে, কারো কোন অন্যায় কথার নালিশ আমীর বা বিচারককে করলে তা চুগলীর মধ্যে শামিল নয়। এমন বহু কথা সাহাবাগণ (মুনাফেকদের নিকট থেকে শুনে) রসূল ﷺ-এর কানে পৌঁছিয়ে নালিশ করেছেন।

(৪০) গীবত করা

কারো নিকট কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করাকে, তার কুৎসা গাওয়াকে অথবা তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাকে গীবত বলে। এই পরচর্চা মানুষের জিহ্বায় সৃষ্ট এক বিপজ্জনক আপদ ও সর্বনাশ। এ দোষকীর্তন হতে খুব কম মানুষই বাঁচতে

পারে। এমনকি 'নেক বান্দারা'ও এতে আপতিত হয়ে থাকেন। সমাজে যেসব মহাপাপের প্রচলন বেশী তার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলন আছে এই গীবত মহাপাপের।

সভ্য মানব সমাজে এই পাপ বিদ্বেষ ও ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাই মুসলিমদের উপর তা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। কারো গীবত করাকে মৃত ভায়ের মাংস খাওয়ার সহিত তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তোমরা পরস্পরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ তার মৃত ভায়ের মাংস খাওয়া পছন্দ করে কি? তোমরা তা তো ঘৃণা কর।" *(সূরা হুজরাত ১২ আয়াত)*

সুতরাং যে অপরের নিকট কারো নিন্দা চর্চা করে প্রকৃতপক্ষে সে তার মৃতদেহে কামড় দেয় ও তার মৃত মাংস ভক্ষণ করে; অথচ সে এই কামড়ের কোন ব্যথাই অনুভব করে না।

মায়েয নামক এক ব্যক্তি ব্যভিচার করে ফেললে নিজেকে পবিত্র করার জন্য নবী ﷺ-এর নিকট এসে আত্মসমর্পণ করল এবং তা স্বীকার করে তার উপর হদ্দ কায়েম করতে আবেদন জানাল। তার স্বীকার অনুসারে যথার্থ দন্ডবিধি তার উপর কার্যকর করা হল এবং প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে মেরে ফেলা হল। ফেরার পথে দুই ব্যক্তি আপোসে বলাবলি করতে লাগল, 'কেমন লোক দেখ, আল্লাহ ওকে (পাপসহ) গোপন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু ও নিজে তা প্রকাশ ও স্বীকার করে মরতে চাইল। শেষে কুকুর মারার মত ওকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হল!'

উক্ত কথোপকথনটি নবী ﷺ-এর কর্ণ-গোচর হল। তিনি কিছু পথ অগ্রসর হলে একটি মৃত গর্দভ দেখতে পেলেন। অতঃপর বললেন, "কোথায় অমুক আর অমুক! তোমরা নামো এবং এই মৃত গাধার মাংস ভক্ষণ কর।" তারা উভয়ে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন হে আল্লাহর রসূল! এ কি খাওয়া হয়?' তিনি বললেন, "এক্ষণি তোমাদের ভাই সম্পর্কে তোমরা যা বলাবলি করছিলে তা তো এ খাওয়া হতেও নিকৃষ্টতর। যাঁর হাতে আমার জীবন আছে তাঁর শপথ! সে এখন জান্নাতের নহরে অবগাহন করছে।" *(আবু য়্যা'লা ও ইবনে হিব্বান)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন আমি মি'রাজে গেলাম তখন এক সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা তামার নখ দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল এবং বক্ষ বিক্ষত করছে। আমি

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরাঈল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা তারা, যারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে এবং তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়ায়।' *(সহীহুল জামে)*

গীবত করা মুনাফেকের গুণ। যেহেতু রসূল ﷺ বলেন, "হে সেই মানুষের দল যারা মুখে ঈমান এনেছ এবং যাদের ঈমান এখনো হৃদয়ে স্থান পায়নি, তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তাদের ছিদ্রান্বেষণ করে আল্লাহ তার ছিদ্রান্বেষণ করেন এবং আল্লাহ যার ছিদ্রান্বেষণ করেন তাকে তার গৃহমধ্যে লাঞ্ছিত করেন।" *(আবু দাউদ, আহমদ সহীহুল জামে ৩৫৪৯)*

জনৈক জ্ঞানী এই গীবত ও পরচর্চা সম্পর্কে বলেন যে, 'তা ফাসেকদের আতিথ্য, মহিলাদের বিলাস-সামগ্রী এবং মনুষ্য-কুকুরের খাদ্য।'

গীবত করা এক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা যাতে গীবতকারী স্বকৃত পুণ্য নোকসান করে ফেলে। পক্ষান্তরে যার সে গীবত করে তার এতে লাভ হয়। ঐ গীবতকারীর নেকী প্রতিশোধকমূলকভাবে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। বর্ণনা করা হয় যে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের আমলনামা বিতরণ করা হবে তখন অনেকে বলবে, 'হে প্রভু! পৃথিবীতে আমি অমুক অমুক নেকীর কাজ করেছিলাম, সে গুলো কৈ? আমি তো নেকীর খাতায় দেখছি না?' বলা হবে, 'তুমি লোকের গীবত করেছ, তার কারণে তা মুছে দেওয়া হয়েছে।' *(আসবাহানী)*

ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, 'হে মিথ্যায়নকারী! ইহলৌকিক সম্পদে তুমি তোমার বন্ধুদের প্রতি কার্পণ্য কর এবং পারলৌকিক সম্পদে তুমি তোমার শত্রুদের (গীবত করে নেকী দ্বারা তাদের) প্রতি বদান্যতা কর! কিন্তু তুমি যাতে কার্পণ্য কর তাতে তোমার কোন ওজর নেই এবং যাতে বদান্যতা কর তাতে তুমি প্রশংসিতও নও।'

হাসান বাসরী (রঃ) এর নিকট খবর পৌঁছল যে, এক ব্যক্তি তাঁর গীবত করেছে। শোনা মাত্র তিনি ঐ ব্যক্তির জন্য এক পাত্র সদ্য-পক্ক খেজুর দিয়ে পাঠালেন এবং বলে পাঠালেন যে, 'শুনলাম, তুমি আমাকে তোমার নেকী উপহার দিয়েছ। তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে, এই উপহারের বিনিময়ে তোমাকেও কিছু উপহার দিই। ক্ষমা করবে; যেহেতু আমি তোমাকে যথার্থ প্রত্যুপহার দিতে সক্ষম নই।' *(আল বায়ান ফী আ-ফা-তিল লিসান৪০-৪১পৃঃ)*

এক ব্যক্তি তাঁকে (হাসান বাসরীকে) বলল, 'আপনি আমার গীবত করেন।' তিনি

বললেন, "আমার নিকট তোমার এত মর্যাদা নেই যে আমার জন্য নিজ পুণ্য তোমাকে দান করব।'

ইবনুল মুবারক (রঃ) বলেন, 'যদি আমি কারো গীবত করতাম, তাহলে নিজ আব্বা-আম্মার করতাম; কারণ আমার পুণ্যের অধিকারী তাঁরাই অধিক। *(আযকার, নওবী ৩০৩ পৃঃ)*

কোন ব্যক্তির দেহ, দ্বীন, পার্থিব কোন বিষয়, আত্মিক কোন বিষয়, আকৃতি ও প্রকৃতি, বংশ, চরিত্র, সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, ভৃত্য, পরিচ্ছদ, চালচলন, ভাব-ভঙ্গিমা, প্রভৃতির কোন দোষ ও কুৎসা তার পশ্চাতে অন্যের নিকট মুখে বর্ণনা করা অথবা ইশারা ও ইঙ্গিতে বুঝানো গীবতের পর্যায়ভুক্ত। যদিও সেই দোষ তার মধ্যে থাকে; তা বর্ণনা করা হারাম। যেহেতু সে তা অপছন্দ করে। আর ঐ দোষ তার মধ্যে থাকলে তবেই অপরের নিকট বলা গীবত করা হয়। নচেৎ ঐ দোষ না থাকলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় তার উপর। *(মুসলিম)*

মানুষের দৈহিক গীবত করা; যেমন কারো নিকট তাচ্ছিল্যভরে বলা, 'কানা, লম্বু, বাঁটুল, গেঁড়ী, কেলে, মাঝি' ইত্যাদি।

তার বংশ ধরে গীবত যেমন, ঘৃণাভরে বলা, 'অজাত, ছোটলোক, পাঠান, বিহারী, পছিয়া' ইত্যাদি। পেশাধরে গীবত, যেমন তুচ্ছভরে বলা 'জুলা, কসাই, পাইকের' প্রভৃতি। চরিত্রে গীবত যেমন, 'বখীল, অহংকারী, কাপুরুষ, আঁচলধরা, রাগী' ইত্যাদি বলা। দ্বীন ধরে গীবত যেমন, 'চোর, মিথ্যুক, বেনামাযী, রিয়াকার, দেড়েল' প্রভৃতি বলা। পার্থিব বিষয়ে গীবত যেমন, 'গোপে, বখাটে, গোড়ে, ভুঁড়ি-মোটা' প্রভৃতি বলা। পরিচ্ছদে গীবত যেমন, 'লুঙ্গি ওয়ালা, ঢিলা পায়জামা ওয়ালা, আলখেল্লা ওয়ালা, অপরিচ্ছন্ন, অসভ্য' প্রভৃতি।

গীবত করা জিহ্বাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা ইশারা ও ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গিতে, অভিনয় করে, ভেংচিয়ে, খোঁটা মেরে অথবা লিখেও করা হয়। এসবে বিরুদ্ধপক্ষের অপমান এবং তাকে হেয় ও তুচ্ছ করা উদ্দেশ্য হলে তা গীবতের অর্থের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম ও কাবীরাহ গোনাহর শ্রেণীভুক্ত।

গীবত করার কারণ

(১) কারো প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা অথবা রাগ থাকলে অন্তর শীতল করার জন্য তার গীবত করা হয়। যাতে এক অবৈধ কর্ম অপর এক অবৈধ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে এবং পাপের মাত্রা বেশী হয়।

(২) বন্ধুমহল এবং সমবয়স্কদের আসর গরম করার উদ্দেশ্যেও গীবতের সাহায্য নেওয়া হয়। সে আসরে কত নারী-পুরুষকে তাদের মুখে নোংরা কর্ম করতে শোনা যায়।

(৩) অপরের অপমানসূচক কথা বলে নিজের মান উচ্চতর করার উদ্দেশ্যেও গীবত করা হয়। যখন বলা হয়, 'অমুক তো আলেম নয়, অমুক তো জাহেল, অমুকের তো আমল নেই, অমুক তো এই করে' ইত্যাদি। তার অর্থ এই যে, সে তার বিপরীত।

(৪) মজাক-ঠাট্টা ও উপহাস করতে গিয়ে কারো গীবত করা হয়। এক জনের মনকে খোশ করতে গিয়ে অপরের দোষকীর্তন করে আত্মার তৃপ্তি আনা হয়।

(৫) কারো প্রতি হিংসা ও ঈর্ষা করেও গীবত করা হয়। অথচ মু'মিনের হৃদয়ে ঈমান ও হিংসা একত্রে জমা হতে পারে না। *(সহীহুল জামে' ৭৪৯৬)*

(৬) কোন যৌথকর্মে নিজের দোষক্ষালন করতে গিয়ে সঙ্গীর গীবত করা হয়। অথচ এ ক্ষেত্রে কেবল নিজের কথাই বলা উচিত।

(৭) অধিক অবকাশ ও কর্মহীনতার দরুন গীবতের মজলিস সরগরম হয়ে উঠে। তাই তো পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অধিক এই পাপের শিকার হয়ে থাকে।

(৮) যার গীবত করা হয় তার নৈকট্য এবং মনোরঞ্জন অর্জনের উদ্দেশ্যেও গীবত করা হয়। যাতে সে নিজে তার নিকট অধিকতর উচ্চ মান লাভ করে।

(৯) পাপাচারীদের উপর বিস্ময় প্রকাশ করতে গিয়ে গীবতে পড়া হয়। অথবা কারো প্রতি দয়া প্রকাশ করতে গিয়েও তার গীবত করা হয়। *(হাসায়েদুল আলসুন)*

গীবতে অংশ গ্রহণ

যার নিকট গীবত করা হয় তার কখনোই উচিত নয় যে, সেও গীবতকারীর কথায়

সায় দিয়ে তার কথার সমর্থন করে, তাতে সম্মত হয়ে তাকে উৎসাহিত করে, তার কথার সত্যায়ন করে অথবা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে ঐ গীবতে অংশ গ্রহণ করে। বরং তার উচিত, এসব না করে তার ঐ মুসলিম ভায়ের পক্ষ হতে প্রতিবাদ করা এবং দোষের অজুহাত পেশ করা; যার গীবত তার নিকট করা হচ্ছে। নচেৎ সেও গীবতকারীর পাপে সমান ভাগী হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে, "যে ব্যক্তি তার ভায়ের সম্ভ্রমের সপক্ষে অপরের প্রতিবাদ ও খণ্ডন করে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার উপর থেকে জাহান্নামকে ফিরিয়ে দেবেন।"

আর "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মাংসকে গীবতের খাওয়া হতে রক্ষা করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।" *(সহীহুল জামে' ৬১১৬)*

আবার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা না থাকলে সে কথা অন্তর দ্বারা ঘৃণা করবে এবং কর্ণপাত না করে মজলিস ত্যাগ করে প্রস্থান করবে। *(আ-ফাতুল লিসান)*

বৈধ গীবত

গীবত হারাম হলেও কিছু লোকের এবং কিছু কারণে গীবত করা বৈধ। যেমন ঃ-

(১) কারো নিকটে অত্যাচারিত হলে শাসকের নিকট নালিশ করা।

(২) কারো অশ্লীল কাজে বাধা দিতে এবং কারো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে কারো সহায়তা নিতে তার নিকট ঐ ব্যক্তির গীবত করা।

(৩) মুফতী ও আলেমের নিকট জুলুম ও অন্যায় সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ফতোয়া নিতে গিয়ে অন্যায়কারীর গীবত করা।

(৪) কোন ব্যক্তির অনিষ্ট ও মন্দ হতে কোন মুসলিমকে সতর্ক ও সাবধান করতে গীবত করা। যেমন বিদআতী ও অশুদ্ধ হাদীস বর্ণনাকারী, সাক্ষী, লেখক, বক্তা প্রভৃতির ব্যাপারে মানুষকে সাবধান করা, কেউ কারো বিষয়ে তার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক জোড়ার জন্য অথবা তার প্রতিবেশ গ্রহণ করার জন্য অথবা কোন ব্যবসায় অংশগ্রহণ করার জন্য পরামর্শ চাইলে ঐ ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা খুলে বলা। ছেঁচড় সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা; যেহেতু ধনবানের (ঋণ পরিশোধ বা অধিকার প্রদানে) টালবাহানা করা তার সম্ভ্রম ও শাস্তি বৈধ করে। *(মিশকাত ২৯১৯ নং)*

কেউ কিছু ক্রয়কালে ধোকায় পড়ে মন্দ বা ত্রুটিপূর্ণ জিনিস ক্রয় করতে লাগলে

ক্রেতাকে সাবধান করা। কোন তালেবে-ইলমকে ফাসেক অথবা বিদআতীর নিকট ইলম অনুসন্ধান করতে দেখলে তাদের অবস্থা বলে ঐ তালেবকে সাবধান করা।

(৫) প্রকাশ্যে বিদআত ও পাপে লিপ্ত হয় এমন ব্যক্তির গীবত করে কেবল ঐ প্রকাশ্য বিদআত ও পাপ বিষয়ে মানুষকে সাবধান করা।

(৬) মন্দ নামে কেউ সুপরিচিত হলে তার অপমান উদ্দেশ্য না করে সহজে পরিচয়ের জন্য কারো নিকট তার ঐ নাম উল্লেখ করা। যেমন খাঁদা, কালো, গেঁড়া ইত্যাদি। *(আযকার, শরহে মুসলিম, নওবী)*

কিন্তু ঐসব বৈধ গীবতের ক্ষেত্রে কতক বিষয়ে খেয়াল রাখা অবশ্যই উচিত ঃ-

(ক) নিয়ত যেন মন্দ না হয়, আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থেই যেন বিশুদ্ধভাবে ঐ গীবত হয়।

(খ) উক্ত সকল ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিবিশেষের গীবত করা হয় তার নাম যথাসম্ভব যেন উল্লেখ না করা হয়।

(গ) যে ত্রুটি বর্ণনা করা যথেষ্ট, কেবল সেটাই বলে শেষ করা এবং তাতে যেন অতিরঞ্জন না করা হয়।

(ঘ) এই ধরনের গীবত করার উপর লাভের চেয়ে নোকসান যাতে অধিক না হয়ে যায়, সে সম্পর্কে পূর্বে বিচার-বিবেচনা করে দেখা।

লোকে যাকে গীবত ভাবে না অথচ তা গীবত

এমন অনেক প্রকার কথা সমাজে প্রচলিত যা বহু মানুষ ব্যবহার করে থাকে এবং তা যে গীবত তা তারা বুঝতে পারে না অথবা কিছু মনে করে না। যেমন;

(১) কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গে কথা শুনতে শুনতে বা বলতে বলতে বলা, 'আল্লাহ নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দেয়; অথবা, 'গুমরাহী থেকে পানাহ চাই।' ইত্যাদি।

(২) 'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু আলেম এই করে' বলা। যদি সম্বোধিত ব্যক্তি 'কিছু' বলতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝে যায় তাহলে তা গীবত।

(৩) 'অমুক পন্ডিত বলছে, আমাদের বড় মৌলবী বলে, অমুক আল্লামার ফতোয়া

বটে! অমুক সাহেব, অমুক আমীর' ইত্যাদি টিস মেরে বলা। 'পর্দাবিবি, হাজীবিবি' প্রভৃতি বলে তাচ্ছিল্য করে হিট মারা।

(৪) সাধারণ পাপীর সাধারণ সমালোচনা করা।

(৫) 'অমুক বাঙ্গাল, বিহারী, পছিয়া, গেঁয়ো' প্রভৃতি ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। এ সব কিছু গীবতের পর্যায়ভুক্ত। সবগুলি এক একটি জিবে জাত সর্বনাশ।

(৪১) কানাকানি

কোন স্থানে তিনজন একত্রে থাকলে একজনকে ছেড়ে দুজনে কানাকানি করা বা প্রথম ব্যক্তিকে গোপন করে কোন কথা বলাবলি করা এক জিভের আপদ। যেহেতু এতে প্রথম ব্যক্তির মন খারাপ হয়। ব্যাপারটা তার নিকট সন্দিগ্ধ হয়, সে ভাবে হয়তো তারা তার বিরুদ্ধে কিছু বলাবলি করছে। তাই নবী ﷺ এই ধরনের কানাকানি করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

তদনুরূপ দুজন একভাষী এবং অপর আর একজন অন্যভাষী হলে এবং ঐ দুজন এর ভাষা জানলে যে ভাষা সকলেই বুঝে তাতেই কথা বলা উচিত। নচেৎ এই একজনকে ছেড়ে ওদের দুজনের নিজভাষায় কথা বলাও ঐ নিষিদ্ধ পর্যায়ে পড়ে। আবার ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে বললে বা ওর নিন্দা করলে ওর সম্মুখে হলেও তা গীবত হবে।

(৪২) দু'মুখে কথা বলা

দু'মুখো সাপের মত দু'মুখো মানুষও আছে যারা দুই মুখেই দংশন করে। পরস্পর

বিদ্বেষী দুই পক্ষের নিকটই নিজের মান ও সম্মান রাখতে চায়। উভয় পক্ষের মন রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের নিকট তার সপক্ষে এবং অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কথা বলে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে বিদ্বেষ আরো বৃদ্ধি পায়। যেহেতু প্রত্যেকের নিকটে তার মনের গুপ্ত উদ্দেশ্যের বিপরীত কথা বলে; তাই সে এক প্রকার মুনাফেক। অনেক সময় এ ধরনের লোকেরা পেট (গুপ্ত কথা) নিয়ে বিপক্ষের নিকট পৌঁছে থাকে; তাই সে এক প্রকার চুগলখোরও।

'দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা ঘনিয়ে বসে পাশে
কথা দিয়া কথা লয় প্রাণ বধে শেষে।'

বরং এ ধরনের লোকেরা নিকৃষ্টতম লোক। তাই রসূল ﷺ বলেন, "দু'মুখো লোক নিকৃষ্টতম মানুষদের অন্যতম। যে এর নিকট এক মুখে আসে এবং ওর নিকট আর এক মুখে আসে।" *(সহীহুল জামে' ৫৭৯৩)*

"যে ব্যক্তির ইহলোকে দু'মুখ হবে কিয়ামতে তার আগুনের দুটি জিহ্বা হবে।" *(ঐ ৬৩৭২)*

"মুনাফেকের উদাহরণ যেমন দুই ছাগপালের মাঝে যাতায়াতকারী বিপথগামী ছাগ। যা এ পালে একবার আসে আবার ও পালে একবার যায়। স্থির করতে পারে না যে সে কোন পালের অনুসরণ করবে।"

এই কপটতা সমাজে এক ফ্যাশন আকারে স্থান লাভ করেছে। অর্থ ও স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে প্রায় স্থানে প্রায় লোকের নিকট হতে এই কপটতার অভিব্যক্ত ঘটে। হক ও ন্যায় প্রকাশ্যে বলা, বাস্তব ও প্রকৃত খুলে পেশ করা কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই প্রায় মানুষ প্রয়োজনে স্পষ্ট বলতে, অপরকে উপদেশ দিতে এবং কারো প্রতিবাদ করতে ভয় ও সংকোচ বোধ করে থাকে। এরা মানুষকে ভয় করে; অথচ মানুষের প্রতিপালক ও প্রভুকে ভয় করে না! মানুষের নিকট নিজের পজিশন যাবার ভয় করে; অথচ মহান আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা যাবার ভয় করে না! আল্লাহ পাক ঐ ধরনের মানুষদের প্রকৃতি ও আচরণ বর্ণনা করে বলেন, "এরা মানুষকে লজ্জা করে কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না; অথচ তিনি তাদের সাথে থাকেন, যেহেতু তিনি যা পছন্দ করেন না এমন কথার তারা রাত্রিতে পরামর্শ করে এবং তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত।" *(সূরা নিসা ১০৮)*

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-কে বলা হল, 'আমরা আমাদের বাদশাহ ও শাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে এমন কথা বলি, যা তাদের নিকট বের হয়ে এসে যা বলি তার বিপরীত?' তিনি বললেন, "রসূল ﷺ-এর যুগে এ ধরনের কর্মকে আমরা মুনাফেকী গণ্য করতাম।" *(বুখারী)*

'গোদা বাড়ি, ছাঁদন দড়ি এখন তুমি কার? যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার!' এইতো দু'মুখোদের অবস্থা; কখনো এরা 'চোরকে বলে চুরি করতে আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।'

(৪৩) কান ভাঙ্গানো

সমাজে কিছু মানুষ (মহিলা) আছে যারা কোট্নামি করে বেড়ায়। গুপ্ত প্রণয়ের নায়ক-নায়িকার মিলন সংসাধন করে এবং কান ভাঙ্গানি বা প্ররোচনা দিয়ে বিবাদ বাঁধায়। কারো ভৃত্যকে অথবা বধুকে প্ররোচনা ও প্রলোভন দ্বারা তার প্রভু অথবা স্বামীর উপর বীতশ্রদ্ধ করে তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। কারো ছেলেকে বাপের উপর অথবা ভাইকে ভায়ের উপর লেলিয়ে দেয় এবং কুটিল চক্রান্ত দ্বারা এদের মাঝে কলহ বাধিয়ে তুলে এরা মন্দ কাজে সহায়তা করে থাকে; অথচ আল্লাহ বলেন, "পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না।" *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে প্ররোচিত করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আবু দাউদ, নাসাঈ)*

এমন লোকদের জিহ্বা-ইন্ধনে কত গৃহ যে জ্বলে ছারখার হয়, তা বলাই বাহুল্য।

(৪৪) ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা

মানুষকে বিদ্রূপ হানা এক জিভে জাত আপদ। কোন মুসলিমের চরিত্র বা আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ে শ্লেষমিশ্রিত উপহাস করলে তা কাবীরা গোনাহ। এ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা, "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন কোন অন্য পুরুষকে

উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোন নারীও যেন অপর নারীকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে।" *(সূরা হুজরাত ১১)*

কিন্তু মুসলিমের দ্বীন নিয়ে, তার দ্বীনদারী ও দ্বীনী আকৃতি এবং পরিচ্ছদ নিয়ে উপহাস করা বৃহত্তর সর্বনাশ। যে বিষয় নিয়ে বিদ্রূপ করা হয় তা দ্বীন জেনে এবং তা দ্বীনের এক আমল, ইবাদত বা প্রতীক জেনেও ব্যঙ্গ করা কুফ্র। এ ধরনের বিদ্রূপকারী ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যায়।

এক ব্যক্তি তবুকের যুদ্ধ-সফরে এক বৈঠকে রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের সমালোচনা করে বলল, 'আমাদের ঐ ক্বারীদের মত, অধিক পেটুক, মিথ্যুক এবং কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি।' এ কথা শুনে ঐ বৈঠকের এক ব্যক্তি বলল, 'তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি মুনাফেক। আমি এ বিষয়ে রসূল ﷺ-কে অবশ্যই খবর দেব।' মুনাফেকরা আরো ভয় করল যে, হয়তো বা কুরআন অবতীর্ণ হয়ে তাদের এ বিষয়ের বাস্তবতা প্রকাশ হয়ে যাবে। রসূল ﷺ-এর নিকট খবর পৌঁছলে তারা তাঁর কাছে ওযর ও অজুহাত পেশ করতে লাগল, বলল, 'আমরা এমনিই মজাক ছলে বলাবলি করছিলাম।' কিন্তু কুরআন তার স্পষ্টতা বর্ণনা করে ঘোষণা করল, "মুনাফেকরা ভয় করে যাতে এমন এক সূরা অবতীর্ণ না হয়; যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে। বল, 'বিদ্রূপ করতে থাক, তোমরা যা ভয় কর আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন।' আর তুমি ওদের প্রশ্ন করলে ওরা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর নিদর্শন ও রসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে?' দোষ স্খালনের চেষ্টা করো না, তোমরা ঈমান আনার পর কাফের হয়ে গেছ। তোমাদের মধ্যে কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্য দলকে শাস্তি দেব; কারণ তারা অপরাধী।" *(সূরা তাওবাহ ৬৪-৬৬)*

বর্তমান সমাজেও ব্যঙ্গকারীর অভাব নেই। বিজাতির পক্ষ হতে বিদ্রূপাত্মক কথা তো স্বভাবতই শ্রুত; কিন্তু মুসলিম সমাজেও এমন অনেক নামধারী মুসলিম আছে, যারা দ্বীন ও দ্বীনের বহু বিষয় নিয়ে প্রহসন হেনে থাকে। কেউ তো লেখার মাধ্যমে, কেউ তো ভ্রূকুটি হেনে, কেউ বা এলকিয়ে ঠোঁট লম্বা করে অথবা জিভ বের করে দ্বীনের বড় বড় প্রতীক ও ওলামার প্রতি বিদ্রূপ করে থাকে। 'বি-বি-সি'-ওয়ালাদের

মত কত 'এ-বি-সি'-ওয়ালারাও ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে 'মোল্লা, মোল্লাজী, প্রাচীন-পন্থী, মৌলবাদী, গোঁড়া, ধর্মান্ধ, দেড়েল, টুপিধারী' ইত্যাদি বলতে দ্বিধা করে না। পার্থিব জীবনের ক্ষণসুখ-সমৃদ্ধির বাহ্যিক জ্ঞান নিয়ে ইহ-পরকালের চিরসুখের জ্ঞানীদের সম্পর্কে ওরা বলে 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত!' 'এদের বিদ্যা ফকীরী বা ভিখিরী বিদ্যা।' শ্রদ্ধাপূর্ণ পোশাক বোরকার জন্য বলে, 'ভুতের লেবাস!' বেপর্দা পরিবেশে কেউ পর্দা করলে আত্মীয়রাও ইঙ্গিতে, ইশারায় ও হাসিতে ব্যঙ্গ করে থাকে!

এ সব উপহাস শুনে মুমিনের হৃদয় দগ্ধীভূত হয়। তাই মুমিনদের জন্য রয়েছে আল্লাহর আশ্বাসবাণী; তিনি বলেন, "দুষ্কৃতিকারীরা মুমিনদের নিয়ে উপহাস করত এবং যখন তাদের নিকট পার হয়ে যেত, তখন বক্রদৃষ্টিতে ইশারা করত। ওরা যখন ওদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত, তখন উৎফুল্ল হয়ে ফিরত এবং যখন ওদেরকে দেখত তখন বলত, 'অবশ্যই ওরা পথভ্রষ্ট।' ওদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। আজ মুমিনগণ কাফেরদের নিয়ে উপহাস করছে; সুসজ্জিত আসন হতে ওদেরকে অবলোকন করে। কাফেরদল ওদের কৃতকর্মের প্রতিফল পেল তো?" *(সূরা তাত্বফীফ ২৯-৩৬ আয়াত)*

কাফেরদেরকে পরকালে আল্লাহ তাআলা বলবেন, "তোরা হীন অবস্থায় এখানেই (জাহান্নামে) থাক এবং আমাকে কোন কথা বলিস্ না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, তুমি তো শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' কিন্তু তাদের নিয়ে তোরা হাসি-ঠাট্টা করতে এত বিভোর ছিলিস্ যে, তা তোদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল। তোরা তাদের নিয়ে হাসতিস্। আমি আজ তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে এমন ভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।" *(সূরা মুমিনুন ১০৮-১১১)*

(৪৫) মন্দ খেতাবে ডাকা

ঘৃণাভরে কাউকে মন্দ নামে ডাকা, তাচ্ছিল্যের সহিত কারো নামের মন্দ খেতাব বের করা ইত্যাদি জিহ্বার এক ঘৃণিত আপদ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, "এবং তোমরা এক অপরকে মন্দ নামে ডেকো না; ঈমানের পর ফাসেকী নামে

ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে নিবৃত্ত না হয় তারাই সীমালংঘনকারী।” *(সূরা হুজরাত ১১)*

মুসলিমকে ‘এ কাফের, ইয়াহুদী, চোর’ ইত্যাদি বলা, সুন্নাহর অনুসারীকে ‘ওয়াহাবী’ বা ‘সূফী’ বলা, তালেব ইলমকে ‘তালবিলুই’ বলা, কারো নাম বিকৃত করা, কারো নামের উপর মন্দ উপাধি দেওয়া ইত্যাদি ইসলামে নিষিদ্ধ ও হারাম। যেহেতু এতে আখ্যাত ব্যক্তি মানসিক ক্লেশ ও যন্ত্রণা পেয়ে থাকে এবং পরিবেশে পারস্পরিক দ্বেষ ও ঘৃণা বিস্তার লাভ করে।

(৪৬) কথা কাটা

কেউ কথা বললে, তার কথা শোনার পরই উত্তর দেওয়া বা অন্য কিছু বলা উচিত। এমন কি স্বমতের বিরুদ্ধে হলেও কারো কথা কাটা নিষ্ঠাবক্তার নিদর্শন নয়। পক্ষান্তরে কোন বক্তার কথা কাটা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী এবং তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভও কিছু হয় না। প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, “লোকেরা কথা বললে, তুমি যদি তাদেরকে চুপ করতে বল, তাহলে তুমি নিজে বাজে কথা বল।” *(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ ২১৭০নং)*

‘কথায় রয়েছে শুরু, শেষ আছে তার
কথার ভিতরে কথা বলো নাকো আর।
সুসভ্য মানব যারা জ্ঞানী গুণীজন,
কথার মাঝারে কথা ক’ন না কখন।’

-শেখ সা’দী

(৪৭) গান গাওয়া

অসার ও অশ্লীল ছন্দ বাক্য, সুর সংগীত ও ললিত কণ্ঠধ্বনিতে যৌবন, রমা ও প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করে গান করা ও শোনা উভয়ই ইসলামে হারাম ও কাবীরা

গোনাহ। আবার বালার উপর বালা যদি তা নারী কণ্ঠে হয় এবং তার উপরেও বালা যদি তা বাঁশি ও বাজনা মিশ্রিত হয়। পাপের মাত্রা উপকরণ হিসাবে বৃদ্ধি পায়।

দুঃখের বিষয় যে, এই বালা মুসলিম গৃহেও বেশ সমাদর লাভ করেছে। কেউ বা 'রূহের খোরাক' (?) পাওয়ার ছলে ও কেউ বা জ্ঞান বাড়ানোর (?) অজুহাতে; বরং অধিকাংশই চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তা গেয়ে ও শুনে থাকে! কেউ বা আবার চ্যালেঞ্জ করে বলে থাকে, 'কোন্ কিতাবে আছে রে ভাই হারাম বাজনা-গান?!' অবশ্য একথা সেই অজ্ঞরাই বলে থাকে যারা কিতাবের 'ক'ও বুঝে না বা পড়ে না।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "মানুষের মধ্যে কিছু লোক অজ্ঞতায় লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্যে অসার বাক্য বেছে নেয় এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদেরই জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" *(সূরা লুকমান ৬)*

উক্ত আয়াতে 'অসার বাক্যে'র ব্যাখ্যায় সাহাবাগণ বলেন, 'গান।'

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক সম্প্রদায় হবে যারা ব্যভিচার, রেশমবস্ত্র, (পুরুষের জন্য) এবং বাদ্য যন্ত্রসমূহকে হালাল মনে করবে।" *(বুখারী)* অথচ প্রকৃতপক্ষে তা হারাম।

আর ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, 'গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।' *(ইগাসাতুল লাহফান, তালবীসু ইবলীস)*

সুতরাং এমন আপদ হতে আমরা আমাদের রসনা ও কর্ণকে হিফাযত করব কি? এবং এ বিষয়ে কেউ উপদেশ দিলে তা তুচ্ছজ্ঞান ও অবজ্ঞা না করে মেনে নেব কি? আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকে গান শোনা থেকে বিরত রেখে বাড়িতে ব্যভিচারের পথ বন্ধ করব কি? আল্লাহ সকলকে তওফীক দিন।

(৪৮) কবিতা ও গজল

(বাদ্যহীন) গজল, হাম্দ ও না'ত যদি সঠিক অর্থব্যঞ্জক হয়ে থাকে, তবে তা হারাম নয়। অবশ্য তাতে শির্ক, বিদআত ও কুসংস্কারমূলক কথা থাকলে অথবা নারী কণ্ঠে হলে তা গাওয়া ও শ্রবণ করা অবৈধ। (অবশ্য ছোট্ট বালিকারা মার্জিত

গজল বা গীত ঈদ, বিবাহ প্রভৃতি খুশীর সময় গাইতে পারে।) বিশেষ করে অধিকাংশ না'তে যে অতিরঞ্জন শির্ক ও বিদআতমূলক কথা থাকে তা শুদ্ধ আকীদাবান মুসলিম মাত্রই অতি অনায়াসে বুঝতে পারে। সুতরাং জিহবার শির্ক হতে বাঁচা তার কর্তব্য।

তদনুরূপ কাব্যকলাও ভালো-মন্দে মিশ্রিত এক প্রতিভা। 'কিছু কবিতায় জ্ঞান ও হিকমত আছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)* কাব্য বারূদ দ্বারা জিহ্বার কামানে জিহাদও করা যায়।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬৩১)*

কিন্তু এর মন্দাংশ অবশ্যই মন্দ। অসার বাক্য, কারো অপমান ও অপযশ বর্ণনামূলক ছন্দ, অমূলক কল্পনাপ্রসূত উক্তি, মদ্য, নারী, প্রেম-মিলন প্রভৃতির অশ্লীল ও অমার্জিত কথা মিশ্রিত কবিতা নিশ্চয়ই অবৈধ। অমূলক, কাল্পনিক ও অসার কবিতার কবিদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "বিভ্রান্তরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখ না যে, ওরা লক্ষ্যহীনভাবে সকল বিষয়ে কল্পনাবিহার করে থাকে এবং তারা যা বলে তা করে না?" *(সূরা শুআরা ২২৪-২২৬ আয়াত)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কাব্য-চিন্তায় একান্ততা অবলম্বন করে শয়তান তার সঙ্গী হয়।" *(সহীহুল জামে' ৫৫৮২)*

কবিতা দ্বারা উদর পূর্ণ করার চেয়ে পূঁজ দ্বারা উদর পূর্ণ করা অধিক উত্তম।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৪৯) গল্প ও উপকথা

বাজে গাল-গল্প কেচ্ছা, উপকথা ও রূপকথা প্রভৃতি কল্পনাপ্রসূত কথা বলা ও লিখাতে ইসলামের অনুমতি নেই। ইতিহাস ও সত্যকাহিনী এবং প্রমাণসিদ্ধ সত্য ও বাস্তব ঘটনা ছাড়া অন্য গল্প বা কথিকা দ্বারা মানুষকে আনন্দ দান করা অথবা দাওয়াত দেওয়া বৈধ নয়। বরং অনেক উলামার মতে দাওয়াতের কাজে গজল ও কেচ্ছা ব্যবহার বিদআত। *(আল হুজাজুল কাবিয়াহ)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি গপ্প করে; আমীর (নেতা) অথবা আদিষ্ট অথবা অহংকারী ব্যক্তি।" *(সহীহুল জামে, মিশকাত)*

আম্র বিন যুরারাহ বলেন, "একদা আমি কেচ্ছা বলছিলাম। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ আমার নিকট এসে বললেন, 'হে আম্র! নিশ্চয় তুমি ভ্রষ্টতাময় বিদআত রচনা করেছ অথবা তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবা অপেক্ষা অধিক সৎপথ প্রাপ্ত।' অতঃপর আমি লোকেদেরকে দেখলাম সকলেই আমার নিকট থেকে সরে পড়েছে এবং আমার ঐ স্থানে কেউ অবশিষ্ট নেই।" *(সহীহ তারগীব ও তরহীব ৫৯ নং)*

(৫০) অভিনয়

অভিনয়ের সবটাই মিথ্যা। এতে অপরের পিতাকে স্বপিতা, অপরের পুত্রকে স্বপুত্র, অপর পুরুষকে স্বামী, পরস্ত্রীকে স্বস্ত্রী প্রভৃতি বলা ও তাদের আপোসে সেইরূপ ব্যবহার করা হয়। কখনো বা নারী পুরুষ অথবা তার বিপরীত কৃত্রিম বেশ ধারণ করে। যার প্রত্যেকটাই ইসলাম পরিপন্থী। সাহাবা প্রভৃতির চরিত্রাভিনয় করে কাফেররা তা কলুষিত ও কলঙ্কিত করে। তাই অভিনয়কেই ইসলামী দাওয়াতের অসীলা করা বিদআত তো বটেই, তা ছাড়া এমনিই তা বৈধ নয়। *(আল-হুজাজুল কাবিয়্যাহ)* অনুরূপ বিবাহ আদিতে মেয়েদের কাপ, হাস্যকৌতুক প্রভৃতিও হারাম।

(৫১) হাস্য-কৌতুক

হাস্য-কৌতুকও এক কলা। যাতে বহু মানুষ এর শিল্পী হয়ে মানুষের মনজয় করে থাকে। অথচ প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির, যে মিথ্যা বলে লোকেদেরকে হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।" *(আবূদাঊদ ৪৯৮৯নং, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭০১৩)*

তিনি আরো বলেন, "শোনো! যে ব্যক্তি এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে

লোকেদেরকে হাসাতে চায়, সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ আকাশ হতে দূরবর্তী স্থানে নিপতিত হয়। শোনো! তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে নিজ সঙ্গীদেরকে হাসাতে চায় সম্ভবতঃ তার দরুন আল্লাহ ঐ মানুষের উপর ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে জাহান্নামে না দেওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না।” *(হাসাইদুল আলসুন ১৮ পৃঃ)*

সুতরাং জিভে জম্ম এই সর্বনাশ কোন সহজ পাপ নয়।

(৫২) মস্করা ও ঠাট্টা

মস্করা করা বৈধ যদি তাতে মিথ্যা ও অশ্লীল কথা না থাকে। রসূল ﷺ সত্য কথার মাধ্যমেই মস্করা করেছেন। যেমন, আবু উমাইর নামক এক শিশুর খেলনা পাখী (নুগাইর) মারা গেলে সে দুঃখিত হয়। তা দেখে তিনি তাকে খোশ করার জন্য মস্করা করে বললেন, 'এই যে উমাইর! কি করেছে নুগাইর?” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪৮৮৪নং)*

একদা এক ব্যক্তি তাঁর নিকট সওয়ারী উঁট চাইলে তিনি বললেন, “তোমাকে একটি উঁটনীর বাচ্চা দেব।” লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! বাচ্চা নিয়ে কি করব?' তিনি বললেন, “উঁটনী ছাড়া কি উঁট আর কেউ জন্ম দেয়?” (অর্থাৎ সব উঁটই তো তার মায়ের বাচ্চা।) *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত ৪৮৮৬নং)*

একদা এক বৃদ্ধা এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি দুআ করে দিন যাতে আল্লাহ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।' তিনি মস্করা করে বললেন, 'বৃদ্ধারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” তা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান করল। তিনি সাহাবাদেরকে বললেন, “ওকে বলে দাও যে, বৃদ্ধাবস্থায় ও জান্নাতে যাবে না।” (বরং সে যুবতী হয়ে যাবে।) *(শামায়েলুত তিরমিযী, রাযীন, গায়াতুল মারাম, মিশকাত ৪৮৮৮নং)*

সমাজে কিছু মানুষ আছে হাস্যের পাত্র। যাদের সহিত মজাক-ঠাট্টা করে অধিক হাসা হয়। কিন্তু হাদীসে তা নিষেধ করা হয়েছে। নবী ﷺ বলেন, 'অধিক হেসো না।

কারণ অধিক হাস্য অন্তরকে মৃত করে দেয়।” *(সহীহুল জামে ৭৩১২)*

বহু মানুষ আছে যারা রাগী অশ্লীলভাষী মানুষের সাথে মস্করা করে গালি শুনে হাসে ও তৃপ্তিলাভ করে। যা জিভে জাত এক বড় সর্বনাশ।

সমাজে ভিত্তিহীন বহু উপহাসের পাত্র আছে। বিজাতির অনুকরণে মুসলিমরাও দেওর-ভাবী, শালী-বুনুই, নন্দাই-শালাজ, প্রভৃতিকে এক অপরের উপহাসের পাত্র মনে করে এবং যাদের আপোসে দেখা-সাক্ষাৎ হারাম তাদের মাঝে অশ্লীল মস্করা ও ঠাট্টাকে সামাজিক ফ্যাশন বানিয়ে নিয়েছে। যাতে মেড়ারা মনে তো কিছুই করে না বরং উৎসাহিত করে। বুড়িরা স্বামী-স্ত্রীকে ঠাট্টা-উপহাস করতে দেখলে ‘ছিঃ ছিঃ’ করে কিন্তু ওদেরকে আপোসে (এবং নির্জনেও) উপহাস করতে দেখলে স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করে! তাতে কোন বাধা তো নে-ই; বরং উৎসাহ ও হাততালি আছে।

অনুরূপ দাদো-পুতিন, দাদী-পোতা এবং নানা-নাতনী ও নানী-নাতির আপোসে উপহাসও বিস্ময়কর! দাদো এক প্রকার পিতা। তার সহিত পৌত্রীর বিবাহ তেমনি হারাম; যেমন নিজ পিতার সহিত হারাম। কিন্তু মূর্খরা আপোসে ‘তোমাকে বিয়ে করব’ বলে উপহাস করে থাকে! পক্ষান্তরে বিয়ের ব্যাপার নিয়ে উপহাস করতে নেই। নবী ﷺ বলেন, “তিনটি বিষয়ের সত্যিও সত্যি এবং ঠাট্টাও সত্যি; বিবাহ, তালাক ও রজআত (স্ত্রীকে তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যানীতা করা)। *(সহীহুল জামে’৩০২৮)*

তিনি আরো বলেন, তিনটি বিষয়ে খেল-তামাশা বৈধ নয়; তালাক, বিবাহ, ও ক্রীতদাস স্বাধীন।” *(ঐ ৩০৪৩)*

(৫৩) মিথ্যা ঠাট্-বাট

বাহ্যিক লোক-লৌকিকতা ও কৃত্রিম শোভনতা কিছু মানুষের স্বভাব। অনেকের ‘বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুচোর কেত্তন!’ আবার অনেকে যা করেনি তা ভাবে-ভঙ্গিমাতে প্রকাশ করে বাহবা কুড়াতে চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিজেরা করেনি এমন কাজের উপর

প্রশংসিত হতে ভালোবাসে তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে এরূপ তুমি অবশ্যই মনে করো না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮৮)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যাকে কিছু উপহার দেওয়া হয় তার নিকট যদি কিছু থাকে, তবে তার উচিত ওর প্রতিদান দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা। প্রশংসা করলে সে দাতার কৃতজ্ঞতা করল এবং গোপন রাখলে তার কৃতঘ্নতা করল। আর যে ব্যক্তি তাকে যা দেওয়া হয়নি তা (ঝুটা) প্রকাশ করে, সে তো দুই মিথ্যা বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(সহীহুল জামে)*

এক মহিলা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার এক স্বপত্নী আছে। তাই স্বামী আমাকে যা দেয় না, তা নিয়ে যদি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করি তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে কি?' নবী ﷺ বললেন, "যা দেওয়া হয়নি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি প্রকাশকারী মিথ্যা দুই বস্ত্র পরিধানকারীর ন্যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং ইল্‌ম, জ্ঞান, পরহেযগারী (ধর্মভীরুতা) ধন, সুখ প্রভৃতিতে মিথ্যা জাঁক প্রদর্শন, বাগাড়ম্বর দ্বারা বরফট্টাই ও আস্ফালন করা জিভে জাত এক একটি আপদ। মানুষকে তার মত হওয়া উচিত নয়, যে ব্যক্তি 'ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দই, মেটে হুঁকায় তামাক খায় গুড়-গুড়িটা কই?!'

বহু মানুষ আছে যারা লোকের নিকট ঋণ করে তা গোপন করতে চায়। কারণ প্রকাশ হলে নাকি তাদের সম্মানহানি হয়। ঠাট-বাটে ও আত্মসম্মানে আঘাত লাগে! অথচ আল্লাহ ঋণের উপর সাক্ষী রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(সূরা বাকারাহ ২৮২আয়াত)* আর প্রয়োজনে ঋণ করলে সম্মানহানির কি আছে? কিন্তু যাদের 'ঘরে নাই অষ্টরম্ভা, বাহিরে তার কোঁচা লম্বা' স্বভাব তাদেরকে আপনি কি বলবেন?

(৫৪) দারিদ্রের ভান করা

কোন স্বার্থবশে, কিছু পাবার লোভে অথবা তকদীরের উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তি প্রকাশ করে অভাব-অনটন, দীনতা ও দারিদ্র প্রকাশ করা অথবা নিঃস্বতার ভান করা মুসলিমের উচিত নয়। আল্লাহর পথে দান করতে অথবা পিতা-মাতার যথার্থ সেবা করতে বললে কাঁদুনী গাওয়া কৃতঘ্নের পরিচয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দাকে কোন সম্পদ দান করেন, তখন তিনি তার চিহ্ন ঐ বান্দার উপর দেখা যাক তা পছন্দ করেন। আর তিনি অভাব ও দীনতা প্রকাশ করাকে অপছন্দ করেন। নাছোর-বান্দা হয়ে যাচ্ঞাকারীকে ঘৃণা বাসেন এবং লজ্জাশীল ও যাচ্ঞা করে না এমন পবিত্র মানুষকে তিনি ভালোবাসেন।" *(সহীহুল জামে ১৭০৭)*

(৫৫) অপরের বাগ্‌দত্তাকে পয়গাম

একজন মহিলাকে যদি কোন লোক বিবাহের প্রস্তাবে পাকা বাগ্‌দান করে থাকে তবে অপর মুসলিমের জন্য ঐ পয়গামের উপর পয়গাম দেওয়া বৈধ নয়। যেমন কারো বিয়ে ভাঙ্গানো (শরয়ী কারণ ব্যতীত) বৈধ নয়। তেমনি বৈধ নয় কোন বাগ্‌দত্তা কনের পাণি-প্রার্থনাও। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যেন কারো (বিবাহের) পয়গামের উপর পয়গাম না দেয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিবাহ করে নেয় অথবা বর্জন করে দেয় (ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত।) *(নাসাঈ, সহীহুল জামে' ৭৬৬৫)*

মুমিন মুমিনের ভাই। সুতরাং মুমিনের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করে অথবা তার ভায়ের বিবাহ প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পেশ করে; যতক্ষণ সে তা বর্জন না করে দেয়।" *(সহীহুল জামে' ৬৬৪৮)*

(৫৬) অকারণে স্ত্রীর তালাক প্রার্থনা

ছোট-খাট সামান্য বিষয় নিয়ে কথায় কথায় স্বামীর নিকট তালাক চায় এমন মহিলা কম নেই। সাংসারিক, বৈলাস্য অথবা যৌন নিয়ে সংঘটিত ক্ষুদ্র বিবাদ ও

মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে বড় আকারের কলহ বাধিয়ে পারা-শুদ্ধ হৈ-চৈ করে বা পিতা-মাতা হাজির করে স্বামীর নিকট হতে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় এমন মেয়ে যে ভালো ও বাহাদুর, তা নয়। এদের চেয়েও হতভাগী মেয়ে তারা যারা নামায-রোযা করতে বা পর্দায় থাকতে পারবে না বলে দ্বীনদার স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে!

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে স্ত্রীলোক অকারণে স্বামীর নিকট তালাক চায় তার উপর জান্নাতের সৌরভও হারাম।" *(মুসনাদে আহমদ, সহীহুল জামে' ২৭০৩)*

"যারা 'খোলা' তালাক চায় তারাই মুনাফেক মেয়ে।" *(সহীহুল জামে ৬৬৮১)*

(৫৭) বিতর্ক করা

সত্যের স্বার্থে হকের সপক্ষে ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার্থে বিতর্ক করা নিন্দনীয় নয়। যে তর্ক মার্জিত ভাষায়, সজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা, নম্র ও ঠান্ডা-মেজাজে করা হয়। কিন্তু এর বিপরীত তর্কাতর্কি, অর্থাৎ বাতিলের পক্ষপাতিত্ব করে অন্যায় প্রতিষ্ঠার্থে অথবা অজ্ঞতা ও অযৌক্তিকতার সহিত তর্ক করা নিন্দনীয় এবং হারাম। বিশেষ করে আল্লাহ, তাঁর দ্বীন ও কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা জিভে-জাত বৃহত্তম বিপদসমূহের অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "মানুষের মধ্যে কিছু লোক অজ্ঞানে আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ করে। শয়তান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্বলিত অগ্নির শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে।" *(সূরা হাজ্জ ৩-৪ আয়াত)*

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান, পথ-নির্দেশ এবং কোন দীপ্তিমান গ্রন্থ ছাড়াই লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে দম্ভভরে আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে। তার জন্য ইহলোকে আছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদ করাব।" *(সূরা হাজ্জ ৮-৯)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা উলামাদের মাঝে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে তর্ক করা এবং (প্রসিদ্ধ) মজলিস লাভ করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি

তা করে (তার জন্য) জাহান্নাম, জাহান্নাম।” *(সহীহ তারগীব ও তারহীব, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৪৬)*

ইবনে মসউদ ﷺ বলেন, ‘তিন উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না; মূর্খদের সহিত বিতর্ক, উলামাদের সহিত বিতন্ডা এবং নিজেদের দিকে মানুষের মুখ ফিরাবার উদ্দেশ্যে। তোমাদের কথা দ্বারা আল্লাহর নিকট যা আছে তা কামনা কর। কারণ সেটাই চিরস্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকবে এবং তাছাড়া সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে।” *(দারেমী ১/৭০)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “সৎপথে থাকার পর যে সম্প্রদায়ই ভ্রষ্ট হয়েছে তাকে প্রতর্ক দেওয়া হয়েছে।” অতঃপর তিনি আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেন, “এরা কেবল বাগ্‌বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে, বস্তুতঃ এরা এক বাগ্‌বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।” *(সূরা যুখরুফ ৫৭, মুসনাদ আহমদ ৫/২৫২, ইবনে মাজাহ ১/ ১৯, সহীহ তিরমিযী ৩/ ১০৩)*

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক বর্জন করে আল্লাহর রসূল ﷺ তার জন্য জান্নাতে এক গৃহের জামিন হয়েছেন। তিনি বলেন, “আমি জান্নাতের পার্শ্বে এক গৃহের জামিন সেই ব্যক্তির জন্য যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করে, জান্নাতের মাঝে এক গৃহের জামিন তার জন্য যে উপহাস ছলেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং জান্নাতের সবার উপরে এক গৃহের জামিন তার জন্য যার চরিত্র সুন্দর হয়।” *(আবু দাউদ ৪/৩৫৩)*

তিনি আরো বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অত্যাধিক ঝগড়াটে ও অত্যন্ত কলহপ্রিয়।” *(বুখারী, মুসলিম)*

ফালতু ও বৃথা হুজ্জতের কারণ হল, হুজ্জতকারীর গর্ব, অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ। অথবা নিজের ইল্‌ম, বিদ্যা ও অনুগ্রহ জাহির। অথবা অন্যায়ভাবে অপরের অপমান ও কষ্ট কামনা। মুসলিম এগুলি থেকে বাঁচতে পারলে এত বড় জিভের পাপ হতে রেহাই পেতে পারে।

(৫৮) বিতর্কের সময় অশ্লীল বলা

কোন বিষয়ে তর্কালোচনার সময় অনেকে স্বমত বিরুদ্ধ কথা শুনলে চট্‌ করে রেগে উঠে অশ্লীল ও অমার্জিত বলতে শুরু করে। অথচ এমন গুণ মুনাফিক (কপট)দের।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “চারটি গুণ যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক--- (তন্মধ্যে একটি হল), তর্কের সময় অশ্লীল বলা।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৫৯) নেতৃত্ব প্রার্থনা

অনেকে মনে মনে নেতা, সর্দার, দলপতি, আমীর, মন্ত্রী প্রভৃতি হতে কামনা করে এবং জনগণের অথবা রাজকর্তৃপক্ষের নিকট সেই নেতৃত্বপদ প্রার্থনা করে থাকে। আবার না পেলে হয়তো দলও পরিবর্তন করে ফেলে। অথচ নেতৃত্ব ততটা সহজ কাজ নয়। যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আমাদের নিকট সর্বাধিক অসাধু ব্যক্তি সেই যে নেতৃত্ব চেয়ে থাকে।” *(সহীহুল জামে ১০২)*

“তোমরা নেতৃত্বের জন্য লোলুপ থাকবে। অথচ তা কিয়ামতে লাঞ্ছনা ও আক্ষেপের বিষয় হবে। সুতরাং তা কত (ইহলোকে) উৎকৃষ্ট ও (পরলোকে) নিকৃষ্ট বিষয়!” *(বুখারী ৭১৪৮, নাসাঈ প্রভৃতি)*

(৬০) ভর্ৎসনা করা ও লজ্জা দেওয়া

কারো মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা নিয়ে তাকে লজ্জা দেওয়া ও ভর্ৎসনা করা উচিত নয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “ক্রীতদাসী ব্যভিচার করলে এবং তা প্রমাণিত হলে তাকে কশাঘাতের দণ্ড দেবে এবং ভর্ৎসনা করবে না। দ্বিতীয়বার ব্যভিচার করলে তাকে অনুরূপ দণ্ড দেবে এবং ভর্ৎসনা করবে না। তৃতীয়বার ব্যভিচার করলে একটি চুলের রশির বিনিময়েও তাকে বিক্রয় করে দেবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ ব্যাপারে তিনি চামড়া বা গাছের চাবুক মারতে আদেশ করেছেন কিন্তু জিহ্বার চাবুক হানতে নিষেধ করেছেন। কারণ ঐ চাবুকের চেয়ে এই চাবুকের আঘাত-ব্যথা বেশী তাই। তদনুরূপ এক ব্যক্তি ব্যভিচার করলে দন্ড প্রদানের পর কিছু লোক দন্ডিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলল, ‘আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুক (বা করেছে)।” নবী ﷺ এ কথা শুনে বললেন, “তোমরা এরূপ বলো না; ওর বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।” *(বুখারী)*

অন্য এক দীর্ঘ হাদীসে তিনি বলেন, "---আর যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় এবং যে ক্রটি তোমার মধ্যে নেই তা নিয়ে তোমাকে লজ্জা দেয়, তাহলে তুমি তাকে সেই ক্রটি নিয়ে ওকে লজ্জা দিও না যা ওর মধ্যে আছে। ওকে উপেক্ষা করে চল। ওর পাপ ওর উপর এবং তোমার পুণ্য তোমার জন্য। আর অবশ্যই কাউকে গালি দিও না।" *(সহীহুল জামে' ৯৭নং)*

কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি তো এই যে, প্রতিশোধ নিতে মানুষ অপরকে সেই দোষ দ্বারাও লজ্জা দিয়ে থাকে যা তার মধ্যে নেই! অনেকে মশা মারতে কামান দাগে এবং সাপ মারতে ছিপ ভেঙ্গে বসে থাকে।

(৬১) বদ্‌দুআ করা

সাংসারিক জীবনে অধিকাংশ ছেলেদের উপর পিতা-মাতারাই বেশী বদ্‌দুআ করে থাকে। যেমন, ছেলে একটা দোষ করলেই, 'মর্ মর্, খালে যা, গাড়ে যা, জাহান্নামে যা, তোকে সাপে খাক, বাজ পড়ুক, উলাউটো, খালভরা নামুনে' ইত্যাদি মারাত্মক ভাষায় বদ্‌দুআ করে মা অথবা বাবা নিজ সাপ (শাপ) জিহ্বার বিষদাঁতে নিজ সন্তানদেরকে দংশন করে থাকে। অনেকে কোন অসফলতা ও ব্যর্থতার দরুন নিজের উপরও বদ্‌দুআ করে থাকে। কেউ কেউ ছাগল-গরু হাঁস-মুরগী প্রভৃতি কোন ক্ষতি করলে তাদের উপরেও বদ্‌দুআ করে থাকে। কিন্তু যারা তা করে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে এবং অবলাদের উপর রাগ মিটাতে গিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের নিজেদের উপর, তোমাদের সন্তান-সন্ততির উপর, তোমাদের ভৃত্যদের উপর এবং তোমাদের সম্পদের উপরও বদ্‌দুআ করো না। যাতে আল্লাহর তরফ হতে এমন মুহূর্ত তোমাদের অনুকূল না হয়ে যায়, যে মুহূর্তে কিছু প্রার্থনা করলে তোমাদের জন্য তা মঞ্জুর করা হয়।" *(সহীহুল জামে ৭১৪৪)*

(৬২) দুআয় সীমালংঘন করা

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক, তিনি সীমালংঘনকারীকে পছন্দ করেন না।" *(সূরা আ'রাফ ৫৫)*

দুআতে প্রায় ২০ প্রকার সীমালংঘন হতে পারে ;

(১) শির্কমূলক দুআ করা।

(২) শরীয়ত যা হবে বলে, তা না হতে দুআ করা; যেমন বলা যে, আল্লাহ! কিয়ামত করো না, কাফেরকে আযাব দিও না।

(৩) শরীয়ত যা হবে না বলে, তা হতে দুআ করা; যেমন বলা যে, আল্লাহ! তুমি কাফেরকে জান্নাত দাও। আমাকে দুনিয়ায় চিরস্থায়ী কর, আমাকে গায়বী ইল্‌ম দাও, অথবা আমাকে নিষ্পাপ কর। প্রভৃতি।

(৪) জ্ঞান ও বিবেক যা হবে মনে করে, তা না হতে দুআ করা।

(৫) জ্ঞান ও বিবেক যা হবে না মনে করে, তা হবার জন্য প্রার্থনা করা; যেমন আল্লাহ! আমি যেন একই সময় দুই স্থানে উপস্থিত ও প্রকাশ হতে পারি ইত্যাদি।

(৬) সাধারণতঃ যা ঘটা অসম্ভব তা ঘটতে প্রার্থনা করা; যেমন, আল্লাহ! আমাকে এমন মুরগী দাও যা সোনার ডিম পাড়ে, আমাকে যেন পানাহার করতে না হয় ইত্যাদি।

(৭) শরীয়তে যা হবে না বলে শ্রুত পুনরায় তা না হতে প্রার্থনা করা; যেমন, আল্লাহ! তুমি কাফেরদেরকে জান্নাত দিও না। ইত্যাদি।

(৮) শরীয়তে যা হবে বলে শ্রুত পুনরায় তা হতে দুআ করা।

(৯) প্রার্থিত বিষয়কে আল্লাহর ইচ্ছায় লটকে দেওয়া; যেমন, হে আল্লাহ! তুমি যদি চাও, তাহলে আমাকে ক্ষমা কর। ইত্যাদি।

(১০) অন্যায়ভাবে কারো উপর বদদুআ করা।

(১১) কোন হারাম বিষয় প্রার্থনা করা; যেমন, আমি যেন ব্যভিচার করতে বা চুরি করতে পারি।

(১২) প্রয়োজনের অধিক উচ্চস্বরে দুআ করা।

(১৩) অবিনীতভাবে আল্লাহর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী না হয়ে দুআ করা।

(১৪) আল্লাহর সঠিক নাম ও গুণ ব্যতিরেকে অন্য নাম ধরে ও গুণ বর্ণনা করে

প্রার্থনা করা।

(১৫) যা বান্দার জন্য উপযুক্ত নয় তা চাওয়া; যেমন, নবী বা ফিরিশ্তাসম হতে চাওয়া।

(১৬) অপ্রয়োজনীয় লম্বা দুআ করা।

(১৭) কষ্টকল্পনার সাথে ছন্দ বানিয়ে দুআ করা।

(১৮) অকান্নায় ইচ্ছাকৃত হো হো করে উচ্চ শব্দে দুআ করা।

(১৯) নিয়মিত এমন প্রকার এমন পদ্ধতিতে এবং এমন স্থান ও কালে দুআ করা যা কিতাব ও সুন্নাহতে প্রমাণিত নয়।

(২০) গানের মত লম্বা সুর ললিত কণ্ঠে দুআ করা। *(মাজাল্লাতুল বায়ান ৭৩ সংখ্যা ১৯৯৪ খ্রিঃ ১২০-১২৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)*

(৬৩) পরামর্শদানে অহিতৈষা

কেউ কোন বিষয়ে পরামর্শ চাইলে যা তার জন্য মঙ্গল তাই পরামর্শ দেওয়া কর্তব্য। উপদেশ দিলে উপদেশে হিতাকাঙ্খিতা থাকা উচিত। অন্যথা তাতে খিয়ানত করা হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “বিনা ইল্মে যাকে ফতোয়া দেওয়া হয় (এবং সেই ভুল ফতোয়া দ্বারা সে ভুলকর্ম করে) তবে তার পাপ ঐ মুফতীর উপর এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দেয় অথচ সে জানে যে তার জন্য মঙ্গল অন্য কিছুতে আছে, তবে সে ব্যক্তি তার খিয়ানত (বিশ্বাসঘাতকতা) করে।” *(সহীহুল জামে’ ৫৯৪৪নং)*

(৬৪) নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অভিসম্পাত

নির্দিষ্ট কোন কাফের বা পাপী ব্যক্তিকে তার জীবদ্দশায় অভিশাপ করা বৈধ নয়। কারণ মৃত্যুর পূর্বে সে তওবা করে মুমিনও হতে পারে। *(আ-ফা-তুল লিসান ১৪৫পৃঃ)*

(৬৫) নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে জাহান্নামী বলা

জীবনকালে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী অথবা কে শহীদ তা বলা কঠিন। কারণ মরণের পূর্বে কে কি আমল করবে অথবা কার হৃদয়ে কি আছে তা বলা অসম্ভব। তাই এরূপ বলা অবৈধ।

(৬৬) মুসলিমকে কাফের বলা

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন কেউ তার ভাইকে কাফের বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়। যা বলেছে তা যদি সঠিক হয় তো ভালো; নচেৎ তার (বক্তার) উপর ঐ কথা ফিরে যায়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"যে কাউকে 'কাফের' বলে ডাকে অথবা 'আল্লাহর দুশমন' বলে অথচ বস্তুতঃ যদি সে তা না হয়, তবে তার (বক্তার) উপর তা বর্তায়।" *(ঐ)*

সুতরাং কাফের বলার মৌল নীতিমালা না জেনে চট্ করে কোন মুসলিমকে কাফের বলার অর্থই হল নিজের জিহ্বায় নিজেকে 'কাফের' করা।

(৬৭) আল্লাহর উপর কসম খাওয়া

কোন কিছু করতে আল্লাহর উপর কসম খাওয়া বড় দুঃসাহসিকতা! আবার গায়রুল্লাহর নামে কসম করে আল্লাহকে কিছু করতে বলা তো আরো বড় দুঃসাহসিকতা ও শির্ক।

মহানবী ﷺ বলেন, "এক ব্যক্তি বলল, 'আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে ক্ষমা করবেন না।' আল্লাহ আযযা অজাল্ল বললেন, 'কে সে, যে আমার উপর কসম খায় যে, আমি অমুককে ক্ষমা করব না? আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমার আমল ধ্বংস করলাম।" *(মুসলিম ২৬২১নং)*

(৬৮) 'সবাই উৎসন্নে গেল' বলা

গর্ব ভরে সকলকে অবজ্ঞা করে মানুষের জন্য 'উচ্ছন্নে গেল সব' বলা এক জিভের আপদ। যেহেতু এ ব্যাপারে আল্লাহর রহস্য সে জানতে পারে না। পরন্তু এতে নিজের

বড়াই প্রকাশ হয়। তাই প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কেউ যখন বলে, 'লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল!' তখন সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী ধ্বংসোন্মুখ।" *(মুসলিম)*

অবশ্য গর্ব না করে লোকেদের দ্বীনদারীর দূরবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করে যদি ঐ কথা বলে, তাহলে তা দোষাবহ নয়। *(আবূ দাউদ ৪৯৮৩নং)*

(৬৯) কথায় শির্ক

কথার প্যাঁচে মানুষ শির্কে আপতিত হয়। যেমন এই বলা যে, 'আল্লাহ ও আপনার ইচ্ছা, আমার আল্লাহ ও আপনি আছেন, আল্লাহ ও আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি', ইত্যাদি। কারণ এ সবে ঐ সব বিষয়ে সৃষ্টিকে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয়। এ সবে 'ও' এর স্থলে 'অতঃপর' বা 'তারপর' লাগিয়ে (আল্লাহ তারপর আপনার ইচ্ছা ইত্যাদি) বললে শির্ক হয় না। *(আবু দাউদ)*

অনুরূপ একই সর্বনামে আল্লাহ ও তাঁর রসূল অথবা অন্য কাউকে একত্রে ইঙ্গিত করা; যেমন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে জান্নাতবাসী এবং যে 'তাঁদের' অবাধ্যাচরণ করে তার শাস্তি দোযখ--- " বলা বৈধ নয়। *(মুসলিম)*

(৭০) 'এস জুয়া খেলি' বলা

জুয়া খেলা এক মহাপাপ। তাই তার প্রতি আহবান করাও পাপ। এর প্রায়শ্চিত্তের সন্ধান দিয়ে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে বলে, 'এস জুয়া খেলি' সে যেন কিছু সাদকাহ্ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৭১) 'আমি স্বাধীন' বলা

দ্বীন কোন সৃষ্টির চিন্তাপ্রসূত মতবাদের নাম নয়। দ্বীন আল্লাহর তরফ হতে আগত মানুষের জীবন সংবিধান। পৃথিবীতে ইসলামই সৃষ্টিকর্তার একমাত্র মনোনীত দ্বীন। তা বরণ অথবা বর্জন করাতে কেউ স্বাধীন নয়। ইসলামকে বরণ করা সকল মানুষের জন্য ফরয। সুতরাং চিন্তায় কারো স্বাধীনতা নেই। 'আমি নামায পড়ি চাই

না পড়ি, আমি পর্দা করি চাই না করি, আমি ফিরিশ্তা বা জিন বিশ্বাস করি বা না করি- এতে আমি স্বাধীন' বলা অথবা 'মানুষ নিজ চিন্তা ও অভিমত ব্যক্তকরণে স্বাধীন' বলা কারোরই বিশেষ করে কোন মুসলিমের অধিকার নেই। উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারীরাই এ ধরনের স্বাধীনতার নামে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। বর্তমান বিশ্বে রুশদী ও নাসরীন তাদেরই দুই নেতা-নেত্রী।

তদনুরূপ মুসলিম বলতে পারে না যে, 'আমি ইসলাম হতে সম্পর্কহীন।' যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে বলে, 'আমি ইসলাম হতে সম্পর্কহীন' সে যদি ঐ কথায় মিথ্যাবাদী হয় তাহলে সে তাই; যা সে বলেছে, নচেৎ যদি সে ঐ কথায় সত্যবাদী হয়, তাহলে সে নিখুঁতভাবে ইসলামের প্রতি ফিরে আসবে না।" *(সহীহুল জামে ৬৪২১)*

যদি কেউ হলফ করে বলে যে, 'আমি যদি এই করি, তাহলে আমি মুসলমান নই।' এবং ঐ কাজ যদি করে ফেলে তবে তাকে কসমের কাফ্ফারাহ লাগবে। অবশ্য এ ধরনের হলফ না করাই উচিত। *(আলফায ও মাফাহীম ৪০)*

(৭২) মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

তোষণ ও কূটনীতি মানুষকে এমন পর্যায়ে ফেলে যে, স্বার্থোদ্ধারের খাতিরে এমন বহু কাজ করে বসে; যাতে তার দ্বীন হারিয়ে যায়। অনুরূপ এক কাজ, মুশরিকদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাই তো কাফেরদের জানাযাতেও মুসলমানের ভিড় দেখা যায়, মুশরিকের আত্মার কল্যাণ উদ্দেশ্যে কুরআনখানী ও দুআ-মজলিস করতে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু আল্লাহ পাক বলেন, "আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মুমেনদের জন্য সংগত নয়, যখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামবাসীদের দলভুক্ত।" *(সূরা তাওবাহ ১১৩)*

(৭৩) মুনাফেককে 'স্যার' বলা

কোন মুনাফেক বা কাফেরকে 'স্যার, লর্ড, মিস্টার, প্রভু বা মহাশয়' ইত্যাদি বলাতে মুসলিমের অপমান রয়েছে। তাই ইসলাম এ সবে বাধা দেয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মুনাফিককে 'স্যার' বলো না। কারণ যদি সে তোমাদের 'স্যার' হয় তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করবে।" *(সহীহুল জামে ৬২৮২)*

"যখন কেউ মুনাফেককে 'স্যার' বলে তখন সে তার প্রতিপালককে ক্রোধান্বিত করে।" *(সহীহুল জামে' ৭২৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০নং)*

আমাদের সর্বাধার প্রভু সেই আল্লাহ। ভাগ্যবিধাতাও তিনি। কোন সৃষ্টি কারো ভাগ্যবিধাতা হতে পারে না।

(৭৪) 'আমার দাস' বলা

মানুষ সকলেই আল্লাহর দাস। মহিলারা সকলেই আল্লাহর দাসী। তাই 'আমার দাস, আমার দাসী (বাঁদী)' না বলে 'আমার ভৃত্য, চাকর, ঝি' ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। *(মুসলিম)*

(৭৫) 'যদি, যদি না' বলা

কোন বিপদ আপদ ঘটলে মুসলিমের উচিত, তার নিজ ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং 'যদি এই করতাম, তাহলে এই হতো না বা যদি এই না করতাম, তাহলে এই হত' ইত্যাদি বলে আক্ষেপ ও হা-হুতাশ না করা। যেহেতু এতে তকদীরের উপর ঈমানে দুর্বলতা আসে। এই সুযোগে শয়তান তাকে আরো কিছু মনে করিয়ে ও বলিয়ে ঈমান হারাও করতে পারে। তাই দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতা দূর করে সবল হয়ে পুনরায় কর্ম শুরু করা উচিত। আর বিপদে বিমর্ষ হয়ে ভেঙ্গে পড়া এবং অনুচিত কথা বলা উচিত নয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "দুর্বল মুমিন অপেক্ষা সবল মুমিনই আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম এবং প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। তোমার উপকারী বিষয়ে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা কর এবং অক্ষম হয়ে যেও না।

তোমার কোন বিপদ এলে বলো না যে, 'যদি আমি এই করতাম, তাহলে এই হত।' বরং বলো, 'আল্লাহ যা ভাগ্যে লিখেছিলেন এবং যা চেয়েছেন, তাই হয়েছে।' কারণ 'যদি' শয়তানের কর্ম উদ্‌ঘাটন করে।" *(মুসলিম)*

(৭৬) সৃষ্টিকে 'রাজাধিরাজ' বলা

কোন রাজার প্রশংসা করে 'রাজাধিরাজ' বলা অথবা কারো নাম 'শাহানশাহ' রাখা বৈধ নয়। কারণ এ নাম পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাই তো মানুষের জন্য এই নাম আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৭৭) 'অমুক নক্ষত্রের ফলে বৃষ্টি হল' বলা

বৃষ্টি না হলে অনেকে রাশি ও নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান ক্ষেত্রকে কারণ মনে করে। বৃষ্টি হলে বলে 'অমুক নক্ষত্রের বা রাশির কারণে বৃষ্টি হল।' অথচ এমন বলা কুফরীও হতে পারে - যদি বৃষ্টি-অনাবৃষ্টির অধিকর্তা নক্ষত্রকেই মানা হয় তবে।

একদা হুদাইবিয়্যাতে রাতে বৃষ্টি হলে ফজরের নামায পর নবী ﷺ সকলের দিকে সম্মুখ করে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই জানেন।' বললেন, "তিনি বলেন, 'আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মুমিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। যে ব্যক্তি বলেছে যে, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি মুমিন (বিশ্বাসী) ও নক্ষত্রের প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী)। কিন্তু যে ব্যক্তি বলেছে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল, সে তো আমার প্রতি কাফের (অবিশ্বাসী) এবং নক্ষত্রের প্রতি মুমিন (বিশ্বাসী)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৭৮) ঈমান যাওয়ার বদ্দুআ

কোন মুসলিমের উপর তার ঈমান তুলে নেওয়ার বদ্দুআ করা অবৈধ। *(আযকার নওবী ৩১৯ পৃঃ)*

(৭৯) মানুষ আল্লাহর খলীফা

কোন খলীফা বা মানুষকে আল্লাহর খলীফা বা খলীফাতুল্লাহ বলা ঠিক নয়। কেবল মাত্র খলীফা বলায় দোষ নেই। মানুষ আল্লাহর তরফ হতে পৃথিবীর প্রতিনিধি, অথবা তারা জিন সম্প্রদায়ের অথবা তারা এক অপরের খলীফা। *(ঐ ৩২০পৃঃ)*

(৮০) মানুষকে 'পশু' বলা

কোন মানুষকে গাধা, গরু, ভেঁড়া, ছাগল, কুকুর, শুয়ার, পাঁঠা ইত্যাদি বলে সম্বোধন করা দুইভাবে হারাম। প্রথমতঃ তা মিথ্যা। কারণ সে তো মানুষই। দ্বিতীয়তঃ এতে অপরকে ক্লেশ পৌঁছে থাকে। *(ঐ ৩২৫পৃঃ)*

(৮১) কারো ক্রোধের সময় আল্লাহর স্মরণ দেওয়া

কেউ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হলে অনেকে তাকে বলে থাকে, 'আল্লাহকে ভয় কর, অথবা 'নবীর উপর দরূদ পড়'---- ইত্যাদি। অথচ এমন বলা ঐরূপ সীমাহীন ক্রোধের সময় তার ক্রোধকে আরো বৃদ্ধি করতে পারে এবং তাতে সে আল্লাহ বা নবীকেও গালি বা অনুচিত কিছু বলে দিতে পারে। তাই এইসময় উপদেশের জিহ্বাকে হিকমতের সাথে চালানো উচিত। *(ঐ ৩২৬পৃঃ)*

(৮২) 'রামধনু' বলা

মেঘ হতে পতিত জলকণাসমূহ সুর্যালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আকাশে যে বিচিত্র বর্ণের সুবৃহৎ ধনুকাকৃতি প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয় তাকে 'রামধনু বা ইন্দ্রধনু' বলতে মুসলমানদের বাধা রয়েছে। কারণ তাকে আমরা রাম বা ইন্দ্রের ধনুক বলতে পারি না। যেহেতু তা তো আল্লাহর সৃষ্টি। অনুরূপ, বড় জাতের ছাগলকে রাম ছাগল, বড় জাতের ঝিঙেকে রাম ঝিঙে, বড় ধরনের দা-কে রাম-দা ইত্যাদি বলা উচিত নয়।

তদনুরূপ বহু মুসলিম ভাত বা খাদ্যদ্রব্যকে 'মা লক্ষী' বলে থাকে, শিশু কাঁদলে বলে, 'ষাঠমা' কাঁদাচ্ছে, অথবা অমঙ্গল নিবারণার্থ ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণ করে বলে, 'ষাট ষাট।' কিন্তু এ সবে যে শির্ক ও কুফ্রী আছে তা হয়তো বহু কম মানুষই বুঝে।

(৮৩) ভালো কাজে অর্থ নষ্ট হল বলা

ইবাদত ও নেকীর পথে ব্যয়িত অর্থ 'নষ্ট হয়ে গেছে' বলা উচিত নয়। যেমন 'হজ্জে ৫০ হাজার টাকা নষ্ট করলাম, যাকাতে ১০ হাজার টাকা জরিমানা গেল, মসজিদের পিছনে এত টাকা নোকসান গেল' ইত্যাদি বলা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহর পথে ব্যয় করা অর্থ নষ্ট হয় না; বরং জমা থাকে এবং সেটাই প্রকৃত লাভ। নষ্ট ও নোকসান হয় সেই অর্থ যা পাপকাজে বা উপকারী নয় এমন কাজে ব্যয় করা হয়। পক্ষান্তরে যে কাজে পার্থিব লাভও আছে সে কাজে পয়সা খরচ করা নষ্ট করা নয়। *(আলফায ও মাফাহীম ৪১পৃঃ, আযকার ৩২৮পৃঃ)*

(৮৪) দীর্ঘজীবনের দুআ দেওয়া

অনেকে দুআ দেবার সময় বলে 'আল্লাহ তোমার হায়াত দারাজ করুক, তুমি দীর্ঘজীবি হও, বেঁচে থাক' ইত্যাদি। অথচ সাধারণভাবে এরূপ বলা উচিত নয়। বরং ইবাদতে ও ঈমানে তোমার হায়াত বৃদ্ধি হোক, বা ঈমান ও আমানে দীর্ঘজীবি হও, সুখে বেঁচে থাক' ইত্যাদি বলাই উচিত। *(আলফায ও মাফাহীম ২৮পৃঃ)*

(৮৫) কারো বংশে খোঁটা দেওয়া

কারো বংশে খোঁটা দেওয়া, মোল্লা, মল্লিক, পাঠান প্রভৃতি বলে নাক সিঁটকানো বংশ ধরে কারো অপমান করা প্রভৃতি জাহেলিয়াত যুগের কর্ম। মুসলমান ভাই-ভাই। কারো প্রতি কারোর দ্বেষ বা ঘৃণা থাকে না মুসলিম সমাজে। তাই তো প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষের মধ্যে দুই কর্ম (ছোট) কুফ্র; বংশে খোঁটা দেওয়া এবং মৃতের জন্য মাতম করা।" *(মুসলিম)*

(৮৬) বংশ নিয়ে গর্ব করা

মুসলিম পরিবেশে কেউ কারো প্রতি গর্ব প্রকাশ করে না। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, 'তোমরা বিনয়ী হও;

যাতে কেউ কারো প্রতি অত্যাচার না করে এবং একে অন্যের উপর গর্ব না করে।' *(মুসলিম)*

"লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮-নং)*

বংশ গোত্র, দেশ, জাতি, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি নিয়ে গর্ব করে বহু মানুষ অপরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করে। তাইতো নিজে পাপাচারী লম্পট, ধরিবাজ, মিথ্যুক হলেও তার চেয়ে (শ্রুত) নীচু বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে না, যদিও তাতে কোন সৎ মুসলিম ও পরহেযগার আল্লাহ-ভক্ত মানুষ পায় তবুও! পক্ষান্তরে নীচু কুলে যদি কোন মহৎ ও প্রতিভাসম্পন্ন মানুষের জন্ম হয় তাহলেও তাকে অবমাননার সুরে বলে 'গোবরে পদ্মফুল!' এরই কারণে সমাজে বৈষম্য পরিদৃষ্ট।

অথচ ইসলাম আমাদেরকে বলে, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিকতম মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী (পরহেযগার)।" *(সূরা হুজুরাত ১৩)*

"আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমদ ৫/৪১১)*

বংশ নিয়ে গর্ব করা যে কত নিকৃষ্ট কদাচার তা নিম্নের হাদীসদ্বয় দ্বারা বুঝা যায়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "চারটি কর্ম জাহেলিয়াত যুগের যা আমার উম্মত ত্যাগ করবে না; (নিজের) বংশ নিয়ে গর্ব করা, (পরের) বংশে খোঁটা মারা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং মৃতের উপর মাতম করা।" *(সহীহুল জামে ৮৮৮-নং)*

"যদি লোককে দেখ যে, সে জাহেলিয়াতের বংশ-সম্পর্ক উত্থাপন করছে, তাহলে

তোমরা তাকে তার বাপের লিঙ্গ কামড়াতে বল এবং ইঙ্গিত করো না। (বরং স্পষ্ট বলো)।" *(সহীহুল জামে ৫৮১নং)*

বিদিত যে, বহু দ্বীনদার ও অর্থশালী মানুষ দ্বীন ও অর্থের গর্বে অন্যান্য মানুষকে নিছক নিজেদের খাদেম মনে করে। তাই তো অহংকারী মানুষের মুখই অধিক অধিক সুচের মত ধার হয়। মানীর মান তার কাছে কিছু নয়। কিন্তু যাদের কর্ম মন্দ তাদের বংশ কি কাজ দেবে? কুলটার কুল-গর্ব প্রকাশ কি হাস্যকর নয়?

(৮৭) পরের বাপকে বাপ বলা

কোন স্বার্থের খাতিরে নিজের পিতা অস্বীকার বা গোপন করা এবং পরের পিতাকে নিজের পিতা বলে দাবী করা জিভে জাত এক সর্বনাশ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে বাপ বলে অথবা (দাসত্ব থেকে) মুক্তিদাতা (ভিন্ন গোত্রের) প্রতি নিজ সম্বন্ধ জুড়ে তার উপর কিয়ামত পর্যন্ত নিরন্তর আল্লাহর অভিশাপ!" *(সহীহুল জামে ৫৮৬৩)*

"যে পরের বাপকে বাপ বলে দাবী করে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ পাঁচশ বছরে অতিক্রম্য দূরবর্তী স্থান হতে পাওয়া যাবে।" *(ঐ ৫৮৬৪)*

"পরের বাপকে বাপ বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপের অন্যতম।" *(বুখারী)*

"নীচু হলেও বংশ থেকে সম্পর্কহীন হওয়া আল্লাহর সাথে কুফরী।" *(সহীহুল জামে' ৪৩৬১)*

"অপরিচিত বংশের দাবী করা এবং নীচু হলেও তা অস্বীকার করা মানুষের কুফরী।" *(সহীহুল জামে ৪৩৬২নং)*

(৮৮) অশ্লীলতা

সভ্য সমাজে ঘৃণিত বিষয়-বস্তুকে স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে বর্ণনা করাকে অশ্লীলতা বলা হয়। যেমন সহবাস, প্রস্রাব, পায়খানা, ঋতু, লজ্জাস্থান প্রভৃতিকে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা এবং এসবে 'ইঙ্গিত' শব্দালঙ্কার ব্যবহার না করাই অশ্লীলতা ও অসভ্যতা। এ ধরনের নোংরা ভাষা ব্যবহারকারী অশ্লীল মানুষ সমাজে 'চোয়াড়'

বলে পরিচিত। অনেক সমাজপতিও এই নামে পরিচিত হন। যেমন চোয়াড় হাজী, চোয়াড় মৌলবী, চোয়াড় মাষ্টার প্রভৃতি!

অথচ প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মুমিন খোঁটাদানকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল এবং অসভ্য হয় না।" *(সহীহুল জামে ৫২৫৭)*

"যে বিষয়েই অশ্লীলতা অনুপ্রবেশ করে সে বিষয়কেই তা নোংরা করে ফেলে এবং যে বিষয়ে লজ্জা বর্তমান হয় সে বিষয়কে তা সুন্দর করে তুলে।" *(সঃজামে ৫৫৩১)*

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমার্জিত অশ্লীলভাষীকে ঘৃণা করেন।" *(ঐ ১৮৭৩)*

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন করে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৮৯) জিহ্বার ব্যভিচার

জিহ্বা দ্বারাও ব্যভিচার করা হয়। বন্ধুমহলে কোন যুবতীর রূপ ও যৌবন আলোচনা করে, কাম ও যৌনপূর্ণ গল্প করে কামকেলির বিষয় চর্চা করার সাথে কামজ কথাবার্তা বলে অথবা সম্ভোগমূলক কবিতা বা গান গেয়ে জিহ্বার ব্যভিচার হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের ব্যভিচারের অংশ লিখে দিয়েছেন, যা সে অবশ্যই পেয়ে থাকবে। সুতরাং চক্ষুর ব্যভিচার দর্শন, জিহ্বার ব্যভিচার হল কথন, মন আশা ও কামনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্যায়ন অথবা মিথ্যায়ন করে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

তদনুরূপ কিশোরী ও তরুণীর সহিত খোশালাপ করেও জিভের ব্যভিচার হয়।

(৯০) পরুষতা

মুমিন কর্কশভাষী হয় না; বরং নম্র ও মধুরভাষী হয়। বিশেষ করে কোন জামাআতের আমীর বা কোন প্রতিষ্ঠানের হর্তাকর্তা কর্কশ ও অশ্লীলভাষী হলে সেখানে যে অচল অবস্থা সৃষ্টি হয় তা বলাই বাহুল্য। আল্লাহ তাঁর নবীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও

কঠোর-চিত্ত হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত।" *(আ-লে ইমরান ১৫৯)*

অবশ্য গম্যপুরুষদের সহিত মহিলাদের কথা বলার ব্যাপারটা ভিন্ন। সে ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, "যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে (পর পুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না; যাতে অন্তরে ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর।" *(সূরা আহযাব ৩২)*

সুতরাং মোহনীয় কণ্ঠে গম্য পুরুষের সাথে মহিলার কথা বলা জিহ্বার এক বিপজ্জনক পাপ।

(৯১) ধমক ও ভর্ৎসনা

অন্যায়ভাবে কাউকে ভর্ৎসনা করা ও ধমক দেওয়া জিভের এক আপদ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "সুতরাং তুমি পিতৃহীনের প্রতি রূঢ় হয়ো না এবং সাহায্যপ্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না।" *(সূরা যুহা ৯-১০)*

বিশেষতঃ পিতা-মাতাকে ধমক দেওয়া ও তিরস্কার করা অধিকতর মহাপাপ। এ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালক তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। ওদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় থাকা কালে বার্ধক্যে উপনীত হলে ওদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু (উঃ শব্দ) বলো না এবং ওদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং ওদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলো।" *(সূরা ইসরা ২৩)*

(৯২) পরকীয় কথায় থাকা

যা স্বকীয় বিষয়ীভূত নয়, যে কথায় নিজের কোন লাভ নেই (এবং অপরেরও নেই) এবং যা অন্যের বিষয়ীভূত তাতে মুখ খোলা, ফালতু ও বাজে কথায় থাকা এবং অনর্থক বকা জিহ্বাজাত এক আপদ। এক প্রকার গপের দল আছে যারা প্রত্যেক বিষয়ে জিভ নড়িয়ে থাকে এবং প্রত্যেক মজলিসে বক্‌বক্ করে প্রলাপ বকে থাকে। এই ধরনের মানুষরাই অধিক মিথ্যা এবং অনুচিত কথা বলে থাকে। তাই তো প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক গোনাহগার সেই ব্যক্তি

যে অধিকতর পরকীয় বিষয়ে কথা বলে।” *(সহীহ তারগীব ও তারহীব)*

“পরকীয় বিষয়ীভূত কথা ত্যাগ করা মানুষের সুন্দর ইসলামের প্রমাণ।” *(ঐ)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সমাজে যারা অধিক বাচাল তারাই প্রশংসিত। পক্ষান্তরে যারা গম্ভীর এবং প্রয়োজনেই কথা বলে তাদেরকে ‘মেসা’ প্রভৃতি বলে বদ নাম করা হয়। অবশ্য প্রয়োজনে কথা না বলাও এক দোষ। যেমন প্রয়োজন নির্ধারণ করাও এক প্রজ্ঞার কাজ।

(৯৩) অধিক প্রশ্ন করা

মহান আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হয়ে পড়লে তোমরা দুঃখিত হবে।” *(সূরা মায়েদাহ ১০১ আয়াত)*

ধর্মবিষয়ে অপ্রয়োজনে বিভিন্ন খুঁটি-নাটি প্রশ্ন করা নিন্দনীয় কর্ম। বিশেষ করে দ্বীনের ব্যাপারে অধিক ‘কি কেন’ প্রভৃতি ভেদ ও রহস্যমূলক জিজ্ঞাসা না করাই উত্তম। কৈফিয়ত না চেয়ে ঈমান আনাই মুমিনের সদ্‌গুণ।

পক্ষান্তরে একশ্রেণীর লোকের স্বভাব হল অপরকে অপদস্থ ও অবমাননা বা ছোট করার উদ্দেশ্যে নানান কূট প্রশ্ন করে থাকে। যেমন, ‘মূসা নবীর নানীর নাম কি ছিল? ইসমাঈল নবীর পরিবর্তে যবেহকৃত দুম্বার গোশ্‌ত কে খেয়েছিল? আদম নবীর ভাষা কি ছিল?’ ইত্যাদি। অথচ সাধারণ মানুষের উচিত হল, কেবল সেই জরুরী বিষয়ে প্রশ্ন করা, যে বিষয়ে আল্লাহ তাকে প্রশ্ন ও কৈফিয়ত করবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ শ্রেণীর কূট প্রশ্নকারীরা কোন জরুরী মসলা-মাসায়েল আলেমদের জিজ্ঞাসা করে না। উল্টে তাদের ঐ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে বলে বেড়ায়, ‘উনি কিছু জানেন না!’

(৯৪) গুজবে থাকা

জনরবে অংশ গ্রহণ করা জিহ্বার এক সর্বনাশ। কে কি বলেছে ও বলছে সে বিষয়ে নানা বাচ-বিচারে থেকে অনর্থক সময় নষ্ট করা এবং বিভিন্ন খোশগল্পে আসর মাৎ করা বড় বিপদ। যাতে বহু মানুষই ঠকে থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, (ঘৃণিত করেছেন এবং আমি নিষিদ্ধ করছি) তিনটি কর্ম ঃ জনরবে থাকা, অধিক প্রশ্ন করা এবং সম্পদ অপচয় করা।" *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪৯১৫)*

(৯৫) গুজব রটানো

রটা খবর রটিয়ে বেড়ানো এক প্রকার মানুষের স্বভাব। তাতে কোন প্রকার বিচার-বিবেক ও সত্য-মিথ্যা পরখ না করে বর্ণনা করতে এবং সত্বর অপরের কানে পৌঁছে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না এই শ্রেণীর লোকেরা। ফলে অনেকে 'কে বলেছে হুই তো মস্ত মোটা রুই' শুনে আগা-গোড়া না ভেবে প্রচার করে। চিলে কান নিয়েছে শুনেই কানে হাত দিয়ে না দেখে চিলের পশ্চাতে ছুটতে শুরু করে। যাদের পরিণাম লাঞ্ছনা ও আক্ষেপ ছাড়া কিছু হয় না। আবার এমন লোকেরা সত্যবাদী হলেও মিথ্যাবাদীতে পরিণত হয়। তাইতো উড়ো খবর না উড়িয়ে তা বিচার করে দেখা দূরদর্শী জ্ঞানী লোকের কাজ। বিশেষ করে সে খবর যদি ফাসেক ও কাফেরদের তরফ থেকে ওড়ে তবে।

আল্লাহ পাক এ বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন, "যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই (অনুমান দ্বারা) তার পশ্চাতে পড়ো না। কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়; ওদের প্রত্যেকের বিষয়ে কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(সূরা ইসরা ৩৬)*

"হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।" *(সূরা হুজুরাত ৬)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "মানুষের মিথ্যা ও পাপের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।" *(সহীহুল জামে৪৩৫৬, ৪৩৫৮)*

ইবনে অহহাব বলেন, আমাকে মালেক বলেছেন, "জেনে রাখ যে, যে মানুষ প্রত্যেক শ্রুত কথাই বর্ণনা করে সে নিরাপদে থাকে না এবং যা শোনে তাই বর্ণনা করলে সে কস্মিনকালেও ইমাম হতে পারে না।" *(সহীহ মুসলিমের ভূমিকা)*

প্রকাশ যে, কোনও হাদীস পড়া বা শোনামাত্র বর্ণনা করা এবং সহীহ-যয়ীফ না বুঝে সেই অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়াও ঐ গুজব রটানোর পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এমন 'শুন্-মৌলবী ও শুন্-মুফতী'র সংখ্যাই সমাজে অধিক। তাই মতভেদ ও বিপত্তিও অনেক।

(৯৬) সন্দিগ্ধ কথা বর্ণনা

ভিত্তি ও সূত্রহীন সন্দিগ্ধ কথা 'ওরা নাকি বলেছে, ওরা মনে করে, ধারণা করে' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করা নিন্দনীয়। একমাত্র সুনিশ্চিত সত্য কথা ব্যতীত ধারণার অজুহাতে কোন কথা বা ঘটনা বর্ণনা ও প্রচার করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "'ওরা মনে করে' (এই বলে কোন কথা প্রচার করা) মানুষের কত নিকৃষ্ট অসীলা!" *(সহীহুল জামে ২৮৪৩)*

(৯৭) অনুগ্রহ প্রকাশ

কারো প্রতি অনুগ্রহ করে তা লোকের নিকট প্রকাশ ও প্রচার করা এবং সৎপথে কিছু দান করে 'দিয়েছি দিয়েছি' বলে বেড়ানো জিহ্বার খুব বড় বিপদ। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না এবং (ঐ দানের বদলে নানা কথা শুনিয়ে কাউকে) কষ্টও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" "হে মুমিনগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করো না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না।" *(বাক্বারাহ ২৬২-২৬৪)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তির নিকট হতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে প্রচারকারী

এবং তকদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তি।” *(সহীহুল জামে; ৩০৬০)*

“তিন ব্যক্তির সহিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য হবে মর্মন্তুদ শাস্তি।” এরূপ তিনি তিনবার বললে আবু যার্র ﷺ বললেন, ‘ব্যর্থ ও ধ্বংস হোক, তারা কারা হে আল্লাহর রসূল? বললেন, “যে গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়ে, দান করে যে প্রচার করে এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যে নিজের পণ্য-দ্রব্য বিক্রয় করে। *(মুসলিম)*

সাধারণতঃ উপকার ও দান করার সময় যারা প্রত্যুপকারের ও প্রতিদানের আশা করে তারাই অধিকাংশ তাদের উপকার ও দানের কথা প্রচার করে খোঁটা মেরে থাকে। যাদেরকে দান করেছে তারা তাদের প্রতিদান দিতে না পারলে অথবা তাদের নিকট থেকে সামান্য কোন ত্রুটি দেখা গেলেই তুলনা দিয়ে থাকে। অথচ সওয়াবের উদ্দেশ্য থাকলে তারা পূর্বেই সওয়াব লাভ করে থাকে। তা না হলে তাদের উপকার এবং দানও বৃথা; পরন্তু তুলনা বা খোঁটা দেওয়া তো ‘গোদের উপর বিষফোঁড়া।’ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে আল্লাহর নাম নিয়ে আশ্রয় চায় তোমরা তাকে আশ্রয় দাও, যে আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চায় তোমরা তাকে তা দান কর, যে তোমাদেরকে দাওয়াত করে তোমরা তার দাওয়াত কবুল কর। আর যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও, তার প্রতিদান দেওয়ার মত কিছু না পেলে তোমরা তার জন্য এমন দুআ দাও যাতে মনে কর যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ। *(আবু দাউদ ১৬৭২ নং, নাসাঈ, মুসনাদে আহমদ২/৬৮)*

সুতরাং ঐ সময় দুআ পেয়ে গেলেও তাদের এক প্রকার প্রতিদান গ্রহণ করাই হয়। কিন্তু এর পরেও ঐ দানের বিনিময়ে তার উপর কোন দাপ রাখা নিশ্চয়ই ঈমানদারের গুণ নয়। আল্লাহ বলেন, “আল্লাহর নেক বান্দাগণ ---খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা (মনে মনে) বলে, আমরা তো কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশা করি না।” *(সূরা ইনসান ৮-৯ আয়াত)*

অবশ্য যেখানে অনুগ্রহ অস্বীকার করে কৃতঘ্নতা করা হয়, সেখানে নিজের অনুগ্রহের কথা বলা ও স্মরণ করিয়ে দেওয়া দূষণীয় নয়।

(৯৮) দালালি করা

ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় বা অন্যান্য মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মধ্যস্থরূপে কাজ করার সময় বস্তুর অমূলক প্রশংসা করে ক্রেতার অনুকূল করা, ক্রয় করার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও বিক্রেতার জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করা অথবা ক্রেতাকে এক বস্তু হতে সরিয়ে অন্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট করে দালালি করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৯৯) যাচ্ঞা করা

অভ্যাসগতভাবে বহু মানুষ ভিখারী হয়। অনেকে আবার বংশগত ফকীর। কেউ তো আবার সংসারত্যাগী সন্নাসী (দরবেশ) বেশে ভিক্ষা করে খাওয়াকেই শ্রেষ্ঠ 'ধর্ম' মনে করে। অনেকে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও যাচ্ঞা করে। ঘরে খাবার থাকলে যাচনা বৈধ নয় বলে বাড়ি, গাড়ি, কল, পায়খানা প্রভৃতি করার উদ্দেশ্যে মোটা টাকা ঋণ করে যাকাত 'মেগে' বেড়ায়, কারণ ঋণগ্রস্তের জন্য যাকাত বৈধ। অনেকে প্রতিষ্ঠানের নামে যাচনা করে নিজে আত্মসাৎ করে। চাঁদার নামে চেয়ে নিজের পেট ভরে! কেউ বা ২০০ কে ২০ টাকা নতুবা ৫ (কিলো)কে ৫ টাকা বানিয়ে জালসাজী করে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মিসকীনদের হক মেরে খায়! অথচ জিহ্বার এই নির্লজ্জতা কত ভয়ানক!

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সর্বদা যাচ্ঞা করলে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎকালে তার চেহারায় কোন মাংসপিন্ড থাকবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"যাচ্ঞাকারী যদি যাচ্ঞায় কি শাস্তি আছে তা জানত, তাহলে সে যাচ্ঞা করত না।" *(সহীহুত তারগীব অত্ তারহীব ৭৮৯নং)*

"অভাব না থাকা সত্ত্বেও যে যাচনা করে কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডলে তা কলঙ্কের ছাপ হবে।" *(ঐ ৭৯১নং)*

"যে ব্যক্তি দৈন্য না থাকা সত্ত্বেও চেয়ে খায় সে যেন আঙ্গার খায়।" *(ঐ ৭৯৩)*

"আল্লাহ নাছোড়-বান্দা হয়ে ভিক্ষাকারীকে ঘৃণা বাসেন।" *(সহীহুল জামে ৮৭২)*

"বান্দা যাচ্ঞার দরজা খুললে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেন।" *(ঐ*

৩০২ ১নং)

(১০০) ভঙ্গিপূর্ণ কথা বলা

কথা বলার সময় কায়দা করে টেনে টেনে কথা বলা, আজব ঢঙে দাঁত-ভাঙ্গা শব্দ বেছে বেছে ব্যবহার করা, শ্রোতা বুঝে না জেনেও কথায় বিদেশী (ইংরাজী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি) শব্দ ব্যবহার করা, স্বেচ্ছায় ছন্দ মিলিয়ে কথা বলা, গর্বভরে 'কাটিং' করে কথা বলা -এ সবই জিভে জাত আপদ। মুসলিম সমাজ ও পরিবেশে এমন অহংকারীদের স্থান নেই। বক্তাকে সেই ধরনের কথা বলা উচিত, যা শ্রোতা সহজে বুঝতে পারে এবং ঐ কথা ও তার ধরন বা কায়দা যেন তার মনে প্রতিকূল দাগ না কাটে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্য হতে কতক সম্প্রদায় এমন হবে যারা জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করবে (এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলবে) যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।" *(সহীহুল জামে ৩৫৬৪)*

"কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং অবস্থানে আমার থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যাধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(সহীহুল জামে ২১৯৭)*

"এবং ওরাই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ।" *(ঐ ৩৫৯৮)*

অনুরূপভাবে এক শ্রেণীর মানুষ তারা, যারা আস্ফালন, ফুটানি ও 'বাক্যতে পর্বত কিন্তু কার্যে তুলাকার।'

(১০১) কাজে নয় কথায় থাকা

যাদের কথা মাত্র সার এমন বচনবাগীশ সমাজে বহু আছে; মোটা-মোটা কথা তো ঝাড়ে, লম্বা-লম্বা বক্তৃতা তো করে এবং লোককে হিতোপদেশ তো দিয়ে থাকে; কিন্তু

নিজেরা কাজে তা করে না। যারা কেবল বুলি আওড়ে কাজে পিছপা থাকে সেই কথায় কাজী এবং কাজে পাজীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেন, "কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদেরকে বিস্মৃত হয়ে লোককে সৎকার্যের নির্দেশ দাও অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর? তবে কি তোমরা বুঝ না?!" *(সূরা বাক্বারাহ ৪৪)*

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তা তোমাদের বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক।" *(সূরা স্বাফ্‌ফ ২-৩)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন এক প্রকার মানুষকে হাজির করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তার নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে পড়বে এবং সে তার চারিপাশে ঘুরতে থাকবে; যেমন গাধা তার ঘানীর চারিপাশে ঘুরে থাকে। তা দেখে জাহান্নামের অন্যান্য লোকেরা তার চতুর্পার্শ্বে জমায়েত হয়ে বলবে, 'ও (মৌলানা বা হুজুর বা পীর সাহেব) অমুক! কি ব্যাপার আপনার? আপনি কি (পৃথিবীতে) আমাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ এবং অসৎকাজে বাধা দান করতেন না?' সে উত্তরে বলবে, 'হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা আমল করতাম না এবং অসৎকাজে বাধা দিতাম কিন্তু তা আমি নিজে করতাম!" *(বুখারী ও মুসলিম)*

'অধম বচনে অনেক বলে,
কাজে কিছু তার নাহিক ফলে।
সুজন বচনে কিছু না কয়,
কাজে তার গুণ প্রকাশ হয়।'

(১০২) আত্মশ্লাঘা করা

আমিত্ব, আত্মগর্ব প্রকাশ ও আত্মপ্রশংসা করা অহংকারীর পরিচয়। অপরকে 'জিরো' ভেবে নিজেকেই 'হিরো' মনে করা অবশ্যই বৈধ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "অতএব তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনি সাবধানী (মুত্তাকী) কে তা সম্যক্ জানেন।" *(সূরা নাজ্‌ম ৩২)*

এক জনের নাম বার্রাহ (পুণ্যময়ী) রাখা হলে তিনি বলেন, "তোমরা আত্মপ্রশংসা

করো না। কারণ আল্লাহই সম্যক্ জানেন তোমাদের মধ্যে পূণ্যময়ী কে এবং পাপময়ী কে। বরং ওর নাম যয়নাব রাখ।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২১০ নং)*

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, "তোমরা বিনয়ী হও। যাতে কেউ কারো প্রতি অন্যায় না করে এবং কেউ কারো উপর ফখর না করে।" *(মুসলিম)*

(১০৩) কারো মুখোমুখি প্রশংসা করা

এমন মানুষের মুখোমুখি প্রশংসা করা যে তা শুনে আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে উঠে অথবা নিজেকে অনুরূপ উপযুক্ত মনে করে তবে তার জন্য এবং প্রশংসাকারীর জন্যও এই প্রশংসা এক জিহ্বার আপদ। সুতরাং তারীফে অতিরঞ্জন করে কাউকে ফুলানো উচিত নয়। নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি এক জনের মুখোমুখি প্রশংসা করলে তিনি বললেন, "হায় হায়! তুমি তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে!" এইরূপ বারবার বলার পর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে একান্তই তার সাথীর প্রশংসা করতে হয় তাহলে সে যেন বলে, আমি ওকে এইরূপ মনে করি' -যদি জানে যে সে প্রকৃতই এরূপ- 'এবং আল্লাহ ওর হিসাবগ্রহণকারী।' আর আল্লাহর জ্ঞানের উপর কারো প্রশংসা (সার্টিফাই) করি না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির (সামনা-সামনি) অতিরিক্ত সীমাহীন তারীফ করতে শুনে বললেন, "তুমি লোকটার পৃষ্ঠ কর্তন অথবা তাকে ধ্বংস করলে।" *(ঐ)*

এক ব্যক্তি হযরত ওসমান ؓ-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা শুরু করলে মিকদাদ হাঁটুর উপর ভর করে চলে তার মুখে কাঁকর ছিটাতে শুরু করলেন। ওসমান তাঁকে বললেন, 'কি ব্যাপার তোমার? বললেন, রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা (মুখোমুখি) প্রশংসাকারীদের দেখলে তাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিও।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হতে দূরে থাক, কারণ তা যবাই।" *(সহীহুল জামে ২৬৭১নং)*

অবশ্য প্রয়োজনে যথোচিত প্রশংসা করা নিন্দনীয় নয়। কোন কর্মে উৎসাহ ও

অনুপ্রেরণা প্রদানার্থে একটু তারীফ করা বৈধ এবং ফলপ্রসূ। *(শরহে মুসলিম, নওবী)*। কিন্তু মিথ্যা প্রশংসা করে কারো তোষামদ ও মনোরঞ্জন করা নিশ্চয়ই ঘৃণিত আচরণ। বিশেষ করে 'যখন আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হওয়ার' ভয় থাকে তখন ঐরূপ প্রশংসা সর্বনাশী।

(১০৪) কুস্বপ্ন প্রকাশ

নিদ্রাবস্থায় মানুষের মন নিয়ে শয়তান খুব খেলা করে। কুস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, অশ্লীল ও বাজে স্বপ্ন শয়তানেরই খেলা। এ খেলা কারো নিকট প্রকাশ করতে নেই।

প্রিয় নবী ﷺ তাঁর এক খুতবায় বলেন, "তোমাদের মধ্যে যেন কেউ তার স্বপ্নের মধ্যে শয়তানের খেলার কথা কারো নিকট বর্ণনা না করে।" *(মুসলিম)*

(১০৫) মাতম করা

সত্যিকারে অথবা অভিনয় করে মৃতের উপর মাতম করা বিশেষ করে মহিলাদের এক রোগ। অবশ্য তথাকথিত নবী বংশধর-প্রেমী তা'যিয়া ও নিশানা-ওয়ালাদের মাতমও তাদের জিভে জাত এক সর্বনাশ। যেহেতু "মাতম করা জাহেলিয়াতের কর্ম।" প্রিয় নবী ﷺ ঐ কথা বলার পর বলেন, "মাতমকারিণী মহিলা যদি মরণের পূর্বে তওবা না করে মরে তবে আলকাতরার পায়জামা এবং পাঁচড়ার জামা পরিহিতা অবস্থায় তাকে কিয়ামতের দিন দাঁড় করানো হবে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "যে নারী (কান্নার সময়) মুখমন্ডল খামচায়, বুকের কাপড় ফাড়ে এবং ধ্বংস ও সর্বনাশ ডাকে তার উপর আল্লাহ অভিশাপ করেন।" *(সহীহুল জামে' ৪৯৬৮)*

"সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (শোকে) গালে আঘাত করে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং জাহেলিয়াতের ডাকের মত ডাক ছাড়ে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১০৬) জুমআর খুতবা চলাকালে কথা বলা

জুমআর খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজেব। অতএব সেই সময় কথা বলা বৈধ নয়। এমন কি সৎকাজের আদেশও ঠিক নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যে ব্যক্তি তার সঙ্গীকে 'চুপ' বলে, সে অসঙ্গত কর্ম করে।" *(সহীহুল জামে ৬৩০৮)*

এ কাজে তার জুমআহ বাতিল হয়ে যাবে। আর একথা বিদিত যে, নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ।

(১০৭) হারানো বস্তু মসজিদে খোঁজা

মসজিদ ইবাদতের জায়গা। এখানে লোকদেরকে একত্রে সমবেত দেখে হারানো বস্তুর খোঁজ ও সন্ধান করা বৈধ নয়। যদি কেউ করে, তাহলে সকলের তরফ হতে বস্তুটি ফিরে না পাওয়ার বদ্দুআ পাবে।

এ ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস সন্ধান (ঘোষণা) করতে শোনে সে যেন বলে, 'আল্লাহ যেন তোমাকে তা ফিরিয়ে না দেন।' কারণ মসজিদ এর জন্য বানানো হয়নি। *(মুসলিম)*

(১০৮) ক্রোধের সময় কথা বলা

ক্রোধের সময় কথা বলা এক সর্বনাশ। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি বেশী কথা বললে, হয়তো অসমীচীন বা অশ্লীল কথা বলে ফেলবে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির সহিত অন্য কেউ রসকথা ইত্যাদি বললেও গালি দিয়ে ফেলতে পারে। তাই এই সময় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যাবে। তাতে রাগ ঠান্ডা না হলে শয়ন করবে এবং 'আউযু বিল্লা-হি মিনাশ

শাইত্বা-নির রাজীম’ পাঠ করবে। নচেৎ সে সময় হয়তো বা এমন কর্ম করে অথবা এমন কথা বলে ফেলবে যাতে প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর নিজে নিজে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে এবং তা মনে করে জিহ্বা কামড়াবে।

(১০৯) উপদেশ গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ

কিছু মানুষ আছেন যাঁরা ‘সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান’কে ইখলাসের সহিত নিজেদের সদ্গুণের অভ্যাস বানিয়ে নেন। এমন মানুষেরা আল্লাহর নিকট কত প্রিয়! তাঁরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাঁরা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, এর বিপরীত কত মানুষ আছে যারা এঁদেরকে দেখতে পারে না। তাঁদের ঐ ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ চড়ানো’ (?) হৃদয়ে সহ্য হয় না। তাই উপদেশ দিলে তারা তা গ্রহণ করতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ও নাক সিঁটকায়। ভুল দেখাতে গেলে তাদের আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। ভুল ধরায় অথবা তাদের কর্ম সঠিক নয় বলায় তাদের আত্মসমানে আঘাত লাগে, ফলে ক্ষুব্ধও হয় বেশ। তাই তাদের গালে কালি দেখাতে গেলে তারা ওঁদের চোখের সুরমা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়! এমন শ্রেণীর মানুষের নিকট ওঁরা চোখের বালি হয়ে যান! কখনো বা বিরক্তি-সুরে বলে, ‘হুঁঃ, যতসব দেখতে পার, সব হারাম তো হালাল আবার কোনটা? সবই বিদআত তো সুন্নাহ আবার কোনটা? বড়-বড় পন্ডিত যত!’ কেউ আবার বলে, ‘আমি স্বাধীন, আমার জান্নাতের দরকার নেই। মৌলবাদী, অত কড়া ভালো নয়!’ নামাযাদি পালন করতে বললে, ‘অত পারি না!’ গান-বাদ্যাদি শুনতে নিষেধ করলে বলে, ‘ওতে আবার ক্ষতি কি? মনটাকে ফ্রি করতে হবে তো?!’ (শরয়ী) পর্দা করতে বললে বলে, ‘অত পারি না, আমরা হাজি বিবি নই! যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে তাতে তোমার কি? নিজের চরকায় তেল দাও, নিজের ঘর সামালো!’ ইত্যাদি।

এসব কথায় ব্যথিত হয় উপদেষ্টাদের অন্তর। ‘ভালোর কাল নেই!’ এই ঔদ্ধত্যে তাঁরা ওদের জন্য কিয়ামত কোর্টে সাক্ষী হয়ে যান। অনেকে হাল ছেড়ে বসেন। কারণ তখন তাঁরা ‘পরের দুধে দিয়ে ফুঁ, পুড়িয়ে এলেন নিজের মু’ এর পর্যায়ভুক্ত

হয়ে পড়েন তাই। যেহেতু তাঁদের ইজ্জত-সম্ভ্রম নিয়ে ফাসেক সমাজে বড় ঢি-ঢি পড়ে যায়। অথচ উপদেশে সাধারণ লোকের দেওয়া কষ্টের উপর উপদেষ্টার ধৈর্যধারণ করা উচিত। কিন্তু মন তো, পাথর তো আর নয়!

পক্ষান্তরে ঐ উদ্ধত মানুষেরা ঐ মুনাফেকদলের পর্যায়ভুক্ত; যাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, "এবং মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যার পার্থিব-জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মোহিত করে, এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে; কিন্তু আসলে সে বড় কলহপ্রিয় ঘোর-বিরোধী। আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশনিপাতের চেষ্টা করে, আল্লাহ কিন্তু অশান্তি পছন্দ করেন না। আবার যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর' তখন পাপসহ তার আত্মাভিমান তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। (অর্থাৎ উল্টে চোর গৃহস্থকে ডাঁটে!) সুতরাং তার উপযুক্ত স্থান জাহান্নাম এবং নিশ্চয় তা অতি মন্দ স্থান।" *(সূরা বাক্বারাহ ২০৪-২০৬ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন কাউকে 'আল্লাহকে ভয় কর' বলা হয় তখন ঐ ব্যক্তির, 'নিজের চরকায় তেল দাও' বলা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত কথা।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৯৮ নং)*

(১১০) কথায় কথায় ভুল ধরা

বহু মানুষের এমন অভ্যাস আছে, যারা অপরকে ছোট করার উদ্দেশ্যে তার কথায় কথায় বিবিধ ভুল ধরে থাকে। নজরে আনে তার বিভিন্ন ত্রুটি ও খুঁত এবং বর্ণনা করে লোক সমাজে। সাধারণতঃ এতে তাদের উদ্দেশ্য হয়, আত্মগর্ব ও নিজেকে বড় করা। এই প্রকাশ করা যে, তারা কত বেশী জানে অথচ অমুক জানে না। পরন্তু অনেক ক্ষেত্রে 'আনারস বলে কাঁঠাল ভায়া তুমি বড় খসখসে।' 'চালনী বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছ্যাঁদা?!'

অনুরূপ বহু শাশুড়ী আছে যারা বউ-কাঁটকী হয়, কথায় কথায় বউকে নিরন্তর অসহ্য খোঁটা ও যন্ত্রণা দিয়ে থাকে। অনেকে 'দেখতে লারি চলন বাঁকা' হওয়ার দরুন অকারণে জিভের চাবুকে অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। অথচ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, 'মুসলিম তো সেই ব্যক্তি, যার জিভ ও হাত থেকে অপর মুসলিমগণ

নিরাপদে থাকে। *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১১১) অন্যায় সুপারিশ

অবৈধ কোন কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে, অবৈধ কোন মন্দ কর্মে সফলতার উদ্দেশ্যে অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্ব বা ইমামতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, কোন অপরাধীর শাস্তি মকুব করার উদ্দেশ্যে, স্বজন প্রীতির বা সম্মান বজায় রাখার খাতিরে অপরের জন্য সুপারিশ করা বৈধ নয়। মন্দ বা অন্যায় সুপারিশ করলে ঐ মন্দ সুপারিশকারীর উপরেও বর্তায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "কেউ কোন ভালো কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখেন।" *(সূরা নিসা ৮৫ আয়াত)*

(১১২) অসৎকর্মে আদেশ ও সৎকর্মে বাধাদান

মুমিনের কাজ সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে বাধাদান। সুতরাং এর বিপরীত কাজ কাফের ও মুনাফেকদের বৈ কি?

আল্লাহ বলেন, "মুনাফেক (কপট) নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ, ওরা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্মে নিষেধ করে, ওরা ব্যয়কুণ্ঠ। ওরা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও ওদেরকে বিস্মৃত হয়েছেন। মুনাফেকরা তো সত্যত্যাগী।" *(সূরা তাওবাহ ৬৭)*

সুতরাং যারা মাযার যেতে, গানবাজনা শুনতে বা করতে ও করাতে, পরের ধন হরফ করতে ইত্যাদি হারাম কর্মে আদেশ ও উদ্বুদ্ধ করে এবং জালসা ও কুরআন শুনতে, মসজিদ ও মাদ্রাসা যেতে, ন্যায় ও ইনসাফ করতে, (আত্মীয় সৎ হলেও) আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে বাধা দেয় ও নিষেধ করে তারা ওদের কাছাকাছি অথবা দলভুক্ত মানুষ।

(১১৩) কুরআন পাঠকালে কথা বলা

কুরআন পঠিত হলে কথা বলা নিষিদ্ধ। যেহেতু চুপ থেকে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, “এবং যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক। যাতে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়।” *(সূরা আ'রাফ ২০৪)*

(১১৪) মসজিদে সাংসারিক গল্প-গুজব

মসজিদ আল্লাহর ইবাদতের ঘর। দ্বীনী বিষয় ছাড়া অন্যান্য পার্থিব বিষয়; যেমন , চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংসার-চাকরী প্রভৃতি নিয়ে গল্প-গুজব ও হৈ-হাল্লা বৈধ নয়। রসূল ﷺ বলেন, “শেষ জামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা মসজিদে গোল হয়ে বসবে; যাদের ইমাম হবে দুনিয়া (তারা জাগতিক কথা আলোচনা করবে)। সুতরাং তোমরা তাদের সহিত বসবে না। কারণ তাদেরকে নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১৬৩, সহীহ তারগীব ২৯২)*

(১১৫) কথায় কথায় কসম খাওয়া

কিছু মানুষ আছে যারা হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে মনে করে যে, লোকে তার কথা বিশ্বাস করতে চায় না, তাই কথায় কথায় কসম খেয়ে বিবৃত বিষয়ের গুরুত্ব ও সত্যতা প্রমাণ করতে উৎসাহিত হয়। বিষয় সত্য হলেও অধিকাধিক কসম খাওয়ার অভ্যাস নিন্দনীয়। অনেক ক্ষেত্রে কেবল ধারণা ও অনুমানের বশবর্তী হয়েও বহু অসত্য বিষয়ের উপর হলফ করে ফেলে। ফলে পরিস্থিতি এই দাঁড়ায় যে, তার কসমের আর কোন মূল্য ও মান থাকে না। আল্লাহ বলেন, “তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্য বস্তু বানায়ো না--- *(সূরা বাকারাহ ২২৪)* অর্থাৎ কথায় কথায় কসম খেয়ে তাঁর মাহাত্ম্যপূর্ণ নামকে যেখানে সেখানে অযথা প্রয়োগ

করো না।

তিনি অন্যত্রে বলেন, "আর যে কথায় কথায় শপথ করে তার অনুসরণ করো না, যে লাঞ্ছিত।" *(সূরা ক্বালাম ১০)*

(১১৬) মৃত্যু প্রার্থনা করা

জীবনের একান্ত কাম্যবস্তু অর্জন না হলে, শেষ সম্বল হারিয়ে ফেললে, একান্ত প্রিয়পাত্র ও আপনজন পর হয়ে গেলে, শত্রুতা করলে, অপমান করলে, ধোকা দিলে, শারীরিক অসুস্থতা, ব্যথা-বেদনা অসহনীয় হলে মানসিক চাপ এত বাড়ে যে, মনের ধিক্কার ও ঘৃণায় এ জগতের মুখ দেখতে আর ইচ্ছে করে না। তখনই আত্মহত্যার পথে পা বাড়ায় ধৈর্যহীন মানুষ। ভাবে, ওতেই আছে পরম শান্তি। কিন্তু বাস্তব তার বিপরীত। সুতরাং চরম ধৈর্যের সহিত ঐ সমস্ত যন্ত্রণার মোকাবেলা করা হল মুমিনের কাজ। আত্মহত্যা তো মহাপাপের কাজ; বরং আল্লাহর নিকট মৃত্যু চেয়েও প্রার্থনা করতে পারে না মুমিন। আল্লাহ বলেন,

"মানুষ যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে সেভাবেই অকল্যাণ প্রার্থনা করে, মানুষ বড় শীঘ্রতা-প্রিয়!" *(সূরা ইসরা' ১১ আয়াত)*

নবী ﷺ বলেন, "কোন কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে-----।" "এবং তার জন্য প্রার্থনা না করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(১১৭) মুখের উপর মুখ দেওয়া

সমাজে মান, মর্যাদা, বয়স, কর্ম প্রভৃতিতে সকলে সমান নয়। অনেকে জ্ঞানে, গুণে, মানে ও বয়স আদিতে বড় হন। ইসলাম তাদেরকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে যে, তাঁদের ছোটরা তাঁদেরকে সম্মান করে ও মেনে চলবে। (ন্যায় কথায়) পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে, ছাত্র শিক্ষককে, ছোট বড়কে সমীহ করবে। কোন কথায় তাদের মুখের উপর মুখ দেবে না। অন্যায় ছাড়া কোন বিষয়ে তাদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করবে না। এই আদব কুরআন মাজীদে নবী ﷺ-এর ব্যাপারে সাহাবাগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ আযযা অজাল্ল বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমার নবীর কণ্ঠস্বরের

উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল; সেভাবে তার (নবীর) সাথে উচ্চস্বরে কথা বলো না। কারণ, এতে তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের অজ্ঞাতসারে নিষ্ফল হয়ে যাবে। যারা আল্লাহর রসূলের সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে আল্লাহ তাদের অন্তরকে তাকওয়া (শিষ্টাচার) এর জন্য পরিশোধিত করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। হে নবী! যারা ঘরের পিছন হতে তোমাকে উচ্চস্বরে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ। *(সূরা হুজুরাত ২-৪)*

নবী ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি আমার উম্মত নয়, যে আমাদের বড়কে শ্রদ্ধা করে না, ছোটকে স্নেহ করে না এবং আলেম (জ্ঞানীর) মর্যাদা রক্ষা করে না।" *(সহীহ তারগীব ৯৩ নং)*

এই বদ অভ্যাসের কারণেই দাম্পত্য জীবনে দুঃখ ও অশান্তি নেমে আসে। স্বামী দুটো শিক্ষার কথা বললে এবং স্ত্রী উগ্রা ঠোঁটকাটা অথবা পাশ্চাত্য-ঘেসা হলে আর রেহাই নেই। 'বেশ করেছি, অত পারি না' বলে মুখের উপর মুখ পড়লে কলহ বেড়ে যায়। অশান্তির বাতাস হয় ঝড়ে পরিণত। নেমে আসে বিচ্ছেদের বজ্রবাহী মেঘ। অবশ্য সংসারে এ ধরনের ঝামেলার অধিকাংশই হয় অভাবে নচেৎ স্বভাবে। মূলে কিন্তু থাকে ঐ বল্গাহীন জিহ্বা।

(১১৮) অন্যায়ের পথ বলা

অসৎ, নোংরা, অন্যায় ও গর্হিত কর্ম করা যেরূপ অবৈধ তদ্রূপ তার পথ ও উপায় বলে দেওয়াও জিহ্বার এক পাপ। সুতরাং সিনেমাহল, বেশ্যালয়, মদ্যশালা, দর্গা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তার পথ বলে দেওয়া, তদনুরূপ চুরি, ব্যভিচার, অত্যাচার, প্রবঞ্চনা প্রভৃতির উপায় ও পদ্ধতি বাতলে দেওয়া মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, "সৎকাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সাহায্য কর এবং পাপ ও অবাধ্যাচরণে একে অন্যের সহায়তা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে বড় কঠোর।" *(সূরা মা-য়েদাহ ২)*

(১১৯) অবৈধ কাজে অনুমতি দেওয়া

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির তার নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিকে অবৈধ কাজে অনুমতি ও সম্মতি দান এক রাসনিক পাপ। যেমন; পুত্র, কন্যা, স্ত্রীকে গান-বাজনার মজলিস, দর্গা, মেলা ইত্যাদি পাপের জায়গা যেতে, স্ত্রী-কন্যাকে বেপর্দায় বাইরে, বাজারে, বিয়ে ও মরা বাড়িতে যেতে আদেশ ও অনুমতি, ফাঁকা পুকুরে গোসল করতে অনুমতি, পরকীয় গৃহে যেতে ও থাকতে অনুমতি, পর-পুরুষের সহিত কথা-বার্তা ও সফর করার অনুমতি প্রভৃতি একটুকরা মাংসের জিহ্বার সুদূর-প্রসারী বৃহৎ পাপ। এ সব বিষয়ে মৌনসম্মতিও একই পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু যে সংসার মহিলা-শাসিত সেখানে মুসলিম হলেও পুরুষ যে একান্ত গো-বেচারা তা সহজে অনুমেয়। রসূল ﷺ বলেন, "মেড়া (স্ত্রী-কন্যার পর্দাহীনতা ও নোংরামীর ব্যাপারে ঈর্ষাহীন) ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতে তাকিয়েও দেখবেন না।" *(নাসাঈ ২৫৬১ নং)*

"সাবধান! তোমরা সংসারে প্রত্যেকে দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব বিষয়ে কিয়ামতে কৈফিয়ত করা হবে।" *(সহীহুল জামে ৪৫৬৯)*

আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি হতে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে কঠোর-হৃদয় নির্মমস্বভাব ফিরিশ্তাবর্গের উপর, যারা আল্লাহ তাদেরকে যা আদেশ করেন তা লঙ্ঘন করে না এবং যা করতে তারা আদিষ্ট তাই করে। *(সূরা তাহরীম ৬ আয়াত)*

(১২০) অসঙ্গত কথা বলা

বহু মানুষ আছে যারা এমন বহু কথা বলে থাকে; যাতে তারা মহাপাপী হয় অথবা কাফের। সেই ধরনের কিছু কথা নিম্নে প্রদত্ত হল যা থেকে মুসলিমের উচিত তার জিভকে দূরে রাখা।

(১) 'খোদার চাচাতো ভাইতো তাই জানতে পারলে!'

কেউ অনুমান করে কোন খবর বললে তাকে এই কথা বলা হয়। অথচ আল্লাহর সহিত এমন সম্পর্ক জুড়ে কথা বলা কুফ্র।

(২) "আল্লাহর খেলা ভাই, তাঁর লীলা বুঝা দায়!"

বিপদে আপদে আশ্চর্য ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে এমন কথা বলা হয়; অথচ আল্লাহর কোন কাজ খেলা নয়। তাঁর সকল কর্মই হিকমতে পরিপূর্ণ। অতএব এমন কথা বলা কুফ্‌র।

(৩) "নিষ্ঠুর ভাগ্য, পোড়া কপাল, অদৃষ্টের অন্ধ বিচার।"

বিপদে তকদীরকে গালি দেওয়া কুফ্‌র। তাছাড়া মানুষের তকদীর কপালে লিখা থাকে না।

(৪) "কানা খোদা, খোদার চোখ নাই, হুঁশ নাই, খোদার বিচার নাই, খোদার মাথা খারাপ হয়েছে, খোদা আমার জিনিসটাই দেখতে পেল?! শৈশবে মা কেড়ে নিয়ে আমার কি মঙ্গল করলে?!"

আল্লাহকে গালি, তাঁর হিকমত না বুঝে তাঁর বিচারে প্রতিবাদ কুফ্‌র। অথচ জ্ঞানী ও মুসলিম মাত্র জানা এবং মানা উচিত যে, আল্লাহ জালেম নন। আর তিনি যা করেন তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই।

(৫) "কি পাপ করলাম যে আমাকে এই বিপদ দিলে?" ভাগ্যে অসন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিবাদ করা কুফ্‌র।

(৬) "কি বলব খোদাকে, ধন দিয়েছে গাধাকে।"

কোন কৃপণ বা অযোগ্য ধনী বা জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এমন কথা বলে আল্লাহর হিকমতে ত্রুটি আরোপ করা কুফ্‌র।"

(৭) "আল্লাহ আল্লাহ বল বান্দা আল্লাহ নাইকো ঘরে, ছেঁড়া টুপী মাথায় দিয়ে বেগুন চুরি করে।"

আল্লাহর কোন ঘর নেই। এ ধরনের প্রহসন প্রবাদ বলা কুফ্‌র।

(৮) "সব ধর্মই সমান। গন্তব্যস্থল একই, পথ বিভিন্ন।"

ইসলামই শ্রেষ্ঠ ও সত্য ধর্ম। এ জ্ঞান ছাড়া অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির রাজনৈতিক বুলি বলা সত্যের অপলাপ সাধন করা। যা কুফ্‌র। অবশ্য সকলে মিলে শান্তির বসবাস সবারই কাম্য।

(৯) "মারেফতে পৌঁছে গেলে শরীয়ত মানতে হয় না।"

এমন ধারণা করাও কুফ্‌র। শরীয়ত ছেড়ে কোন মারেফত নেই।

(১০) "বিদ্যা ছুঁয়ে, চোখ, বসমতী, লক্ষ্মী (?!) মিম্বর, ছেলের মাথা প্রভৃতি ছুঁয়ে, পছি (পশ্চিম) মুখে, মসজিদ, দর্গা, পীরতলা মুখে দাঁড়িয়ে বলছি।"

আল্লাহর নাম বা গুণ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টির নামে হলফ বা কিরে করা ছোট শির্ক অথবা কুফ্‌র।

(১১) "আল্লাহ-রসূলের দুআয় (বা দয়ায়) ভালো আছি।"

দুআ আল্লাহর হয় না; বরং রসূলও পার্থিব জগতের জীবিত নেই। সুতরাং এমন না বলে, 'আল্লাহর দয়ায় ভালো আছি' বলা উচিত।

(১২) 'কে আর মেনে চলছে?'

তার মানে, আমিও তাই মানি না। 'যেমন কলি, তেমনি চলি।' এমন বিমুখতা কুফ্‌র হতে পারে।

(১৩) "নামায পড়ে কে বড় লোক হয়েছে?"

অর্থাৎ নামায পড়ে যেহেতু পার্থিব লাভ পরিদৃষ্ট নয়, তাই নামায পড়ব না। পরকালে বিশ্বাস নেই। এমন কথা বলা কুফ্‌র।

(১৪) 'ও সব মৌলবীদের বাঁধা গত, পেটপালার বুদ্ধি।'

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথায় পূর্ণ অবিশ্বাস। এ কথা নিঃসন্দেহে খাঁটি কুফ্‌র।

(১৫) "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।"

অথচ মোল্লার (আলেমদের) দৌড় চিরস্থায়ী। বরং 'ওঁদের'ই দৌড় কেবল গোড় পর্যন্ত। কম্পিউটার পেয়েও চিরসুখ অর্জন করতে অক্ষম। কিন্তু মোল্লারা (?) মরণের পরও চির ইচ্ছাসুখের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

(১৬) "ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের কথা বলো না।"

ধর্ম সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সমান। ক্ষুধার্ত হলেও ধর্ম মানতে হবে। বরং ধর্মীয়বাণী ক্ষুধার্ত মানুষের ক্ষুন্নিবারক আহার। সুতরাং যারা বিপদে ও ক্ষুধায় ধর্ম অবহেলা করে তারা অথবা কেবল সুখের সময় ধর্ম মেনে চলে এবং দুখের সময় সিকেয় তুলে রাখে তারা নিশ্চয় কপট ও স্বার্থপর মানুষ।

(১৭) "প্রাচীনপন্থী, মৌলবাদী, ধর্মীয় কুসংস্কার।"

প্রাচীন সেই রসূলের মূল নীতি ও পথ ছাড়া মানুষের নিস্তার নেই। ধর্মীয় যাবতীয়

কর্মই সংস্কার। যারা অস্বীকার করে তারা কাফের।

(১৮) " ঈমান তো এইখানে।"

অর্থাৎ বুকে, মুখে, দাড়িতে, পোশাকে, কর্মে হওয়া জরুরী নয়। অথচ ঈমানের পূর্ণতা ও সত্যতা হল সেই অনুযায়ী আমল করা। যেহেতু ঈমান অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কাজে আমল -এই তিন সমষ্টির নাম।

(১৯) "আগে মন ঠিক কর, মন হচ্ছে আসল।"

অর্থাৎ তার পূর্বে নামায-রোযার কথা বলো না। এ কথা বলে বক্তার কেবল পিছল কাটার ইচ্ছা। এমন অজুহাত কুফরও হতে পারে। তবে আমলের আগে আকীদা অবশ্যই ঠিক করতে হবে।

(২০) "পর্দা নিজের কাছে।"

অর্থাৎ দেহ বা চেহারা ঢাকা জরুরী নয় বা না ঢাকলেও চলে। অথচ এমন 'ন্যাংটা' বা ম্যাডাম'কে দেখে যে অন্য পুরুষ লালায়িত হবে না, তা নয়। সুতরাং নিজের মন ঠিক থাকলেও পরপুরুষের মনকে ঠিক রাখতে দেহ-সৌন্দর্য গুপ্ত করা মহিলার জন্য ওয়াজেব।

(২১) "কি হে গিন্নী, তোমাকে বিয়ে করব।"

নাতিন বা পুতিনকে উদ্দেশ্য করে এমন মজাক করা হয়। অথচ দাদো ও নানা এক প্রকার আসল পিতা। যেমন বাপের সঙ্গে বেটির বিবাহ হারাম, তেমনিই দাদো ও নানার সঙ্গেও হারাম। পক্ষান্তরে বিয়ে নিয়ে মজাক-মস্করা করাও নিষিদ্ধ। কিন্তু মূর্খ পরিবেশে ঐ ধরনের নিজের নাতিন-পুতিনকে গিন্নী বানানো হয়! মজাক হয় ভাবী-দেওরে, শালী-বুনুই-এ, শালাজ-নন্দাই-এ। জিভের কাস্তে দ্বারা কেটে গাদা করে বস্তা-বস্তা পাপের খাস! কিন্তু কে শোনে কার কথা? সবাই চায় মনের পরম তৃপ্তি ও আনন্দ!

(২২) "আল্লাহ জানছে, আমি করি নাই।"

কোন কাজ করে তা অস্বীকার করার সময় এই কথা বলা হয়। ফলে আল্লাহর জানাকে বিপরীত সাব্যস্ত করা হয়। অতএব এমন কথা কুফ্র হতে পারে।

(২৩) "আল্লাহ আদমে ছিলেন বলেই ফিরিশ্তাদেরকে হুকুম করলেন আদমকে সিজদা করতে।"

সর্বেশ্বরবাদী ও সূফীবাদীদের এমন কথা কুফ্র।

(২৪) "যিনি গুরু তিনিই খোদা, বা যিনি আহমদ তিনিই আহাদ।"

স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে এক করা কুফ্র।

(২৫) "দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও দাও ফূর্তি কর, আগামী কাল বাঁচবে কি না বলতে পার?"

পরকালে অবিশ্বাস রেখে ভোগবাদীদের এমন গান গাওয়া কুফ্র।

(২৬) "আদমের লিঙ্গের হাড় থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি। তাই তো হাড় বের করে লিঙ্গ সেলাই করার দাগ প্রত্যেক পুরুষের আছে।"

অথচ শরীয়ত বলে, মা হাওয়াকে বাপ আদমের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু দেহ-তাত্বিক সূফীদের এমন অবান্তর কথা হাদীস অস্বীকার করারই নামান্তর। যা একমাত্র খেয়াল-খুশীর অনুসরণ। অনুরূপ নিম্নের কথা গুলিও ঃ-

(২৭) "তখন ওরা খেতে পেত না বলে রোযা রাখত।"

অর্থাৎ 'আমাদের খাবারের অভাব নাই, তাই রোযা রাখব না।' এই বলে রোযাকে অস্বীকার করা কুফ্র।

(২৮) "সে যুগে ব্লেড ছিল না বলে দাড়ি রেখে নিত।"

অর্থাৎ এখন বিজ্ঞান, ব্লেড ও বিভিন্ন যন্ত্রের যুগ। দাড়ি চাঁছার কোন অসুবিধে নেই। তাই দাড়ি না রাখাই সভ্যতা ও যুক্তিযুক্ত! পক্ষান্তরে সে যুগেও চাঁছা-ছিলার ব্যবস্থা ছিল। গুপ্তাঙ্গের লোম ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই চেঁছে ফেলা হত এবং আজও ফেলা হয়। অথচ দাড়ি রাখতে আদেশ করা হল। সুতরাং এমন কথা বিদ্রূপ বৈ কি?

(২৯) "প্রথম প্রথম সাহাবীরা নামায পড়তে দাঁড়িয়ে নবীর পিছন ছেড়ে পালিয়ে যেত (!) তাই তারা জোরে আমীন বলতে আদিষ্ট হয়েছিল! নচেৎ আস্তেই আমীন বলতে হয়।"

(৩০) "প্রথম প্রথম সাহাবীরা বগলে ঠাকুর (মূর্তি) লুকিয়ে রেখে নামায পড়ত (?!) তাই হাত ঝাড়তে (রফই য়্যাদাইন করতে) হত। পরে ঠাকুরের মায়া কেটে গেলে আর ঝাড়তে হয় না।"

মনে হয় প্রথমেই তকবীরে তাহরীমার সময় একবার ঝাড়লেই ঠাকুর পড়ে যায়।

সুতরাং এখনো লোকে বগলে ঠাকুর রেখেই নামায পড়ে। তাছাড়া তাহরীমার তকবীরে, জানাযা ও ঈদের তকবীরে হাত ঝাড়বে কেন? পক্ষান্তরে নবী ﷺ ও সাহাবাগণকে এমন অবান্তর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যে কত বড় পাপ, তা অনুমেয়!

(৩১) "বুকে হাত বেঁধে গভীর ধ্যান-মগ্ন হলে হাত নাভির নিচে এসে যায়। তাই নাভির নীচেই বাঁধতে হয়।"

সুতরাং নামাযে হাত বুকে বাঁধাই আসল নিয়ম। তাই নয় কি?

(৩২) "খোতবা চলাকালীন কোন নামায বৈধ নয়। এক ব্যক্তি খোতবা চলাকালে মসজিদে এসে বসে নবী ﷺ তাকে হাল্কা দুই রাকাআত নামায পড়ে নিতে আদেশ করলেন। কারণ লোকটি ছিল নিহাতই গরীব। দেহে কাপড় ছিল না বা জীর্ণ কাপড় ছিল। দাঁড়িয়ে নামায পড়লে লোকেরা তার অবস্থা দেখে তার জন্য দান করবে এই ভেবে তাকে নামায পড়তে আদেশ করা হয়েছিল!"

এমন সব মন গড়া কথায় কাদের প্রতি কি আরোপ করছে -তা খেয়াল করে না এক প্রকার যুক্তিবাদী (?) বা ভেদবাদী মানুষ! লাগামহীন মুখে আন্দাজে-অনুমানে বিনা দলীলে এমন কথা বলে বহু সহীহ হাদীসকে অস্বীকার করতে চায় শুধু নিজেদের পদ মত ও মযহাব বাঁচাবার জন্য। আসলে কিন্তু ঐ যুক্তিগুলি সেই চাঁদের পিঠে 'কুল গাছ ও তার নিচে চড়কায় বুড়ির সুতো কাটার'ই গল্প।

আল্লাহ তাআলা বলেন, -----"অথচ এ বিষয়ে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে; আর সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই।" *(সূরা নাজ্‌ম ২৮)*

পরিশিষ্ট

কিছু কথা বা শব্দ আছে, যা প্রয়োগ করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ, তা আকীদা ও ঈমান-বিরোধী অথবা তার গভীর অর্থ অশ্লীল অথবা তাতে বিজাতির অনুকরণ হয় তাই। এমন কথা ও শব্দাবলী বেছে বাদ দিয়ে কথা বলা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য। এই শ্রেণীর কিছু শব্দাবলী নিম্নরূপ ঃ-

১। 'অমুকের দস্ত মুবারকে---' ঃ

সাধারণ কোন মানুষের হাতকে মুবারক বা বর্কতময় মনে করায় ঈমানী ক্ষতি আছে। কারণ, আমরা জানি যে, কেবল মহানবী ﷺ-এর দেহ ও দেহাঙ্গই মুবারক ছিল; অন্য কারো নয়। কেবল তাঁরই দেহের পবিত্র জিনিস দ্বারা বর্কত অর্জন করা হত; অন্য কারোর নয়।

এ স্থলে 'নজরানা' শব্দ ব্যবহারও ঠিক নয়। কারণ, এতে রয়েছে সূফী ও পীরবাদের গন্ধ। যেমন 'উৎসর্গ' শব্দে রয়েছে দেব-দেবীর আভাস। অতএব এ সকল শব্দ ব্যবহার আপত্তিকর।

২। আলিঙ্গন ঃ

এ শব্দ কেবল স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহার্য। কারণ, এর গভীর অর্থ হল, লিঙ্গ পর্যন্ত কোলাকুলি করা বা বুকে জড়িয়ে ধরা। অতএব অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ঐ শব্দ ব্যবহার করা বৈধ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, শরীয়তে 'মুআনাকা বা গর্দানে গর্দান লাগানোর কথা আছে; বুকে বুক লাগাবার কথা নেই।

৩। দেবর বা দেওর ঃ

দেবর মানে (দ্বিবর) দ্বিতীয় বর বা দ্বিতীয় স্বামী। কোন মুসলিম মহিলার জন্য তার স্বামীর ছোট ভাইকে দেবর বা দেওর তথা দ্বিতীয় স্বামী বলা নিশ্চয় লজ্জাকর ব্যাপার ও হারাম।

৪। প্রজন্ম ঃ

যাঁরা বলেন, শব্দটি প্রজনন থেকে উৎপত্তি তাঁদের কাছে এ শব্দ মানুষের মত সৃষ্টির সেরা জাতির বংশধরের জন্য ব্যবহার করা অশালীন।

৫। হন্যা, হন্যে বা হন্নে ঃ

মারবার বা আক্রমণ করবার জন্য ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ ধাবমান, কোন কিছুর জন্য ব্যাকুলভাবে চেষ্টাযুক্ত ব্যক্তিকে বুঝাতে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। অথচ শব্দটির গভীর অর্থ অশ্লীল। কুকুর যখন কুকুরীর পিছনে যৌনক্ষুধা নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে দৌড় দেয় এবং কুকুরী খেলাচ্ছলে হোক অথবা ধরা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে হোক দৌড়াতে থাকে অথবা কুকুরী কোথাও লুকিয়ে আছে, কুকুর এদিক-ওদিক দৌড়াচ্ছে, খুঁজে পাচ্ছে না, খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়েছে, কুকুরের এই অবস্থাকেও হন্যা বা

হন্যে বলে। অর্থে এই সম্পর্ক থাকার ফলে মানুষের জন্য তা ব্যবহার উচিত নয়।

৬। দইব, দৈব, দৈবক্রমে, দৈবগতিকে, দৈবঘটনা, দৈবদুর্বিপাক, দৈবদোষ, দৈববশতঃ, দৈবযোগে, দৈবাৎ, দৈবাদেশ, দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত, দৈববাণী প্রভৃতি দেব সম্বন্ধীয় শব্দ দেবদাসরাই ব্যবহার করতে পারে, আব্দুল্লাহরা নয়।

৭। বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড ঃ

বিশ্ব ব্রহ্মের অন্ডের বীচির মত দেখতে বলে তাকে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড বলা হয়। অতএব কোন মুসলিম এই উপমায় বিশ্বাসী হতে পারে না। কারণ, সে জানে এ বিশ্ব-জাহান আল্লাহর সৃষ্টি। তাই এ শব্দ সে ব্যবহার করতে পারে না।

৮। যক্ষের ধন ঃ

এক ধর্মের লোকেদের মতে যক্ষ হল, ভূগর্ভে প্রোথিত অর্থরাশির রক্ষক প্রেতযোনী। কিন্তু মুসলিম জানে ও মানে যে, উক্ত ধনরাশির রক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। অতএব যক্ষ স্বীকার করে নিয়ে তার জন্য এ শব্দ ব্যবহার বৈধ নয়।

৯। লক্ষ্মী, লক্ষ্মী মা, লক্ষ্মী সোনা, লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী ছেলে, লক্ষ্মীটি, লক্ষ্মী ছাড়া প্রভৃতি বিষ্ণুপত্নী এবং ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সাথে উপমা ও সম্বন্ধ জুড়ে গঠিত শব্দ কোন মুসলিম ব্যবহার করতে পারে না।

১০। মধ্যযুগীয় বর্বরতা ঃ

মধ্যযুগ বলতে ইসলামী যুগকে বুঝালে কোন মুসলিম তা মেনে নিতে পারে না। ইসলাম তো জাহেলী যুগের বর্বরতার অন্ধকার দূর করে স্বর্ণযুগের আলো এনেছে। দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছে। অতএব তার যুগ কেন বর্বরতার যুগ হবে? কতক মানুষের আমল দেখে ইসলাম কেমন তা বিচার করা যায় না। বরং মানুষ ইসলাম না মানলে বর্বর হওয়া স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, ইসলাম আগমনের পূর্বযুগই হল বর্বরতার যুগ। এই কথার খেয়াল রেখেই এ শব্দের প্রয়োগ হওয়া উচিত।

১১। লীলা, লীলাখেলা ঃ

লীলা দেবতাদের। মুসলিমদের কারো লীলা নেই। মহান আল্লাহর প্রত্যেকটি কর্ম হিকমতে ভরপুর। তাঁর কোন কর্ম লীলাখেলা নয়। তকদীর বা ভাগ্যেরও কোন লীলা নেই। সবই হিকমতময় এবং বান্দার জন্য কল্যাণময়; বান্দা তা বুঝতে পারে অথবা

না পারে। তাছাড়া লীলা হল দেবতাদের প্রমোদ ও যৌনকেলি। মুসলিমদের সে লীলা বৈধ নয়।

১২। হরিলুট ঃ

মুসলিমদের হরি বলতে কেউ নেই। তাই কোন লুটের সময় এ শব্দকে ব্যবহার করা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

১৩। হত্যাযজ্ঞ ঃ

যজ্ঞ হল দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের অনুষ্ঠান। হত্যাকান্ডকে হত্যাযজ্ঞ বললে দৈব শব্দ ব্যবহার করা হয়। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ জহুরী প্রণীত শব্দ-সংস্কৃতির ছোবল)*

এই শ্রেণীর আপত্তিকর আরো শব্দাবলী যেমন, মন্বন্তর, জলাঞ্জলি, ঘৃতাঞ্জলি, পুষ্পাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, শ্রদ্ধার্ঘ্য, স্নাতক, বিদ্যাপীঠ, আচার্য, ব্রহ্মতালু, ব্রাহ্ম-মুহূর্ত, আহুতি ইত্যাদি।

মুসলমিরা এমন এমন কথা বলে, যাতে অনেক সময় তাতে কাফের হতে হয়; এই শ্রেণীর আরো কথা যেমন ঃ-

'আল্লাহর বিচার নেই। আল্লাহ মানুষের ডাক শুনলে কি আমার এই অবস্থা হয়? স্বয়ং আল্লাহ এসে বললেও আমি তা বিশ্বাস করব না। আমি আল্লাহর চোখের শূল। টাকাই সবকিছু। টাকা দিলে ফিরিশ্তাও উল্টা লিখে। তোমার চাইতে বেশী অন্য কাউকেও ভালোবাসি না; এমনকি আমার সৃষ্টিকর্তাকেও নয়।' (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

আল্লাহ আমাদের এবং আমাদের ঈমানের হিফাযত করুন। আমীন।

পরিশেষে আসুন, আমরা আল্লাহর এই বাণী স্মরণ করিঃ-

﴿ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা কর হে মুমিনগণ! যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। *(সূরা নূর ৩১ আয়াত)*

আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের জিহ্বায় উৎপন্ন এতশত সর্বনাশ ও আপদ থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.